উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রাগা'র হাইড্রোজেন বোমা » ৭

জোহরানের জয়ে মুখ পুড়ল ট্রাম্পের

ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখরাঙানিই সার। নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে নির্ণায়ক জয় পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	১৯°	২০°	২১°	১৮°

সোনালি রোদের খোঁজে সূর্যরা » ১১

শিলিগুড়ি ১৯ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 6 November 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 167

'ফাজলামো চলছে!'

খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র ফ্ল্যাটে প্রভাবশালী মন্ত্রীর যাতায়াত

নিউজ ব্যুরো

৫ নভেম্বর : অপহরণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি। সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনে ওই বিডিও'র নাম জড়িয়েছে। ওই ঘটনার পর ইতিমধ্যে প্রায় ৭ দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত সহ কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অথচ ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট যে, স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এখনও কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় নিহতের পরিবার ওই বিডিও'র প্রভাবশালী-যোগের অভিযোগ তুলেছে।

নিহতের আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা বুধবার বলেন, 'ওই বিডিও'র কলকাতায় অনেক ক্ষমতা আছে বলে শুনেছি। তাই আমরা কলকাতায় গিয়ে পুলিশের কাছে তদ্বির করতে পারছি না। কলকাতায় গেলে আমরাও খুন হয়ে যেতে পারি। সেই ভয়ে যেতে পারছি না।' রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দেখতে পেয়েছেন স্থানীয়রাও। অভিযুক্তের বাড়িতে ওই মন্ত্রীর মাঝেমধ্যে যাতায়াত ছিল বলে এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

রাজগঞ্জের বিডিওকে শিবমন্দিরের এই বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায়।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের বিডিও'র নাম প্রশান্ত বর্মন। কিন্তু তিনিই মূল অভিযুক্ত কি না, তা নিশ্চিত করা যায়নি। তবে রাজগঞ্জের বিডিও বুধবার সাংবাদিকদের হুমকি দিয়েছেন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলছে বলে বুধবার প্রায় সব বিডিও নিজেদের দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন। ব্যতিক্রম প্রশান্ত। তবে তাঁকে পাওয়া যায় শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দিরের ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়ায় অনেকটা জমি নিয়ে রঙিন টিনের এক একচালা বাড়িতে। চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ঘরগুলিতে এসি লাগানো বাড়ির গেটের ভিতরে গাড়ি রাখার শেড। বড় উঠোন। লোহার গেট ভিতর থেকে বন্ধ। পুলিশ লেখা একটি লাল রঙের বাইক দেখা যায় সেখানে।

বাড়ির উঠোনে খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরে চেয়ারে বসে ছিলেন বিডিও। গেটের বাইরে থেকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করতে তিনি রেগেমেগে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, এরপর দশের পাতায়

জালিয়াতির জাল

শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে ধৃত শিলিগুড়ির মহিলা এজেন্ট।

নীলিমার 'সুদিন' দেখে গুঞ্জন ছিল পরিচিতদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : বছর তিনেক আগের কথা। অরবিন্দপল্লির রবীন্দ্র সরণিতে ভাড়াবাড়িতে স্বামী ও ছেলের সঙ্গে থাকতেন নীলিমা রায়। ওয়ার্ডে ডেঙ্গি সার্ভে থেকে শুরু করে যে কোনও ধরনের সমীক্ষা সংক্রান্ত কাজ করার দরুন এলাকাবাসীর কাছেও নীলিমা ছিলেন পরিচিত মুখ। হাসিখুশি ওই তরুণীর মধ্যে সচ্ছলতার ছাপ দেখতে পেতেন অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা আরতি দাস, বিশ্বজিৎ বসাকরা। বছরখানেক আগে কুণ্ডুপুকুর মাঠ সংলগ্ন চার মাথা মোড় থেকে কিছুটা দূরে একটি বাড়ি বানানোর পর গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পেয়ে নীলিমার সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করা আবিরা দাস, ভাস্বতী রায়রা ভেবেছিলেন, নীলিমার হয়তো সুদিন ফিরেছে। তবে 'সুদিনের বহর' দেখে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল কিছুদিন ধরেই।

গৃহপ্রবেশের কিছুদিন পরেই হাতিয়াডাঙ্গায় নতুন বাড়ির কাজ শুরু করেছিল রায় পরিবার। দুটো বিলাসবহুল গাড়িও কিনেছিলেন নীলিমা। খড়িবাড়িতে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের সঙ্গে নীলিমার নাম জড়াতেই এখন গুঞ্জন, তাহলে যাবতীয় উন্নতির মূলে কি এই জালিয়াতির সঙ্গে জুড়ে যাওয়া?

পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারের সংযোগ, 'মাঝে ওই পরিবার বারবার ভাড়াবাড়ি পরিবর্তন করছিল। কুণ্ডুপুকুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় যাওয়ার আগে ওরা ওয়ার্ডের সুভাষ সেতুর কাছেও বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। এরপর দশের পাতায়

তিন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার ৬

কার্তিক দাস ও শমিদীপ দত্ত

খড়িবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জন্মমৃত্যু শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার হলেন শিলিগুড়ির এক মহিলা এজেন্ট। মঙ্গলবার রাতে টানা জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই নিয়ে জালিয়াতি কাণ্ডে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হল। এদিকে জাল জন্ম সার্টিফিকেট হাতবদল করতে যাওয়ার সময় মঙ্গলবার গভীর রাতে শিবমন্দির থেকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের (ডিডি) হাতে পাকড়াও হলেন দুজন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জাল জন্ম সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য চম্পাসারিতে গাড়িতে বসে অপেক্ষারত আরও তিনজনকে পাকড়াও করে ডিডি। গাড়ি ও স্কুটার থেকে ১১টি জাল জন্ম সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে ডিডি। সেই জাল সার্টিফিকেটগুলোর মধ্যে নয়টি সার্টিফিকেটই ইস্যু হয়েছে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে। এছাড়া একটি শিলিগুড়ি পুরনিগম ও একটি পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইস্যু হয়েছে। ফলে সার্টিফিকেট জালিয়াতি চক্রের জাল যে কতদূর ছড়িয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা রীতিমতো শঙ্কিত।

জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্ত প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে দার্জিলিং পুলিশের ৫ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম নীলিমা রায়। তিনি শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা। তিনি জালিয়াতি চক্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। খড়িবাড়িতে নীলিমা নিজেকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের ল'ক্লার্ক হিসাবে পরিচয় দিতেন। আদালতে কোনও ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র তৈরির জন্য এলে মোটা টাকার বিনিময়ে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহার মাধ্যমে শংসাপত্র তৈরি করে দিতেন তিনি।

সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে গত সোমবার খড়িবাড়ি পুলিশকে জাল শংসাপত্রের একটি তালিকা দেওয়া হয়। সেই তালিকায় যাঁরা এই হাসপাতাল থেকে জাল শংসাপত্র তৈরি করেছেন তাঁদের নাম, বাবা-মায়ের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সেই ফোন নম্বর ধরে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার সেইসব ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সেই জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই বেরিয়ে আসছে চক্রের এজেন্টদের নাম। এরপর দশের পাতায়

মোদিকে জার্সি উপহার স্মৃতিদের

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : ২০১৭ সালের পর ফের ২০২৫। সেবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল হরমনপ্রীত কাউরদের। ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে যেতে পারেননি তাঁরা। এবার আর খালি হাতে নয়, বিশ্বকাপের খেতাব নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব সারল হরমনপ্রীত ব্রিগেড।

আট বছর আগের কথা এদিন মোদিকে মনে করিয়ে দিলেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত। বলেছেন, 'সেবার ট্রফি নিয়ে আসতে পারিনি। আমরা খুশি এবারে ট্রফি সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছি।' এরপরই মজা করে হরমন জানান, এভাবে বারবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। হাততালি দিয়ে অধিনায়কের প্রতি সমর্থন জানান সতীর্থরা।

উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে এক বিশেষ জার্সি তুলে দেন রিচা ঘোষরা। 'নমো' লেখা ১ নম্বর সেই জার্সিতে ছিল ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্যের সই।

টানা তিন ম্যাচে হারের পরও যেভাবে ফিরে আসে ভারতীয় দল, তার প্রশংসা করেছেন মোদি। একইসঙ্গে জেমিমা রডরিগেজদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলিং এবং ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের চাপ সামালানোর প্রসঙ্গও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর কথায়। এদিন স্মৃতি মান্ধানাদের পরনে ছিল নেভি ব্লু ব্লেজার এবং ক্রিম রংয়ের ট্রাউজার।

ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করা দীপ্তি শর্মার কথাতেও উঠে আসে ২০১৭ সালে মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ। দীপ্তির মন্তব্য, 'সেবার আপনি বলেছিলেন কঠোর পরিশ্রম করে যাও। আপনার সে কথা আমাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছে।'

বিশ্বকাপজয়ী প্রত্যেক সদস্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭ লোক কল্যাণ মার্গে সাক্ষাৎ করার পর ফিরে যাবেন নিজের নিজের রাজ্যে। কিন্তু এখনই বাড়ি ফেরা হচ্ছে না বিশ্বকাপ ফাইনালের সেরা শেফালি ভার্মার। এরপর দশের পাতায়

সেবার আপনি বলেছিলেন কঠোর পরিশ্রম করে যাও। আপনার সে কথা আমাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছে।

– দীপ্তি শর্মা (মোদির উদ্দেশে)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে জার্সি তুলে দেওয়ার পর ফোটোসেশনে বিশ্বকাপজয়ীরা। বুধবার রাতে।

এসআইআর-এ লক্ষ্মীলাভ ক্যাফের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : রোজ সকাল ১০টায় নিজের সাইবার ক্যাফে খোলেন লেকটাউনের সুজন সরকার। ঝাড় দিয়ে, পরিষ্কার করে পুজো দিতে দিতে আরও ৩০ মিনিট লেগে যায় তাঁর। এরপর ধীরে ধীরে সমস্ত কম্পিউটার চালু করেন তিনি। সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেক সময় চলে যায়। ১১টার পর থেকে পুরোপুরিভাবে কাজ শুরু হয় তাঁর সাইবার ক্যাফেতে। কিন্তু এসআইআর শুরু হতেই দীর্ঘ ২০ বছরের অভ্যেস বদলাতে হচ্ছে সুজনকে। সকাল ১০টার বদলে ৯টাতেই ক্যাফে খুলতে হচ্ছে। কারণ এসআইআর আবহে সকাল থেকেই ক্যাফের বাইরে লাইন পড়ছে সাধারণ মানুষদের। দুপুরে ক্যাফে বন্ধ করে খেতে গেলেও গত সাতদিন ধরে নিয়ম বদলাতে হয়েছে কলেজপাড়ার বিট্টু দাসকে। শুধু নিয়মই নয়, ক্যাফের কম্পিউটারগুলির ক্ষমতাও বাড়াতে হয়েছে তাঁকে। কারণ দিনভর আতঙ্কিত শহরবাসীর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম খোঁজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁর কম্পিউটার হাঁফিয়ে যাচ্ছিল। গত কয়েকদিনে চাপ বাড়ায় বাড়তি লোক নিয়োগ করেছেন হায়দরপাড়ার পাপাই রায়। সকাল থেকে রাত আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে এই ক্যাফে থেকে ওই ক্যাফেতে ছুটে বেড়াচ্ছেন শহরের বাসিন্দারা। আর এই এসআইআর-এর ঠ্যালায় আবার উঠে দাঁড়িয়েছে সাইবার ক্যাফেগুলি। অন্তত ক্যাফের সামনে ভিড় এবং মালিকদের মুখে চওড়া হাসি এটাই প্রমাণ করছে।

হাতে হাতে উন্নত মোবাইল ফোন থাকলেও, প্রযুক্তিতে উন্নত হলেও আতঙ্কিত শহরবাসী যে সাইবার ক্যাফেগুলির ওপরেই বেশি ভরসা রাখছেন তা ক্যাফেগুলির সামনে গেলেই দেখা যাচ্ছে। ছোট-বড় সব সাইবার ক্যাফেতেই লোক থাকছেন। বুধবার রাতে নিরঞ্জননগরের পাইপলাইন এলাকার বাসিন্দা পরেশ রায় ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নিজের নাম খোঁজ করতে এসেছিলেন কলেজপাড়ার চিলড্রেন্স পার্কের কাছে একটি ক্যাফেতে। ২০০২ সালে ঘোগোমালি স্কুলে ভোট দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঘোগোমালি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাকি উচ্চবিদ্যালয় সেটা তাঁর মনে নেই। দুটি স্কুলের মোট আটটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল ওই সময়। তাই সমস্ত তালিকা খুলে খুলে দেখতে হয়েছে। একটি করে তালিকা দেখা হচ্ছিল এবং চিন্তার ভাঁজ প্রকট হচ্ছিল তাঁর মাথায়। চোখমুখ দেখেই আতঙ্কিত মনে হচ্ছিল ষাটোর্ধ্ব ওই ব্যক্তিকে। এরপর দশের পাতায়

কাজ বাড়ছে

- কাজের চাপ বাড়ার ৯টাতেই খুলে যাচ্ছে সাইবার ক্যাফেগুলি
- কম্পিউটারের ক্ষমতাও বাড়াচ্ছেন ক্যাফে মালিকরা
- ক্যাফে ছাড়াও রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসেও খোঁজ নিচ্ছেন অনেকে

এডিশন স্পেশাল

বাংলায় ১০০ দিনের কাজ চালুর পথে কেন্দ্র

» সাতের পাতায়

বিরোধী ঐক্যের ডাক মমতার

» পাঁচের পাতায়

কোচবিহারে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করছেন জেলা শাসক রাজু মিশ্র। বুধবার সন্ধ্যায়। ছবি : জয়দেব দাস

রীতি মেনে উৎসবের সূচনা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ নভেম্বর : সারাদিন উপোস থাকার পর মাথায় পাগড়ি পরে রাজার বেশে যখন জেলা শাসক রাজু মিশ্র রাসের পুজোয় বসলেন তখন তাঁর চোখেমুখে উৎসাহের ছাপ একেবারে স্পষ্ট। পুজোয় বসার আগেই বারবার চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। দেখছিলেন মদনমোহনের বিগ্রহ, রাসচক্র, পূতনা রাক্ষসী। সন্ধ্যা ৬টা ১৪ মিনিটে রীতি মেনে যখন তিনি প্রথমবার রাসচক্র ঘোরালেন তখন মন্দিরের বাইরে উলুধ্বনি, শঙ্খের আওয়াজে মুখরিত।

দিনকয়েক আগেই জেলা শাসকের দায়িত্ব পেয়ে কোচবিহারে এসেছেন রাজু মিশ্র। এখানে আসার পর রাস উৎসবের পুজো করার দায়িত্ব তাঁর কাছে অন্যতম প্রাপ্তি বলে জানালেন তিনি। বললেন, 'মদনমোহন কোচবিহারের কুলদেবতা। এই পুজো করার সুযোগ আমার কাছে সৌভাগ্যের। প্রত্যেকে যাতে ভালো থাকেন সেই প্রার্থনা করেছি।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর ভক্তদের জন্য মন্দিরের প্রবেশপথ খোলা হলেও মন্দিরের বাইরে লাইন দেখা গিয়েছিল দুপুর থেকেই।

ঐতিহ্যের রাস

সেই লাইন জেনকিন্স স্কুলের মোড় পেরিয়ে হাসপাতাল চৌপথি পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। দিনহাটা থেকে আসা বাসন্তী বর্মনের কথায়, 'মেলা যতদিনই থাকুক না কেন রাসপূর্ণিমার দিনই রাসচক্র ঘোরাব বলে ঠিক করেছি। তাই দুপুর থেকে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। রাস ঘোরাতে পেরেছি রাতেরবেলা।' বুধবার সন্ধ্যায় বংশপরম্পরায় মৈথিলী ব্রাহ্মণ রাকেশ পান্ডে পসার ভাঙেন। একটি পাতিলে গঙ্গাজল, দুধ, তিল সহ নানা সামগ্রী রাখা হয়। সাতবার প্রদক্ষিণ সেরে সেটি মাটিতে ফেলে ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর মদনমোহনবাড়ির মাঠে পুজো ও যজ্ঞ হয়। পুজো করেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র। দীর্ঘক্ষণ পুজো চলার পর তিথি মেনে জেলা শাসক প্রথমে রাসচক্র ঘোরান। এরপর সেখানে থাকা অতিথিরা রাসচক্র ঘুরিয়ে আশীর্বাদ নেন। রাজ আমলে স্বয়ং মহারাজারা প্রথমে এই রাসচক্র ঘোরাতেন। এখন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে জেলা শাসক এই দায়িত্বভার পালন করেন। বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র নির্মাণ করতেন আলতাফ মিয়াঁ। তাঁর মৃত্যুর পর এবারই প্রথম তা তৈরি করেছেন আলতাফের ছেলে আমিনুর হোসেন।

রাসচক্র ঘোরানোর পর আশীর্বাদ নিয়ে প্রবেশপথের ফিতে কাটেন জেলা শাসক। তার কিছুক্ষণ পরই মন্দিরের প্রবেশপথ ভক্তদের জন্য খুলে দিতেই সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। এরপর দশের পাতায়

রিচার জন্য ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন

সদ্য বিশ্বকাপ জয় করেছে মেয়ে। এখনও যেন ঘোর কাটছে না রিচার মা-বাবার। ৭ তারিখ শিলিগুড়িতে ফেরার কথা রয়েছে একমাত্র বাঙালি বিশ্বকাপজয়ীর। তাকে আপ্যায়নের প্রস্তুতিতেই এখন বুঁদ পরিজন ও পড়শিরা।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : সোনার মেয়ে ঘরে ফিরবে দু-একদিন পরেই। তাই তার পছন্দের ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন, সঙ্গে চিলি পনির রান্নার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মা স্বপ্না ঘোষ। মেয়ের সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বুধবার চোখে জল মায়ের। বলছিলেন, 'দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে মেয়ে, এটাই আমাদের কাছে বিরাট প্রাপ্তি।' মেয়ের এই সাফল্য যে একদিনে আসেনি সেটা বারবার বলছিলেন বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। তাঁর কথায়, 'মেয়ের ক্রিকেটের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, একাগ্রতা দেখে মনে হয়েছিল যে ও ক্রিকেট নিয়েই থাকতে চায়। তাই আমিও আর অন্য কিছু ভাবিনি। তবে, শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় গিয়ে খেলবে, এটাই প্রথম স্বপ্ন ছিল। রাজ্য দলে সুযোগ পাওয়ার পর ধাপে ধাপে একটা একটা করে সিঁড়ি টপকে মেয়ে আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য।'

সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেই দলের অন্যতম সদস্য শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা। বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো ঐতিহাসিক মঞ্চে মেয়ের খেলার সাক্ষী থাকতে মুম্বই পাড়ি দিয়েছিলেন বাবা মানবেন্দ্র এবং মা স্বপ্না। স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এবার মেয়ে ঘরে ফিরে মায়ের হাতের রান্না খাবে সেই প্রতীক্ষায় রিচার বাবা-মা। রিচার মা স্বপ্নার কথায়, 'ছোট থেকেই ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন ভীষণ পছন্দ করে। দীর্ঘ ১২-১৩ বছর ধরে বাইরে বাইরেই থাকে। বাড়িতে হয়তো একদিন বা দেড়দিন ওকে পাই। সেই সময় ওর পছন্দের খাবারগুলিই রান্না করে খাওয়ানোর চেষ্টা করি।'

মুম্বই থেকে ফেরার পর নিজের বাড়িতে রিচার বাবা-মা।

মেয়ে যখন ব্যাটিংয়ে নামল সেই সময় থেকে শুধু ঈশ্বরের নাম জপছিলেন মা স্বপ্না। বললেন, 'রিচা মাঠে নেমে একটা ছয় মারতেই গোটা স্টেডিয়াম যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল। ওর ৩৪ রানের ইনিংস দেখে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। বিশ্বজয়ী মেয়ের মা হতে পেরে আমিও ভীষণ গর্বিত।'

রিচার বাবা জানালেন, ৭ নভেম্বর শুক্রবার সকালের বিমানে রিচা বাগডোগরায় নামবে। সেখান থেকে বাড়িতে আসবে। পরদিন অর্থাৎ শনিবারই কলকাতায় ফিরে যাবে।

মেয়েকে নিয়ে এত উচ্ছ্বাস, এত আনন্দ বাবা হিসাবে কীভাবে দেখছেন? এরপর দশের পাতায়

স্মৃতিচারণে সৌজন্য

প্রয়াত সিপিআই নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে মঞ্চে কৃষ্ণেন্দু

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

প্রয়াত বাম নেতা বিমল দাসের স্মৃতিচারণ সভায় কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

মালদা, ৫ নভেম্বর : পিছনে লালপতাকায় কাস্তে ধানের শিষ বাতাসে উড়ছে। আর সামনে মাইক হাতে বক্তব্য রাখছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

বুধবার ছিল মালদার প্রয়াত সিপিআই নেতা বিমল দাসের ৯৫তম জন্মদিবস। মালদা জেলা সিপিআই-এর পক্ষ থেকে শহরের বিমল দাস মোড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক বাবর সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তরুণ দাস, আরএসপি নেতা গৌতম গুপ্ত, সর্বানন্দ পান্ডে, সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র, অম্বর মিত্র প্রমুখ। সেই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত বাম নেতার স্মৃতিচারণা করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ও ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়াল।

কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, ‘বিমল দাস এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই শহরের প্রতিটি মানুষ বিমল দাসকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। এমন একজন ব্যক্তিত্বের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছরই আসি। সিপিআই নেতা বিমল দাস এমনই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি সব দলের নেতাদের এক করে দিতে পারতেন।’

> বিমল দাস এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনীতির ঊর্ধ্বে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন একজন ব্যক্তিত্বের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছরই আসি।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার পুরসভা

মালদায় কান পাতলে শোনা যাবে রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে জেলায় যে দুইজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন তাঁদের একজন এবিএ গনি খান চৌধুরী, দ্বিতীয় নামটি হল সিপিআই নেতা বিমল দাস।

বিমল কতটা জনপ্রিয় ছিলেন তার উদাহরণ মেলে ১৯৭৮ সালের ৩০ অক্টোবর। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন।

বাবর জানান, বিমল দাস ১৯৫২ সালে মালদা কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা। মালদার ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি শামিল ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রথম ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই দলের প্রার্থী হন। ওই বছর কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে সামান্য ব্যবধানে তিনি পরাজিত হন। তবে ১৯৬৯ সালে তিনি জয়লাভ করেন। এরপর ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালেও তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি দলের জেলা সম্পাদক ছিলেন।

এদিন বর্ষীয়ান আরএসপি নেতা গৌতম গুপ্ত প্রয়াত বিমল দাসের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, ‘মানবকল্যাণই বিমল দাসের জীবনদর্শন ছিল। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নেতা ছিলেন। তাঁর ব্যাপ্তি সমাজের সর্বত্র ছিল। এজন্য দরিদ্র এবং দুঃস্থ পরিবারের মানুষজন বিমলকে নিজের বাড়ির ছেলে মনে করতেন।’

ঐক্যের সুর

- বুধবার ছিল মালদার প্রয়াত সিপিআই নেতা বিমল দাসের ৯৫তম জন্মদিবস
- মালদা জেলা সিপিআই-এর পক্ষ থেকে শহরের বিমল দাস মোড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়
- প্রয়াত বাম নেতা বিমল দাসের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে সভায় আসেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু
- কৃষ্ণেন্দু বলেন, ‘আমি প্রতিবছরই বিমল দাসকে শ্রদ্ধা জানাই’

মহাসড়কের কাজে ভাঙা পড়েছে মন্দির

কালভার্টের পাশে মণ্ডপ বেঁধে পুজো

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৫ নভেম্বর : রাসপূর্ণিমার দিন নিউ পলাশবাড়িতে লোকদেবতা ভোগদোলা ঠাকুরের পুজো হয়। স্থানীয়রা গাঁজা, মদ, হাঁসের ডিম নিবেদন করে এই লোকদেবতার আরাধনা করেন। গত বছরও নিউ পলাশবাড়ির রাস্তার ধারে টিনের মন্দিরে ভোগদোলা ঠাকুরের পুজো হয়েছে। মহাসড়কের কাজের জন্য পুরোনো মন্দিরটি ভাঙা পড়েছে। ফলে এখন সেখানে জায়গা নেই। কিন্তু স্থানীয়রা চাননি ৪২ বছরের পুরোনো এই পুজো বন্ধ হোক। তাই এই বছর রাস্তার উত্তরদিকে মহাসড়কের কালভার্টের পাশে মণ্ডপ তৈরি করে পুজোর উদ্যোগ নেন স্থানীয়রা। বুধবার সেখানেই ওই পুজো হয়।

মহাসড়কের পাশেই বাড়ি উপেন বর্মনের। ৪৩ বছর আগে উপেনের ভাই যোগেন্দ্র গুরুতরভাবে অসুস্থ হন। তখন এক রাতে ভোগদোলা ঠাকুর উপেনকে স্বপ্নাদেশ দেন বলে কথিত আছে। স্বপ্নে পুজোর নিয়মনীতি বলে দেওয়া হয়। পুজোর পর অসুস্থ যোগেন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর ধীরে ধীরে এই পুজো সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

ভোগদোলা ঠাকুর। নিউ পলাশবাড়িতে।

পুজোতে পুরোহিতের কোনও ভূমিকা নেই। প্রথম দিকে উপেনের পরিবারই পুজো শুরু করে।

ভোগদোলা ঠাকুরের প্রতিমা সারা বছর মন্দিরে থাকে। পুজোর আগের দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এই দেবতার কোনও বাহন নেই। একটি হাতের ওপর মাথা রেখে ভোগদোলা ঠাকুর আসনে শুয়ে থাকেন। ভোগদোলা ঠাকুরের আরেক হাতে থাকে গাঁজার ছিলিম। স্বপ্নাদেশেই উপেন ভোগদোলা ঠাকুরের প্রতিমার এই রূপের দর্শন পান। উপেন বলেন, ‘মহাসড়কের কারণে মন্দির ভাঙা পড়ায় পুজো করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। পরে এলাকার ছেলেরাই মহাসড়কের কালভার্টের পাশে প্যান্ডেল করে পুজোর উদ্যোগ নেয়। এত বছরের পুরোনো পুজো বন্ধ হোক এটা কেউ চাননি।’

এই বছর পুজোর দায়িত্বে ছিলেন দুর্গা বর্মন ও প্রতিমা বর্মন। দুর্গা বলেন, ‘মন্দিরে পুজোর পরিবেশটাই আলাদা ছিল। রাস্তার কারণে মন্দির ভাঙা পড়ায় পুজো করতে কিছুটা সমস্যা তো হয়েছেই। তাই বাধ্য হয়ে কালভার্টের উপর পুজো করা হল।’ প্রতিমা বলেন, ‘মহাসড়কের কাজ শেষ হলে আশপাশে কোথাও ভোগদোলা ঠাকুরের একটি মন্দির তৈরি করা হবে।’

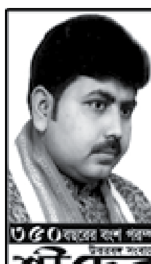
আজ জলপাইগুড়ি
কাল হলদিবাড়ি
পরশু শিলিগুড়ি
৯.১১ মালবাজার
গ্রহের দোষ কাটান
১৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও গ্রহরত্নবিদ
উত্তরবঙ্গ সংবাদের রাশিফলের লেখক
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং: 9434317391/9163667741

E-TENDER NOTICE

NITNo: 21 TO 48 & 09 2nd CALL/ APAS/25-26 fund: APAS is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 12/11/25 [FOR NIT-09-2nd CALL & 21 TO 43] & 14/11/25 [FORNIT-44 TO 48] TIME UPTO 6:55 PM. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractor vide N.I.T. No 51/DEV/PHD/2025-26. Date-04/11/2025 and Last date for Submission of Bids- 24/11/2025 up to 11-00 am. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

e-Tender Notice
Office of the BDO &EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e NIT NO BANARHAT/ BDO/NIT-012/2025-26**
Last date of online bid submission **27/11/2025 Hrs 09:00 AM.** For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

Recruitement Notice

Memo no. 5575 Dated: 3/11/25

Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Lab Technician (NPNCD), Counsellor (NPNCD), Medical Officer (RKSK), Medical Officer (Blood Service), Dental Hygienist (NOHP), Dental Technician (NOHP), NRC Attendant (Only Female), Councellor (Family Planning), Senior Tuberculosis Laboratory Supervisor (NTEP), Senior Treatment Supervisor (NTEP), Laboratory Technician (NTEP) and Tuberculosis Health Visitor (TBHV) (NTEP) under District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in

কর্মখালি

“জলপাইগুড়িতে ব্র্যান্ডেড ফার্নিচার শোরুম এ সেলস স্টাফ/ ম্যানেজার পদে জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ প্রার্থী দরকার। Contact - 8017550055.” (C/118569)

Requirement

Oodlabari Stone Crusher Staff Recruitment 1. Plant Manager 2 nos 2. Plant Supervisor 3 nos 3. Store Incharge 2 nos 4. Weigh Bridge 2 nos 5. Billing Counter 2 nos 6. Dumper Driver 15 nos 7. Accountant (SLG Office) 2 nos Interested Candidate Please WhatsApp : 7718265160.

অ্যাফিডেভিট

আমি পার্বতী হালদার ইং 4/11/25 শিলিগুড়ি JM 1st Court অ্যাফিডেভিট দ্বারা পার্বতী সাহা হলাম (SL NO - 5594) পার্বতী হালদার & পার্বতী সাহা এক & অভিন্ন ব্যক্তি। (C/113602)

•

আমি মহ: কামরুল হক। পিতা - লোকমান আলি, গ্রাম- বৈকুণ্ঠপুর, পোস্ট- রতুয়া, থানা- রতুয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২২০৫, রাজ্য- ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত ০৪/১১/২০২৫ তারিখে চাঁচল Executive Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট মূলে আমার বাবার নাম মহ: লোকমান হক থেকে লোকমান আলি করলাম। প্রকাশ থাকে যে মহ: লোকমান হক এবং লোকমান আলি একই ব্যক্তি। সঠিক নাম লোকমান আলি। (C/119028)

•

আমি Rubel Mahammad ঠিকানা পিলখানা কলোনি Ward No. 9, জেলা-জলপাইগুড়ি আমার জন্মের শংসাপত্রে আমার পিতা ও মাতা উভয়ের নাম ভুল থাকায় গত 2.9.25 তারিখে C.J.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Ismail Mahammad, Ismail Maha এবং Tultul Mahammad, মাতা Samsun Nehar এবং Nehar Banu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইবেন। (C/118567)

•

My father's name was wrongly recorded as Subhash Roy in my Admit Card. On 23/05/25 Before Hon'ble EM Court Jalpaiguri by affidavit I declare Subhash Chandra Roy and Subhash Roy is one and same identical person. Victor Roy, Jalpaiguri. (C/118568)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Engagement of BRC Coordinator

Application is invited from the qualified SHG member under Alipurduar-I Dev. Block to fill-up the post of BRC Coordinator on agreement basis in the BRC office under NRLM section of Alipurduar-I Development Block, Alipurduar. Interested candidates may apply for the post with prescribe form along with all the relevent documents.

Eligibility Criteria
1. Minimum Graduate
2. Must be an SHG Member with valid NRLM Code
3. Age: 25-40 (as on 01-06-2025)
4. Experience: Minimum 2 years of experience in relevent field
5. Residence should be from Alipurduar-I Block jurisdiction

Application Submission Period & Place: From 10th Nov to 24th Nov 2025
Time Period: 11am to 5pm (Except holidays), Alipurduar-I Dev. Block.
Further details available in office Notice Board.

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চাঁদ সদাগর ডিঙার মেলায় মনসা মন্দির দর্শনে ভক্তদের ভিড়। -অর্পণা গুহ রায়

পর্যটন ব্যবসায় ভাটা, মিলছে না সরকারি সাহায্য

এশিয়ান ফোক ফেস্টের আয়োজন অনিশ্চিত

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি ম্যালে এই স্থানেই ফোক ফেস্ট হয়।

ময়নাগুড়ি, ৫ নভেম্বর : পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। ডুয়ার্সে পর্যটকদের আনাগোনা কমায় ব্যবসায় মন্দা চলছে। ফলে চলতি বছর এশিয়ান ফোক ফেস্ট আদৌ আয়োজন করা সম্ভব কি না, দোটানায় লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তাঁরা জেলা শাসকের কাছে সরকারি সাহায্যের দাবি জানান। কিন্তু সাহায্য মেলেনি বলে অভিযোগ। এখন কপর্দকশূন্য অবস্থায় কীভাবে ফোক ফেস্ট আয়োজন করা সম্ভব, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী ৯ নভেম্বর আয়োজকরা একটি বৈঠক ডেকেছেন।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ বলেন, ‘এশিয়ান ফোক ফেস্ট আয়োজনের জন্য সরকারি সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। গত বছর প্রশাসনের বিভিন্ন মহলের তরফে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। আমরা জেলা শাসককে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি। অনুষ্ঠানটি হলে পর্যটকদের কাছে নতুন বছরের শুরুটা আলাদা মাত্রা পায়।’ সরকারি সাহায্য পেলে অনুষ্ঠানটিকে আরও বড় আকারে আয়োজন করা যাবে বলেও তিনি জানান। যদিও বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি।

পর্যটক টানতে গত দু’বছর ধরে এশিয়ান ফোক ফেস্ট আয়োজন করে আসছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। শুরু হয় ২৪ ডিসেম্বর। চলে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। লাটাগুড়ি ম্যালে আয়োজিত নয়দিনব্যাপী ওই অনুষ্ঠানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নানা স্বাদের লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পান পর্যটকরা। প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছর অনুষ্ঠানটি আরও বড় করে আয়োজন করা হয়েছিল। চলতি বছর সবকিছুকে ছাপিয়ে আরও জাঁকজমক করে ফোক ফেস্ট আয়োজনের ইচ্ছে ছিল লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। কিন্তু সেই ইচ্ছে এখন বিশবাঁও জলে!

আয়োজকদের দাবি, চলতি বছর ডুয়ার্সে পর্যটকদের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমে গিয়েছে। কেন পর্যটকরা আসছেন না, সেই বিষয়েও পর্যটন ব্যবসায়ীরা কোনও নির্দিষ্ট কারণ বলতে পারছেন না। ফলে ফোক ফেস্টের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ টাকা জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। বড় করে আয়োজন করা তো দূরের কথা, কোনও রকমে ফোক ফেস্ট করা যায় কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন। দিনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া নিয়েও কানাঘুষো আলোচনা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, ‘আগের বছর বিভিন্ন রিসর্ট কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করেছিল। তবে এবছর ব্যবসা খারাপ হওয়ায় তাঁরা কতটা সাহায্য করতে পারবেন জানি না। এখন বৈঠকে আমরা সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করব।’

ব্যাংক জালিয়াতিতে গ্রেপ্তার তরুণ

কুশমণ্ডি, ৫ নভেম্বর : ঝাড়খণ্ডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জালিয়াতির ঘটনায় গ্রেপ্তার এক তরুণ। ধৃত দ্বীপরঞ্জন মজুমদার কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের মহিপাল শালেককুড়ি গ্রামের বাসিন্দা। দ্বীপরঞ্জনের ফোন ট্র্যাক করে বুধবার ভোরে কুশমণ্ডি থানায় আসেন রাঁচির সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিকরা। এরপর তাঁরা কুশমণ্ডি থানার পুলিশকে নিয়ে শালেককুড়ির গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেন ওই তরুণকে।

রাঁচির সাইবার ক্রাইম থানার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, নির্দিষ্ট তথ্য হাতে পাওয়ার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ৩ কোটি টাকা উধাও হয়ে যায়। এরপর রাঁচির সাইবার ক্রাইম থানা ঘটনার তদন্তে নেমে ওই তরুণের খোঁজ পায়। সূত্রের দাবি, ২৩ লক্ষ টাকা ঢুকেছিল ওই তরুণের অ্যাকাউন্টে। এদিকে, তিনি এমন ঘটনায় যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। বুধবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে ওই তরুণকে তোলা হলে দু’দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় রাঁচির সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

মহিপাল হাইস্কুল রোডে ওই তরুণের একটি অনলাইন দোকান আছে। এলাকায় সাধারণ ছেলে হিসেবে পরিচিত দ্বীপরঞ্জন গ্রেপ্তার হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পিউ ঘোষ বসাক। তিনি বলেন, ‘এমন ঘটনায় দ্বীপরঞ্জনের নাম জড়াবে তা ভাবিনি।’ পঞ্চায়েত সমিতির আরেক সদস্য রীতেশ জোয়ারদারের গলায়ও একই সুর। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, রাঁচি সাইবার ক্রাইম থানা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

আজ টিভিতে

ও মোর দরদিয়া সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ গোলমাল, দুপুর ১.৩০ জানেমন, বিকেল ৪.১৫ সিঁদুর খেলা, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু-টু, রাত ১০.৩০ অন্ধ বিচার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.১৫ জোশ, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৩০ পরিবার
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১২.০০ পিতা মাতা সন্তান, ২.৩০ আজকের সন্তান, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ১০.৩০ হারানো প্রাপ্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঁচের স্বর্গ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যাম্পিয়ন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ ঘর ঘর কি কহানি, বিকেল ৩.৫০ সাজন, সন্ধে ৬.৫০ ত্রিদেব, রাত ১০.০০ অমর অকবর অ্যান্থনি
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪৭ স্যামি টু, বিকেল ৩.৪০ রাধে, ৫.৪২ হিরো : দ্য বুলেট, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৩ খাকি
জি বলিউড : বেলা ১১.২০ খুন ভরি মাঙ্গ, দুপুর ২.০১ কুদরত কা কানুন, বিকেল ৪.৫৩ পুলিশ অওর মুজরিম, সন্ধে ৭.৫৫ চালবাজ, রাত ১১.১৫ মেরা হক
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৪ দবং, দুপুর ২.০৮ স্যান্ডউইচ, বিকেল ৪.৫৪ সূরয়া এস থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১০.৫০ অ্যাটাক
এমএনএক্স : দুপুর ২.৪৫ পিরানহা থ্রিডিডি, বিকেল ৩.৫৫ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, ৫.৪৫ দ্য ট্রান্সপোর্টার রিফুয়েলড, রাত ৯.০০ ইনটু দ্য ব্লু

জোশ বিকেল ৪.১৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

গদর-টু সন্ধে ৭.৫৫
জি সিনেমা

কঙ্গো প্যান : অ্যান আফ্রিকান হরর স্টোরি
রাত ১০.৪০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নের সফল পূরণ। বৃষ : কাউকে কটু কথা বলে অনুতাপ। ছাত্রছাত্রীরা সাফল্য পাবেন। প্রেমে শুভ। মিথুন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। অতি আকাঙ্ক্ষা ক্ষতি করবে। হারানো দ্রব্য ফিরে পাবেন। কর্কট : বিনা কারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। সিংহ : সুসংবাদ প্রাপ্তি। যে কোনও বিষয় নিয়ে অযথা চিন্তা। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কন্যা : নিজের বুদ্ধি দিয়ে জটিল কোনও কাজ সমাধান করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ। তুলা : ঋণ শোধ করে চিন্তামুক্ত। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বৃশ্চিক : অকারণে পারিবারিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে মানসিক চাপ। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। ধনু : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট। অহেতুক অর্থব্যয়। মকর : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে যেতে হতে পারে। কোমর ও পিঠের যন্ত্রণা কষ্ট দেবে। ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। কুম্ভ : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাজনৈতিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। মীন : বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। নিজেকে সংযত রাখুন। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ কার্তিক, ৬ নভেম্বর, ২০২৫, ১৯ কাতি, সংবৎ ১ মার্গশীর্ষ বদি, ১৪ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৯, অঃ ৪।৫৪। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ সন্ধ্যা ৪।৪৬। ভরণীনক্ষত্র দিবা ৮।৩৭। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৯।৫। বালবকরণ প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৪।৪৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।৩৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৮।৩৭ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ২।১২ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৮।৩৭ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৪।৪৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, সন্ধ্যা ৪।৪৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ২।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।২১ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৯।৫২ গতে ২।১৮ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩০ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৫২ গতে ৩।২৫ মধ্যে ও ৪।১৮ গতে ৫।৪৯ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধ হাউজিং ফর অলের বরাদ্দ

শিলিগুড়িতে তর্জায় শাসক-বিরোধী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : শেষ কিস্তির টাকা এসেছিল গত আর্থিক বর্ষে। চলতি বছর শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় হাউজিং ফর অলে কোনও টাকা আসেনি। যে কারণে কেউ অর্ধসমাপ্ত ঘরে কোনওক্রমে টিনের বেড়া দিয়ে থাকছেন, তো কারও দিন কাটছে ভাড়াবাড়িতে। পুরনিগম সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ হাজারেরও বেশি মানুষ হাউজিং ফর অলের কিস্তির টাকা পাননি। কেউ একটি কিস্তির টাকা পেয়েছেন তো কেউ তিন কিস্তির টাকা পাওয়ার পর আর পাননি। কেউ আবার দুটি কিস্তির টাকায় শুধু ছাদ ঢালাই দিয়েছেন। এভাবেই শিলিগুড়ি শহরে হাউজিং ফর অলের উপভোক্তারা অর্ধসমাপ্ত বাড়ি তৈরির পর অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

বিরোধীদের অভিযোগ, হাউজিং ফর অলের কিস্তির টাকার একাংশ নাগরিকদের বাড়িভাড়া দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বস্তি এলাকার মানুষের বেশি সমস্যা হচ্ছে। যে এলাকায় বস্তি রয়েছে, সেই ওয়ার্ডগুলি থেকে আবেদনকারীও বেশি। কেন কিস্তির টাকা দেওয়া হচ্ছে না, এ প্রসঙ্গে জানতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। যে কারণে রাজ্য থেকে পুরো টাকা পাঠাতে পারছে না।' যদিও পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অনীত জৈনের অভিযোগ, 'কেন কেন্দ্র দিচ্ছে না টাকা সেটাও বলুক। আগে হিসেব দিক তবেই কেন্দ্র টাকা দিয়ে দেবে। রাজ্য তাদের অংশের টাকাটা দিক।'

সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলাম বললেন, 'এমনকিছু মানুষ আছে যারা এতটাই গরিব যে ভাড়াবাড়িতে থেকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে দু'বেলা ঠিকমতো খেতে পারছে না। তাদের বাড়তি টাকা বহন করতে হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় শেষবার মার্চ মাসে হাউজিং ফর অলের টাকা এসেছিল। ওই সময় কাউকে প্রথম কিস্তি, কাউকে দ্বিতীয় কিস্তি, কাউকে আবার তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল। তারপর কিস্তির টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন উপভোক্তারা। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক গৃহবধূ প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। সেই টাকায় কিছুটা কাজ করেছেন তিনি। এখন ওই অর্ধসমাপ্ত ঘরেই থাকতে হচ্ছে তাঁকে। পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডেও এরকম একাধিক পরিবার রয়েছে। ৪৫, ৭, ৩, ৫, ২২ নম্বর সহ একাধিক ওয়ার্ডে হাউজিং ফর অলের উপভোক্তারা সময়মতো টাকা পাচ্ছেন না।

কী অভিযোগ

- এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ হাজারেরও বেশি মানুষ হাউজিং ফর অলের কিস্তির টাকা পাননি
- কেউ একটি কিস্তির টাকা পেয়েছেন তো কেউ তিন কিস্তির টাকা পাওয়ার পর আর পাননি
- হাউজিং ফর অলের কিস্তির টাকার একাংশ নাগরিকদের বাড়িভাড়া দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে
- শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় শেষবার মার্চ মাসে হাউজিং ফর অলের টাকা এসেছিল

আলোয় আলো

কোচবিহারে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে ভাস্কর সেহানবিশের ক্যামেরায়।

জ্বালানি সংগ্রহ। আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোরা এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। বুধবার।

পাচারকারীর খোঁজে পুলিশ

ফাঁসিদেওয়া, ৫ নভেম্বর : সাবানের কৌটোয় লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার হাত বদলের আগেই রাজগঞ্জের লিয়াকত আলি ও ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কান্তিভিটা পালপাড়ার সুমন্ত রায়কে গত মঙ্গলবার লিউসিপাকড়ি সংলগ্ন মধুজোত থেকে গ্রেপ্তার করেছিল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে মোট ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। বুধবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত দুজন ব্রাউন সুগার পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুধবার এক বড় কারবারির নাম জানতে পেরেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তির খোঁজে ইতিমধ্যে এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকা থেকে তাঁরা স্থানীয় মাদকাসক্তদের মাদক সরবরাহ করতে যাচ্ছিল। ধৃতরা এলাকায় বহুদিন ধরেই ড্রাগ ডিলার হিসেবে কাজ করছিল বলে পুলিশের সন্দেহ।

কর্মশালা

চোপড়া, ৫ নভেম্বর : সিপিএমের চোপড়া ১ ও ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বুধবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘিডোব প্রাইমারি স্কুল চত্বরে বিএলএ-২'দের নিয়ে কর্মশালা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক সহ অন্যরা।

বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে আলোচনা

বিএলএ-২ 'অমিল', বৈঠকে বিজেপি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির বিএলএ-২ দের সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তড়িঘড়ি জেলা কমিটির বৈঠক ডাকল পদ্ম শিবির। বুধবার জেলা পার্টি অফিসে এই বৈঠক করা হয়। সেখানে জেলার পদাধিকারীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ি মহকুমা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়করা। দলের বিভিন্ন মণ্ডলের বিএলএ-২ সদস্যদেরও ডাকা হয়েছিল বৈঠকে। প্রত্যেকের কী কাজ, কীভাবে বিএলও-দের সঙ্গে থাকতে হবে, সাধারণ মানুষকে কীভাবে এসআইআরের কাজে সহযোগিতা করতে হবে সেই বিষয়ে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি আরও বেশি বিএলএ-২ সদস্যের নাম জমা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

বিস্ট নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই বৈঠকের কথা জানিয়েছেন। বৈঠক নিয়ে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নান্টু পালের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'এসআইআর নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনই অন্য কাজ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিএলএ-২ সদস্যরাও ছিলেন। সকলকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

মঙ্গলবার থেকে এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়িতে প্রতিটি বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-২ দের দেখা গেলেও বিরোধী দলের বিএলএ-২ দের দেখা মেলেনি। বিশেষ করে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তথা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের থেকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিজেপির বিএলএ-২ দের না থাকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে থাকে রাজনৈতিক মহলে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার হাতেগোনা দু'একটি ওয়ার্ডে বিজেপির বিএলএ-২ দের দেখা গিয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়টিও প্রকট হয়। যেখানে তৃণমূল এসআইআর নিয়ে সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে সেখানে বিজেপি বিএলএ-২ দিতে না পারায় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছিল। সেই বিতর্ক ধামাচাপা দিতে তড়িঘড়ি এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে।

পদ্মে চর্চা

- মঙ্গলবার থেকে এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছে
- কিন্তু শিলিগুড়িতে প্রতিটি বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-২ দের দেখা গেলেও বিরোধী দলের বিএলএ-২ দের দেখা মেলেনি
- বিজেপির বিএলএ-২ দের না থাকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠে
- এরপরই বুধবার জেলা পার্টি অফিসে তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকে পদ্ম শিবির

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ধ্বংসের ক্ষত

নাগরাকাটা, ৫ নভেম্বর : গ্রামের একমাত্র রাস্তা রয়েছে ভাঙাচোরা অবস্থায়। জলের তোড়ে উড়ে গিয়েছে কালভার্ট। ভেঙে গিয়েছে পিএইচইর পাইপলাইন। বালুঝোরার প্লাবনে বিলীন হয়েছে কয়েক বিঘা ধানের জমি সহ চা আবাদি এলাকা। সব মিলিয়ে ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী প্লাবনের পর নাগরাকাটার মহেন্দ্রধুরা ও কাঁঠালধুরা গ্রামের একাংশের খণ্ডহর দশা। প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা তো দূরের কথা, দেখতেও কেউ আসেননি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'নাগরাকাটার বহু এলাকাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতিও প্রচুর। সমস্ত রিপোর্ট ওপরমহলে পাঠানো আছে।'

উদ্ধার চোরাই সামগ্রী

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ইনস্টিটিউশন থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম বিকাশ ওরাওঁ। পুলিশ সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রধাননগর থানা এলাকার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে বিকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিকাশ চুরি করা ওই সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। গোপন সূত্র মারফত সেই খবর পেয়ে চুরির সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি বিকাশকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : বুধবার লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি 'অনন্য'র সহযোগিতায় প্রয়াত মানিক চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে সামনে রেখে চিকিৎসক প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে টিকিয়াপাড়ায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডায়াবিটিস শনাক্তকরণ শিবিরের আয়োজনে ১০০ জন উপকৃত হন। শিবিরে শিশুদের মধ্যাহ্নভোজনের পাশাপাশি পাঁচজনের ছানির অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ফোনে হুমকি, তরুণ ধৃত

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : এক ব্যক্তিকে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এনজেপি থানা এলাকা থেকে তরুণকে গ্রেপ্তার করল দিল্লির ফরিদাবাদের পুলিশ। ধৃত ঋতম মহাজন (২৩) গেটবাজারের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মাসের শেষদিকে ঋতমের মোবাইল ফোন থেকে ফরিদাবাদের ওই ব্যক্তিকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তিনি ফরিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর সেখানকার পুলিশের একটি দল মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে শিলিগুড়িতে আসে। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। এরপর তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে ফরিদাবাদে নিয়ে যাবে পুলিশ। যদিও তরুণের মা রিংকু মহাজন বলছেন, 'ঋতম কাউকে হুমকি দেয়নি। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওই ব্যক্তিকে আমার ছেলে চেনেও না।'

বাউল উৎসব

রাজগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকিমারিতে বুধবার রাস উৎসব উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও বাউল উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বিধায়ক ছাড়াও এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার। আগামী সাতদিন চলবে এই উৎসব। উত্তরবঙ্গের বাউলদের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাউলশিল্পীরাও এই উৎসবে যোগ দেবেন। আসর মাতাবেন মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের শিল্পীরাও।

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৫ নভেম্বর : চোপড়ার তিনমাইলহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে বুধবার এক তরুণের দেহ উদ্ধার হল। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রবি কুমার (২১)। বিহারের বাসিন্দা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

পোড়াপাড়ায় রাস

জলপাইগুড়ি, ৫ নভেম্বর : রাসমেলার কথা বললেই কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের রাসমেলার ছবি সকলের মনে আসে। কিন্তু সকলের পক্ষে প্রতিবার কোচবিহারে মেলা দেখতে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই জলপাইগুড়ি জেলার অনেকে শহর সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াপাড়ায় যান। এখানেও রাসপূর্ণিমার পুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে মেলা। ভক্তরা রাধাকৃষ্ণের পুজো দিয়ে রাসচক্র ঘোরাচ্ছেন। তাই কোচবিহারে গিয়ে রাসমেলা দেখার ইচ্ছে পূরণ না হলেও অনেকে এখানে পুজো দিয়ে মনের ইচ্ছে ঠাকুরকে জানান।

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ বলেন, 'পোড়াপাড়া রাসমেলার নাম এই শহর কিংবা শহর সংলগ্ন এলাকার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর মেলায় লোকের সমাগম বাড়ছে।'

পোড়াপাড়া সর্বজনীন রাসযাত্রা কমিটির সদস্যরা জানান, প্রায় ৬৫ বছর আগে পোড়াপাড়ার বাসিন্দা অমল রায়, নিখিল রায় সহ আরও কয়েকজন মিলে কোচবিহারের রাসমেলা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তাঁদের ইচ্ছে হয় যে, নিজেদের এলাকায় রাসপূর্ণিমার দিন পুজো করবেন। এলাকার সকলের সম্মতি মিলতেই শুরু হয় পথ চলা।

প্রথম দিকে বাঁশ ও কাপড় দিয়ে রাসচক্র তৈরি করতেন তরণীকান্ত রায়। বর্তমানে তিনি বয়সের ভারে জর্জরিত। এখন এই রাসচক্র তৈরির দায়িত্ব রয়েছে এলাকার বাসিন্দা আশুতোষ রায়ের কাঁধে। তিথি অনুযায়ী বুধবার এখানে রাসপূর্ণিমার পুজো হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহু মানুষ এখানে ভিড় করেন। তারপর রাসচক্র ঘোরানো হয়। রাসচক্র ঘোরানোর পর এদিন অনেকে মেলায় ভিড় করেন।

রেজিস্ট্রি অফিসে স্বামীরা

ধূপগুড়ি, ৫ নভেম্বর : রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের লেখা অনুযায়ী ছদ্মবেশী দেবী অন্নপূর্ণার কাছে ঈশ্বরী পাটনি পরিচয় জানতে চাইলে দেবী বলেন, 'জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।'

ছদ্মবেশী দেবীর জবাব শুনে ঈশ্বরী পাটনি বেশি না ঘাঁটালেও এসআইআর-এ তা হবে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা এতটাই স্পষ্ট যে আকারে ইঙ্গিতে তার জবাব দেওয়ার উপায় নেই। তাই বিএলও-দের কাছে স্ত্রীর নাম এবং বিস্তারিত তথ্য জানাতে বাধ্য হচ্ছেন স্বামীরা। আর তাতেই স্ত্রীর পদবি নিয়ে গোল বাধছে।

২০০২ সালে কুমারী অবস্থায় পৈতৃক পদবির সঙ্গে বর্তমানে স্বামীর পদবি না মেলায় একমাত্র উপায় হিসেবে বিবাহ নিবন্ধীকরণ বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রির হিড়িক পড়ছে। এসআইআর গেরোয় স্ত্রীর পদবি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়া জীবনকুমার নাগের কথায়, 'বিয়ের আগে স্ত্রীর পৈতৃক পদবি ছিল দে, যা এখন ভোটার লিস্টে নাগ হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও পদবি সেখানে দে রয়েছে। বিবাহ সূত্রে পদবির এই পরিবর্তন বোঝাতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট দরকার। সেটা শুনেই বিয়ের আট বছর পর তড়িঘড়ি রেজিস্ট্রি করাতে হবে।'

বিয়ে করলেও রেজিস্ট্রি করায় যাঁদের গড়িমসি চরমে ছিল তাঁদের এই মুহূর্তে সমস্যার অন্ত নেই। যাঁদের শ্বশুরবাড়ি আশপাশে বা এরাজ্যে তাঁদের সমস্যা যদি জটিল হয় তাহলে ভিনরাজ্যে বিয়ে করা লোকেদের সমস্যা জটিলতর। ধূপগুড়ি বা আশপাশে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁদের শ্বশুরবাড়ি অসম বা উত্তর-পূর্বের ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মতো রাজ্যে। এসআইআর-এর কোপ থেকে স্ত্রীর নাম রক্ষা করতে দূরের রাজ্যে ২৩ বছর আগের ভোটার লিস্টের খোঁজ করতে হচ্ছে অনেককেই।

ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপ দত্তের কথায়, '১৫ বছর আগে বিয়ের সময় ত্রিপুরায় শ্বশুরবাড়ি ছিল এবং স্ত্রীর পৈতৃক পদবি ছিল পাল। শ্বশুরমশাই প্রয়াত হওয়ার পর বর্তমানে শাশুড়ি থাকেন শিলিগুড়িতে। ওখানে সেই অর্থে স্ত্রীর পরিবারের তেমন কেউ থাকেন না। এই অবস্থায় ওখানকার পুরোনো ভোটার লিস্ট জোগাড় করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। সেটা হাতে পেলে আবার রেজিস্ট্রির জন্য ঝাঁপাতে হবে।'

স্ত্রীর পদবির গেরোয় এসআইআর-এর ধাক্কা সামলাতে রেজিস্ট্রি করার ঝোঁক, এমনকি এনিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার হিড়িক যে বাড়ছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে বিয়ে নথিভুক্তির সঙ্গে যুক্ত লোকেদের কথায়। ধূপগুড়ি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মুহুরি মেহবুব আলমের কথায়, গত এক সপ্তাহে ১০ জনের বেশি ম্যারেজ রেজিস্ট্রির জন্য খোঁজ নিয়েছেন স্ত্রীর পদবি নিয়ে এসআইআর-এ সমস্যা হওয়ার কারণে। অনেকেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে ছুটছেন উকিল এবং সরকার স্বীকৃত রেজিস্ট্রারদের কাছে।

থানায় ডেকে চড়, ক্ষোভে অবরোধ

শুভদীপ চক্রবর্তী

সাহেবগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : সেলুনে বচসার জল গড়াল থানার সামনে বিক্ষোভ এমনকি রাস্তা অবরোধ অবধি। ঘটনাটি সাহেবগঞ্জের। তাতে সাহেবগঞ্জ থানার এক এসআইয়ের নাম জড়িয়েছে। তাঁর বাবার সঙ্গেই বচসা বেধেছিল এলাকার কয়েকজন শ্রমিকের।

অভিযোগ, সেই ঘটনার পর সেদিন রাতেই দু'গাড়ি পুলিশ নিয়ে এলাকায় যান সেই এসআই। যাঁদের সঙ্গে তাঁর বাবার বচসা হয়েছিল তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

এসব নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ তো ছড়াচ্ছিলই। বুধবার সকালে সাহেবগঞ্জ থানার সামনে ভিড় করেন এলাকার লোকজন। স্থানীয় তৃণমূল নেতা ধরণীকান্ত বর্মন আসরে নেমে পড়েন। দাবি করেন, তিনি দু'পক্ষের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবেন। মূলত তাঁর আশ্বাসেই থানায় আসেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে হয় ঠিক তার উলটোটা।

অভিযোগ, ললিতচন্দ্র মোদক নামে এক শ্রমিককে থানার ভিতরেই সপাটে চড় মারেন ওই এসআই। তাতেই যেন এলাকাবাসীর ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। তাঁরা সাহেবগঞ্জ থানা ঘেরাও করেন।

তাতে আবার নেতৃত্ব দেয় তৃণমূলের লোকজনই। ঘেরাওয়ের পাশাপাশি থানার সামনে দিনহাটা-সাহেবগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শ্রমিকরা। ঘণ্টাখানেক সেই অবরোধ ও বিক্ষোভ চলে। যান চলাচল ব্যাহত হয়। তারপর সাহেবগঞ্জ থানার ওসি'র হস্তক্ষেপে উঠে যায় বিক্ষোভ।

অবরোধকারীরা দাবি করেছেন, ওসি নাকি তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন যে লিখিত অভিযোগ পেলে ঘটনা নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত হবে। যদিও শেষ খবর পাওয়া অবধি ললিত কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়েও দেওয়া হয়।

ঘটনার পর সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিত শা'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সরাসরি প্রশ্ন করলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আর ফোন করলেও ধরেননি। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। তিনিও ফোন তোলেননি। মেসেজ করা হয়েছিল। উত্তর পাওয়া যায়নি।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম ময়নাল শেখ বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এমন আচরণ পুলিশের কাছ থেকে আশা করা যায় না। প্রতিবাদে তাই আমরা পথে নেমে আন্দোলন করেছি।'

আর তৃণমূল নেতা ধরণীকান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'দ্রুত ওই পুলিশ আধিকারিককে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করতে হবে।'

যা ঘটেছে

- এসআইয়ের বাবার সঙ্গে বচসা স্থানীয়দের
- বাবার কাছে অভিযোগ শুনে এসআইয়ের অভিযান
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি, তুলে নেওয়ার চেষ্টা
- মিটমাটের জন্য থানায় গেলে একজনকে চপেটাঘাত

পাখি গ্রামের স্বীকৃতি কোলাখামের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : লাভা থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম কোলাখাম। স্যাটির ট্রাগোপান, রেড-হেডেড ট্রোগন, রুফাস নেকড হর্নবিল, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ইগল, ব্ল্যাক বুলবুল, স্কারলেট মিনিভেট, স্ট্রেইটেড বুলবুল, ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার, মাউন্টেন হক ইগল সহ আরও নানা প্রজাতির পাখির আস্তানা এই গ্রামে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক আসেন বহুদিন ধরে। পাখিপ্রেমীদের কাছে স্বর্গরাজ্য এই গ্রামকে 'পাখি পর্যবেক্ষণ এলাকা' বলে ঘোষণা করেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন।

অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খনি কোলাখামকে 'বার্ডস প্যারাডাইস' বলে থাকেন পাখিপ্রেমীরা। তবে, এতদিন এই গ্রামের জন্য সরকারি তরফে সেভাবে কোনও প্রচার ছিল না। মঙ্গল ও বুধবার দু'দিন ধরে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর সহযোগিতায় হওয়া 'কোলাখাম ফেস্টিভাল'-এ কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে এই গ্রামকে পাখি পর্যবেক্ষণের জন্য আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

জিটিএ পর্যটন বিভাগের ফিল্ড অফিসার দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'কোলাখামে বিভিন্ন রকমের পাখির আবাসস্থল রয়েছে। প্রচুর বিরল প্রজাতির পাখিরও এখানে দেখা পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশ থেকে পাখিপ্রেমী, পাখি বিশেষজ্ঞরা পাখি দেখার জন্য এখানে আসেন। অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা এই 'পাখি গ্রাম'-এ যাতে আরও বেশি পর্যটক আসেন সেই চেষ্টা আমরা করছি। সরকারি স্বীকৃতির ফলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানও বাড়বে।'

কালিম্পং জেলার প্রথম পাখি গ্রাম হিসেবে পরিচিত কোলাখামকে পর্যটকের কাছে তুলে ধরতে এখানকার পাখিদের একটি তালিকা করা হবে বলে জানিয়েছেন কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণ।

কোলাখামে অ্যাডভেঞ্চার হাবের সঙ্গে জড়িত ইয়ান রাই বলেন, 'এখানে দেড়শোর বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। এছাড়াও দুশোর উপরে পরিযায়ী পাখি এখানে আসে। পাখিপ্রেমীদের কাছে এই জায়গাকে আদর্শ করে তোলার জন্য যাতে কেউ পাখি না শিকার করে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়।'

সরকারি তরফে এই স্বীকৃতির জন্য স্থানীয়রা খুশি। মার্চ ও এপ্রিল মাস পাখি পর্যবেক্ষণের আদর্শ সময় বলে স্থানীয়দের তরফে জানানো হয়েছে।

জিটিএ'র সহযোগিতায় 'কোলাখাম ফেস্টিভাল'। বুধবার।

> কোলাখামে বিভিন্ন রকমের পাখির আবাসস্থল রয়েছে। প্রচুর বিরল প্রজাতির পাখিরও এখানে দেখা পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশ থেকে পাখিপ্রেমী, পাখি বিশেষজ্ঞরা পাখি দেখার জন্য এখানে আসেন। অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা এই 'পাখি গ্রাম'-এ যাতে আরও বেশি পর্যটক আসেন সেই চেষ্টা আমরা করছি। সরকারি স্বীকৃতির ফলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানও বাড়বে।
>
> **দাওয়া গ্যালপো শেরপা**
> ফিল্ড অফিসার, পর্যটন বিভাগ, জিটিএ

দ্বিতীয় দিনেও সমস্যা

এনুমারেশন ফর্ম বিলি

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ নভেম্বর : এসআইআর শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই একাধিক সমস্যা দেখা গিয়েছিল চোপড়ায়। দ্বিতীয় দিনেই বজায় থাকল সেই দুর্ভোগ। বুধবারও এনুমারেশন ফর্ম না পেয়ে অনেকেই বিএলও-দের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অনেকের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে। এদিকে, ফর্ম নিয়ে সমস্যার খবর প্রকাশ্যে আসতেই আসরে নেমেছে প্রশাসন।

এদিন বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পরিদর্শনে বেরোন প্রশাসনের আধিকারিকরা। ইলেক্টরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বিপ্লব বিশ্বাস, বিডিও সৌরভ মাঝি সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘি কলোনি এলাকায় দুই-একটি জায়গা পরিদর্শন করেন। ওই এলাকার বাসিন্দাদের অনেকের অভিযোগ, প্রথম দিন মাত্র ১০টি ফর্ম বিলি করা হয়েছে। বুধবারও মাত্র ২০টি ফর্ম বিলি করা হয়েছে। ওই বুথের বিএলও কার্যত অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দু'দিনে ৩০টি ফর্ম পেয়েছি। সবগুলি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে

দিঘি কলোনি এলাকা পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা। বুধবার।

দেওয়া হয়েছে।' জানা গিয়েছে, শুধু একটি এলাকা নয়, এমন বেশ কয়েকটি এলাকাতে ফর্ম নিয়ে সমস্যা হয়েছে।

যদিও ব্লক প্রশাসনের দাবি, অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন বিএলও-দের কাছে ফর্ম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই ফর্মের সমস্যা মিটে যাবে। এদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার দু'দিন যেতে না যেতেই চোপড়া ব্লকে একাংশ বিএলও-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। কোথাও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের মাধ্যমে ফর্ম বিলি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোথাও আবার একাংশ বিএলও বাড়িতে বসেই ফর্ম বিলি করছেন বলে অভিযোগ।

বিষয়টি নিয়ে চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন বলেন, 'প্রথম দিন থেকে একাংশ বিএলও শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যদের মাধ্যমে ফর্ম বিলি করছেন। অথচ তাঁদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা।' তিনি জানান, বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নির্বাচনি ওসির নজরে আনা হয়েছে।

স্থানীয় বিজেপি নেতা অসীম বর্মনের কথায়, 'বিএলও-দের অনেকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না। বিষয়টি বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসনকে জানানো হবে।' অন্যদিকে, সিপিএম নেতা আনওয়ারুল হক জানান, যদি দেখা যায় কোনও বিএলও বাড়ি বাড়ি না ঘুরে অন্যের মাধ্যমে ফর্ম দিচ্ছেন। তাহলে দলীয়ভাবে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা অধিকাংশ বুথে বিএলএ-২ দিতে পারেনি। তাই এসব বলছে। সব এলাকায় সুষ্ঠুভাবে এসআইআরের কাজ চলছে।'

আসরে প্রশাসন

- এসআইআর-এর শুরুর দিন থেকেই একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে চোপড়ায়
- মঙ্গলবারও পর্যাপ্ত এনুমারেশন ফর্ম না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন অনেকে
- ফর্ম না পেয়ে অনেকে বিএলও-দের বাড়িতেও চলে যান বলে অভিযোগ
- এদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আসরে নেমেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা

প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে খুশির খোঁজ খুদেদের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : পড়াশোনার পাশাপাশি এলাকার ছেলেমেয়েদের নতুন এক শখ হয়েছে প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে তা বস্তায় ভরে রাখা। তবে এই শখের পেছনের কারণ কী? কাওয়াখালির খুদে বছর আটের সৌরভ রায়কে জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'আমরা সকালে যেখানে পড়তে যাই, সেই ক্লাস থেকেই আমাদের বলেছে এলাকা, নদীর চরে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের বোতল সব কুড়িয়ে তা ওখানে জমা দিতে। যে যত বেশি দেবে সে তত উপহার পাবে।'

শিশুদের মনের এই গুপ্ত রহস্য বুঝেছিলেন শহরের দুই প্রান্তের বাসিন্দা কৌস্তভ দত্ত, রনি রাহা। তাঁদের উদ্যোগে তৈরি একটি কেন্দ্রে কাওয়াখালিতে প্রতিদিন ৪০টি শিশুকে পড়াশোনা, গান, বাজনা, কম্পিউটার শেখানোর পাশাপাশি সকালের জলখাবার ও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৫ সাল থেকে কাওয়াখালির ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা, সুস্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য স্বপ্ন বোনেন শক্তিগড়ের বাসিন্দা কৌস্তভ দত্ত। এই কাজে তাঁর স্বপ্নসঙ্গী স্ত্রী রোজালি। নিজের আয়ের কুড়ি শতাংশ টাকা এই বাচ্চাদের জন্য ব্যয় করেন কৌস্তভ। রোজালিও নিজের ব্যবসার আয়ের কিছু অংশ মহিলা, শিশুদের শিক্ষামূলক কাজে ব্যয় করেন। পরবর্তীতে কৌস্তভের এই উদ্যোগে বন্ধুত্বের হাত বাড়ান দেশবন্ধুপাড়ার রনি রাহা ও তাঁর স্ত্রী রূপা শীল রাহা। এরপর থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি খুদেদের খাওয়াদাওয়ারও দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে সাতদিনই তাদের সকালে টিউশন পড়িয়ে দুধ, ডিম, পাউরুটি এসব খেতে দেওয়া হয়। এরপর স্কুল থেকে ফিরলে তাদের জন্য তৈরি থাকে দুপুরের খাবার। সকালের টিউশনের জন্য শহরের কিছু স্বেচ্ছাসেবী মানুষ সামান্য কিছু সাম্মানিকে ছোটদের ভিত তৈরিতে এগিয়ে এসেছেন বলে জানান এই দু'জোড়া দম্পতি।

এই বাচ্চাদের মুখে হাসি ফুটিয়েই জীবনের আসল রসদ খুঁজে পান বলেই জানান রনি। তিনি বলেন, 'আমরা তো নিজেদের উদ্যোগে কাজ করিই, তবে অনেকেই আমাদের দিকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে সবার উৎসাহ ও ভালোবাসা পেয়ে আমাদের এই কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।' ঠিক একই কথা শোনা গেল কৌস্তভের মুখেও।

রোজালি জানান, মাসের ১৫ থেকে ২০ দিন শহরের নানা মানুষের বিশেষ দিন উদযাপনের মধ্য দিয়ে তাঁদের ভালোবাসায় বাচ্চাদের খাওয়ার আয়োজন হয়ে যায়। একই কথা জানাচ্ছেন রূপাও।

কুয়াশামাখা সকাল

রুটিরুজির উদ্দেশ্যে... *গাজোলে বুধবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।*

শীতলকুচিতে এক এপিক, দাবিদার দুই

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৫ নভেম্বর : ভোটার কার্ডে একই এপিক নম্বর, দাবি দুই ব্যক্তির। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শীতলকুচি ব্লকের বড় গদাইখোঁড়া গ্রামে। একসময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এপিক নম্বরে কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। মেহেবুব আলম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

শীতলকুচির বিডিও অনিন্দিতা ব্রহ্ম সিনহা জানিয়েছেন, বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে এসেছে। সঠিকভাবে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মারপিটের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

এই গ্রামে মেহেবুব আলম নামে দুজন রয়েছেন। একজনের বাবার নাম আনিসুর রহমান, অপরজনের বাবার নাম হোসেন আলি মিয়াঁ। গ্রামের বাসিন্দা আনিসুর বলেন, 'আমার ছেলে মেহেবুব আলমের নামে থাকা এপিক নম্বর কারচুপি করেছে গ্রামেরই আরেক মেহেবুব আলম নামে এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি বাবার নাম হোসেন আলি মিয়াঁ। এর ফলেই এসআইআরে আমার ছেলের নাম বাদ পড়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন।'

মেহেবুব আলম অবশ্য বাংলাদেশ থেকে আসার কথা স্বীকার করে বলেন, 'প্রায় ৪৫ বছর আগে আমি এই গ্রামে আসি। এখানে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে সংসার পেতেছি। এপিক নম্বরে কোনও কারচুপি করিনি। আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধর করা হয়েছে।'

বিষয়টি নিয়ে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট শালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি দীপক রায় প্রামাণিক বেজায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের ওপর দায় চাপিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই ঘটনার দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। দুজন ব্যক্তির একই এপিক নম্বর হতে পারে না। এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব আমরা।' বিজেপির শীতলকুচি বিধানসভার কোকনভেনার কনকচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'এধরনের ভুয়ো ভোটার ধরতে এসআইআর প্রয়োজন। আরও এধরনের ঘটনা অনেক বের হবে। তাই এসআইআর-কে নিয়ে ভয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস।'

বিভ্রান্তি

- একই এপিক নম্বরের দুটি ভোটার কার্ড
- এই গ্রামে মেহেবুব আলম নামে দুজন রয়েছেন
- একজনের বাবার নাম আনিসুর রহমান, অপরজনের বাবার নাম হোসেন আলি মিয়াঁ
- অভিযোগ, এপিক নম্বর কারচুপি করেছেন গ্রামেরই আরেক মেহেবুব আলম নামে এক ব্যক্তি

মাটিগাড়ার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পার্ক নেই

পারমিতা রায়

মাটিগাড়া, ৫ নভেম্বর : সারাদিনের নানা কাজ, দৌড়ঝাঁপ এসবের পরে সকলেই একটু অবসর সময়ে হাঁটাহাঁটি বা আড্ডা দিয়ে থাকেন। বাচ্চারাও স্কুল, টিউশনের পর পার্কে গিয়ে একটু দোলনায় চড়তে বা খেলতে ভালোবাসে। কিন্তু মাটিগাড়া-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বড় বড় বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হলেও কোনও পার্ক নেই বলে অভিযোগ। ফলে রাস্তা বা ফাঁকা জমিতে খেলাধুলো করতে হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তুম্বাজোতে বিআর আম্বেদকর শিশু উদ্যান রয়েছে। তবে সেখানে কোনও পরিকাঠামো নেই। এমনকি খেলাধুলোর কোনও সামগ্রীও নেই। স্থানীয়দের কথায়, ওটা নামেই পার্ক। আসলে ওটা একটা গড়ের মাঠ। স্থানীয় গৌতম রায় বলেন, 'বাচ্চারা যে একটু খেলবে সেই সুযোগটুকুও নেই। বাড়ির পাশে থাকা এটি তো পার্ক নয় মাঠ।'

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকারও পার্ক না থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'একটি জায়গা ঠিক করা হয়েছে অর্থ বরাদ্দ হলেই সেখানে পার্ক তৈরি করব।' মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের বক্তব্য, 'তুম্বাজোতে একটি জায়গায় মহকুমা পরিষদ ঘেরা দিয়েছে পার্ক করবে বলে।'

বছর আটের রোহিত ছেত্রীর কথায়, 'যখন শিলিগুড়িতে মামাবাড়িতে যাই তখন মামাবাড়ির পাশে থাকা পার্কে অনেক খেলাধুলো করি। আমাদের এলাকাতেও একটা পার্ক হলে আমরা অনেক খেলতে পারতাম।' তুম্বাজোতের বাসিন্দা প্রেম শা জানালেন, পার্ক থাকলে বয়স্করাও কিছুটা সময় কাটাতে পারবেন। বাচ্চারাও নিশ্চিন্তে খেলাধুলো করতে পারবে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের ওই পার্কটি সাজিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি নকশালবাড়িতেও একটি পার্ক তৈরি করব। আগামী নির্বাচনের পরেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

এসআইআর নিয়ে তোপ রাজুর

বাগডোগরা, ৫ নভেম্বর : আঠারোখাইয়ের তারিজোতে বুধবার রাসমেলার উদ্বোধন করতে এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। উদ্বোধনের পরে, এসআইআর-এর বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, যারা এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে, তারা আসলে বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বিরোধিতা করছে।

রাজু বলেন, 'এসআইআর এর আগেও হয়েছে। নতুন কিছু নয়। এসআইআর নিয়ে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কোনও বৈধ হিন্দু ভারতীয় নাগরিকের নাম বাদ যাবে না।'

দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলেন, 'আপনারাই বলুন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের কি র‍্যাশন, জল, চাকরি পাওয়া উচিত? এসআইআর-এর প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করছে ডিএম, এসডিও, বিডিও-রা, অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই বিরোধিতা করছেন। আসলে তিনি বাংলাকে ধর্মশালা বানিয়ে রেখেছেন। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতেই তিনি এর বিরোধিতা করছেন। তাঁর দল যদি এসআইআর-এর বিরোধিতা করে, তাহলে এত সহায়তা শিবির করার দরকার কী তাদের।'

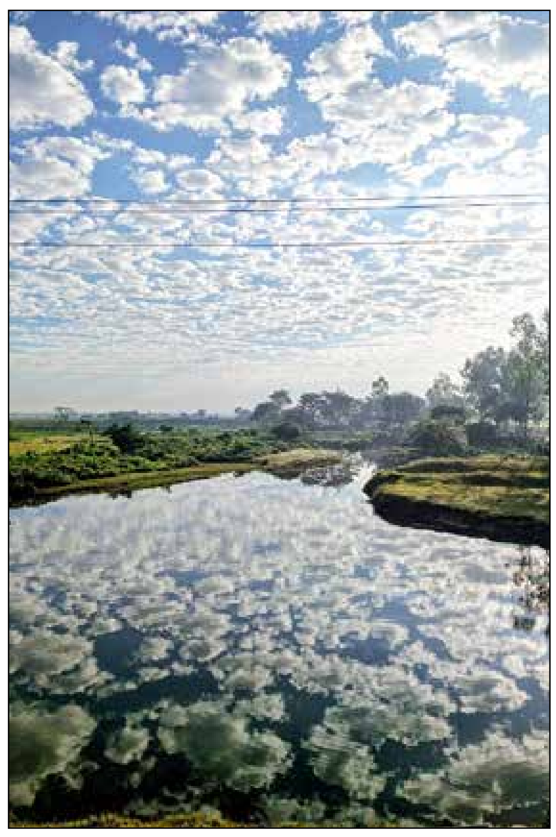

আকাশের আয়না।। *বিহারের খেজুরবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের পিন্টু দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মহানন্দায় ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : পাহাড় থেকে কলকল শব্দে নেমে আসা নদী সমতলে এসে নাব্যতা হারায়। পলি জমে নদী হারিয়ে ফেলে তার জলধারণ ক্ষমতা। প্রবল বর্ষণে যে কারণে দুই কূল উপচে পড়ে ঘোলা জল। ভোগান্তি পোহাতে হয় নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। যেমনটা উত্তরবঙ্গে দেখা গিয়েছে উমার বিদায়ের পর। এমন পরিস্থিতিতে নদীগুলির নাব্যতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে সেচ দপ্তর। এই তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ি পুর এলাকায় থাকা মহানন্দা, পঞ্চনই, জোড়াপানি, বুড়ি বালাসন। পরবর্তীতে সাহু, মহিষমারিতেও ড্রেজিং করা হবে। নদীগুলিতে পলি জমেছে। যে কারণে পাহাড়ে বৃষ্টি হলে নদীর জল উপচে আশপাশের এলাকায় ঢুকছে। সূর্য সেন পার্কের পেছন দিকে মহানন্দা নদীতে ড্রেজিং শুরুর কথা। বুধবার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন সেচ দপ্তর এবং পুরনিগমের আধিকারিকরা। একটি বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।

মহানন্দা নদী পরিদর্শনে গৌতম দেব সহ অন্যরা। -সংবাদচিত্র

ওই সংস্থাই পলি তুলে সরিয়ে নেবে। তার বিনিময়ে রাজ্য সরকারকে রয়্যালটি দেবে। পরীক্ষামূলকভাবে নদীর মাঝামাঝি এলাকা থেকে আগে পলি তোলা হবে বলে খবর।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি, চার নম্বর ওয়ার্ডের কুমোরটুলি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা স্নান, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়ার জন্য মহানন্দার ওপর নির্ভরশীল। শিশু-কিশোররা নদীতে নেমে হুটোপাটি করে। ড্রেজিং হলে নদীর গভীরতা বাড়বে অনেকটা। তখন নদীতে নামলে বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়দের অনেকে। যেখানে ড্রেজিং হবে সেই এলাকা আগে থেকে ঘিরে দেওয়ার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি বস্তি এলাকাগুলিতে মাইকিং করে কিংবা জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমজনতাকে সতর্ক করার দাবিও উঠেছে।

গুরুংবস্তির বাসিন্দা মাধব সিংয়ের বক্তব্য, 'বাচ্চারা নদীতে স্নানে যায়। আমরা তো ওদের আটকাতে পারব না। পলি তোলা হলে তো গভীরতা বাড়বে। তখন যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেই কাজ করা হবে।' সেচ দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাংলাদেশি ধৃত

বাগডোগরা, ৫ নভেম্বর : ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এলাকা থেকে বুধবার নন্দ মণ্ডল নামে এক বাংলাদেশের নাগরিককে আটক করেছে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ। পরে তাঁকে বাগডোগরা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে হেপাজতে চেয়ে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ধৃত বর্তমানে জলপাইগুড়ি থানার ধূপগঞ্জ কলোনির গড়ালবাড়িতে বসবাস করেন। ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এলাকায় শ্রমিকদের সুপারভাইজিংয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন ওই এলাকায় কাজ করতে গিয়ে আধার কার্ড দেখানোর সময় তাঁর ফোন থেকে হঠাৎই বাংলাদেশের নথি বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জের পোদ্দারবাড়িতে।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ফুলবাড়ির কাঞ্চনবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে বুধবার চুরি হয়েছে। বাড়িতে কেউ না থাকায় টাকা ও সোনা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এদিন এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পিএসি'র প্রশ্নের মুখে এসজেডিএ

এসজেডিএ এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ পরিদর্শন করলা সেতুতে।

জলপাইগুড়ি, ৫ নভেম্বর : তিস্তা ব্যারেজের সেচখাল নির্মাণে প্রকৃত জমিদাতারা এখনও আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাননি। কেন পাননি? বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলালের মুখে শোনা গেল এই প্রশ্ন। অন্যদিকে, ১২ বছর আগে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়ায় করলা সেতুর জন্য রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এতগুলো বছরেও সেই সেতুর কাজ শেষ হল না কেন, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যানের কাছে তার উত্তর চান আলিপুরদুয়ারের ওই বিধায়ক। এদিন সার্কিট হাউসে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সঙ্গে এসজেডিএ, সেচ দপ্তর এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি বৈঠক হয়। সেখানেই সেচ দপ্তর এবং এসজেডিএ'র কাজ নিয়ে জবাবদিহি চান সুমন। বৈঠক শুরুর আগে সমাজপাড়ার অসমাপ্ত সেতুটিও পরিদর্শন করেন কমিটির সদস্যরা।

গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের ক্যানাল নির্মাণের জন্য সেচ দপ্তর প্রচুর জমি ধাপে ধাপে অধিগ্রহণ করেছিল। সুমনের অভিযোগ, প্রকৃত জমিদাতাদের অনেকেই জমি দিয়েও ক্ষতিপূরণ পাননি। উলটে অন্যরা ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছেন। এরকম কেন হবে, সেই প্রশ্নই এদিন তুললেন বিধায়ক। রাজ্য সরকার তো প্রকৃত জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণ দিতে অর্থবরাদ্দ করেছিল। বৈঠকে তিস্তা ব্যারেজের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার বিষয়টি ওপরমহলে দেখা হচ্ছে বলে জানান।

এদিনের বৈঠকে সুমনের প্রশ্নের মুখে পড়েন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যানও। ২০১০ সালে সমাজপাড়ার করলা সেতুটির কাজের জন্য ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সুমনের প্রশ্ন, ২০১৩ সালে কাজ শেষ হলেও কেন দু'দিকের অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হল না? রাজ্য সরকার পুরো প্রকল্পের জন্যই অর্থবরাদ্দ করেছিল। কাজের ইউসি কোথায়, সেই কথাও জানতে চাইলেন তিনি।

২০১৮ সালে অসমাপ্ত সেতুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটি জনসাধারণের চলাচলের অযোগ্য বলে রিপোর্ট জমা পড়েছিল। তারপরেও কী করে সেতুর দু'দিকে অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণের জন্য দুটি ডিপিআর-এ প্রায় আড়াই কোটি টাকা অনুমোদনের জন্য বলা হয়? এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের উত্তর, 'জমিজটের জন্য অ্যাপ্রোচ রাস্তা করা যায়নি। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে দিয়ে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির পরিকল্পনা করা হবে।' এদিনের বৈঠকে বিধায়ক শেখ শাহজাহান সহ রাজ্য সরকারের আধিকারিক, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন, এসজেডিএ'র সিইও পান্ধারিনাথ ওয়াংখেড়ে, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পোড়াঝাড়ে ত্রাণ বিলি

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে দুর্গতদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিল রামকৃষ্ণ মিশন, অম্বুজা নেওটিয়া সংস্থা ও শিলিগুড়ি লায়ন্স ক্লাব। বুধবার বিকালে ১৮২টি পরিবারের হাতে তোষক, বালিশ ও বিছানার চাদর তুলে দেওয়া হয়। গত ৫ অক্টোবর মহানন্দা নদীর জলস্ফীতির জেরে পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণপল্লি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনার দিন থেকে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে বন্যাদুর্গতদের খাবার ও ত্রাণসামগ্রী বিলি করা হয়েছিল। এদিনের ত্রাণ বিলি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের শিলিগুড়ির সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দজি বলেন, 'অনেকের বিছানা জলে ভেসে গিয়েছিল। সে কারণে বিছানার সামগ্রী দেওয়া হল। অনেকের টোটো ভেসে গিয়েছে, টিনের বাড়ি নষ্ট হয়েছে। তাঁদের টোটো ও বাড়ির টিন কিনে দেওয়া হবে।' পাশাপাশি এই তিনটি সংস্থা মিলে আগামী ৯ ও ১০ নভেম্বর ওই এলাকায় স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবর্জনা ফেলে নদী দখলে মাফিয়া-যোগ!

অরুণ ঝা

পাঞ্জিপাড়া, ৫ নভেম্বর : গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ার মাঝ দিয়ে যাওয়া ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা সুধা নদীতে জমেছে আবর্জনার পাহাড়। সেই আবর্জনা এতটাই বিশাল আকার ধারণ করেছে যে, তা সেতুর রেলিংয়ের বড় অংশ ঢেকে রাজপথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেই ছবি তুলতে দেখে একজন বলে বসলেন, 'আপনি মিডিয়ার লোক তো? ছবি তুলে কোনও লাভ হবে না। এলাকার নেতারা টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। না হলে এমন দশা হয়!'

মন্তব্যকারীর নাম জানতে চাইলে তিনি জানালেন, তাঁর নাম সোহেল আখতার। এলাকারই একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। এরপরেই তাঁর প্রশ্ন, 'নেতা-মন্ত্রীরা তো রোজ এই রাস্তা দিয়ে হুটার বাজিয়ে যান। তাঁদের কি এসব নজরে পড়ে না?' ঠিক সেই সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক তরুণ আবর্জনা ফেলা নিয়ে যা যুক্তি দিলেন তাতে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। তাঁর কথায়, 'আসলে শাসকদলের মদতে জমি মাফিয়াদের একাংশ এর পিছনে আড়ালে কলকাঠি নাড়ছে। তাদের লক্ষ কোনওভাবে রাস্তার পাশের জমি দখল করা।'

সেতু থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে পাঞ্জিপাড়া হাইস্কুল। আবর্জনা রাস্তায় উঠে আসার ফলে আবর্জনা মাড়িয়েই পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাজারের এক ব্যবসায়ী তথা স্কুল পড়ুয়ার অভিভাবক বললেন, 'নদীর জমি দখল করে বেশকিছু অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। কেউ কিছু বলে না। হয় বখরা আছে। না হয় জীবনের ভয়ে চুপ করে আছে।' এক তৃণমূল নেতা তো স্পষ্ট বলে বসলেন, 'নদীর নীচ থেকে সেতুর রেলিং উপচে আবর্জনা সড়কে জমেছে। একদিনে তো এমন হয়নি। জমি দখলই আসল উদ্দেশ্য।' আপনারা নীরব কেন? ওই নেতার উত্তর, 'কে কাকে বলবে। সবই তো নিজের লোক।'

পাঞ্জিপাড়ায় সুধা নদীর পাড়ে আবর্জনার পাহাড়। -সংবাদচিত্র

ভৌগোলিক এবং আর্থসামাজিক হিসেবের নিরিখে পাঞ্জিপাড়ার গুরুত্ব থাকলেও সেই তুলনায় পাঞ্জিপাড়ার পরিষেবা ও ব্যবস্থা অনেকটা নড়বড়ে বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়াও জাতীয় সড়ক ফোর লেন হওয়ার পর থেকেই দুটি লেন দখল করে বাজার বসা অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। গত এক দশকে সরকারি কোনও স্তর থেকে এই বাজার তুলতে কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। সুধা নদীতেও আবর্জনা ফেলে সেটা ভরাট করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওবেদুল্লা শামস ওরফে মুন্না আবর্জনা জমার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। আর্থমুভার নামিয়ে ওই আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। জল একটু কমলেই আমরা কাজে হাত দেব। সাফাইকর্মীরা নদীতে আবর্জনা ফেলায় এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। সাফাইয়ের পর নতুন করে যাতে আবর্জনা ফেলা না হয় সেই বিষয়টিও দেখা হবে।'

অশ্লীল ছবি

সামাজিকমাধ্যমে স্ত্রীর অশ্লীল ছবি পোস্ট করার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থেকে পিন্টু দাস নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

বেটিংয়ে গ্রেপ্তার

বেটিং অ্যাপ মামলায় সুজয় ভৌমিক নামে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এর আগে এই ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সুজয়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত কনডাক্টর

ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে কলকাতার এজেসি বোস রোড ও রডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে চলন্ত বাস থেকে এক যাত্রীকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কনডাক্টরের বিরুদ্ধে। কনডাক্টরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রাজ্যের উদ্যোগ

রাজ্যে চালু হচ্ছে ফেসলেস মোটরগাড়ি পরিষেবা। লার্নার লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবীকরণ, ছবি বা বায়োমেট্রিক সংশোধন, নাম বা ঠিকানা পরিবর্তন সহ মোট ৫০টি পরিষেবার সুযোগ মিলবে অনলাইনে।

এসআইআরে বিরোধী ঐক্য

উদ্যোগী মমতার ফোন স্ট্যালিন, তেজস্বীদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে ফের ঐক্যবদ্ধ করার পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত কয়েক মাসে বিভিন্ন ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের নানান কর্মসূচিতে তৃণমূল গরহাজির থাকলেও এই ইস্যুতে বিজেপিকে চাপে ফেলতে নিজেই উদ্যোগী হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তামিলনাড়ু, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। চলতি মাসেই বিহারের নির্বাচন। তার আগে অসম বাদে বাকি রাজ্যগুলিতে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই যে বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলিতে এসআইআর করা হচ্ছে, সেই অভিযোগ মমতা আগেই তুলেছেন। এমনকি রাহুল গান্ধির স্লোগান 'ভোট চোর, গদি ছোড়' বলতেও মঙ্গলবার শোনা গিয়েছে মমতাকে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, মঙ্গলবারই মমতার সঙ্গে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের কথা হয়েছে। রাহুল গান্ধির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে শুধু আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই নয়, সর্বভারতীয় স্তরে বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা নিজেকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছেন। তাই তিনি পাশে পেতে চাইছেন স্ট্যালিন, অখিলেশ, তেজস্বীর মতো বিরোধী নেতাদের।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতার রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হওয়ার আগে অভিষেক সহ দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এসআইআর ইস্যুতে বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হবে না। এরাজ্যে মতুয়া, সংখ্যালঘু, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ভোটাধিকার যাতে বাদ না যায়, তার জন্য দলীয় স্তরে পৃথক পৃথক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সর্বভারতীয় স্তরেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মূলত মমতা ও অভিষেকই বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে এই সময় রাখবেন। দিল্লিতে দলের সাংসদেরও এই ইস্যুতে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরেই ইন্ডিয়া জোটকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন মমতা। এরপর ইন্ডিয়া জোটের নেতারা একাধিকবার বৈঠকে বসলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সর্বত্র জোট হয়নি। এরাজ্যেও তৃণমূল পৃথকভাবেই প্রার্থী দিয়েছিল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল যে একাই লড়বে, সেই কথাও আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা ও অভিষেক। কিন্তু এসআইআর ইস্যুতে দেশব্যাপী বিজেপি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চান মমতা। তাই বিরোধী ঐক্যে ফের শান দিতে মাঠে নেমেছেন বাংলার অগ্নিকন্যা। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় এসআইআরে জালিয়াতি করে বিজেপি জিতেছিল বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাহুল গান্ধিও হরিয়ানায় ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে সরব হয়েছেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে হাতিয়ার করেই মমতা গোটা দেশে বিজেপি বিরোধী মুখ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

ভারসাম্যের রাজ্য কমিটিই লক্ষ্য বিজেপির

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে দলের রাজ্য কমিটিতে ভারসাম্য রক্ষাই শমীকের লক্ষ্য। বিধানসভা ভোটের জন্যই দ্রুত রাজ্য কমিটি ঘোষণার দাবি উঠলেও নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের আগে ঘোষণার কোনও সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কমিটি চূড়ান্ত করতে বৈঠক করেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু সবদিক সামলে কমিটি চূড়ান্ত হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

২০১৯-এর লোকসভা ভোট থেকে রাজ্যে বিজেপির জয়যাত্রা শুরু। পরে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির জেতা ৭৭টি আসনের মধ্যে সিংহভাগ আসনই উত্তরবঙ্গের। সদ্য প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি। স্বাভাবিক কারণে রাজ্য কমিটিতে দলীয় ক্ষমতার রাশ ধরে রাখতে উত্তরবঙ্গ বিজেপি যথেষ্ট সক্রিয়। বর্তমান কমিটিতে রাজ্যের ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের বিধায়ক দীপক বর্মন। বিধানসভার মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষও রয়েছেন বর্তমান রাজ্য কমিটিতে। আসন্ন রাজ্য কমিটি গঠনে রাজ্য সভাপতির তালিকার পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীদের গুরুত্ব দিতে হয়েছে।

দলের এক কেন্দ্রীয় নেতার মতে, সামনে বিধানসভা ভোট। বিরোধী দলনেতা দলের অন্যতম মুখ। আবার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি

> আমরা তৃণমূলের মতো উত্তরকন্যার মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গকে দেখি না এবং ভবিষ্যতেও দেখব না।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

সুকান্ত মজুমদারেরও দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ফলে নতুন সভাপতি হলেও কমিটি নির্মাণে সুকান্ত-শুভেন্দুদের মতামতকে হেলাফেলা করা যায় না। চলতি সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তলবে কমিটি নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লি গিয়েছিলেন শমীক।

সেই অবকাশে নিউটাউনে সুকান্তর বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক মহলের কাছে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আসন্ন রাজ্য কমিটিতে শমীকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুকান্ত-শুভেন্দুদের গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা কতটা গুরুত্ব পেতে পারেন তা নিয়েই চলছে বিজেপির অন্দরে জল্পনা। তবে সেই জল্পনার অবসান করে শমীক বলেন, 'কোনও নেতা বা কোনও নেত্রী বঙ্গ বিজেপির কমিটি তৈরিতে বিবেচ্য নয়। সক্রিয়তা, নিষ্ঠা এবং দলের প্রতি আনুগত্য এগুলিই পদাধিকারী নির্বাচনে বিবেচিত হবে। তবে এটা ঠিক আমরা তৃণমূলের মতো উত্তরকন্যার মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গকে দেখি না এবং ভবিষ্যতেও দেখব না।'

সবার ভালো কোরো... বুধবার কলকাতার আহিরিটোলা ঘাটে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

সোনার বাংলা'র ক্ষতে প্রলেপ বন্দে মাতরমে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৭ নভেম্বর সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও তা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করবে বিজেপি। এই উপলক্ষ্যে 'বন্দে মাতরম' গেয়ে রাজ্যে প্রায় ১২০০ পদযাত্রা করা হবে। দেশের প্রতিটি দলীয় কেন্দ্রে এখন থেকে গাওয়া হবে বন্দে মাতরম। সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদবদের মতো কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা অংশ নেবেন রাজ্যের এই কর্মসূচিতে। সম্প্রতি বিজেপিশাসিত অসমে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়াকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিতর্ক চরমে ওঠে। সেই অস্বস্তি ঢাকতে অসম সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করল বঙ্গ বিজেপি।

বিধানসভা ভোটের আগে বাঙালি অস্মিতাকে উসকে দিতে বঙ্কিমচন্দ্রই আইকন বঙ্গ বিজেপির। আগামী ৭ নভেম্বর সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি। তাকে স্মরণীয় করে রাখতে ওই দিন সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও নানা কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। এই উপলক্ষ্যে হুগলির বন্দে মাতরম ভবনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় নেতা তথা রাজ্যের মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মুর্শিদাবাদের লালগোলায় থাকবেন রাহুল সিনহা, কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের অনুষ্ঠানে থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং উত্তর ২৪ পরগনার কর্মসূচিতে থাকবেন ভূপেন্দ্র যাদব। এদিন কংগ্রেসকে নিশানা করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বন্দে মাতরম ও তাঁর স্রষ্টাকে রাজ্য তথা দেশের মানুষের থেকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস। দিল্লিতে মদনলাল খুরানার সরকারই প্রথম বন্দে মাতরমকে রাজ্য প্রশাসনে ব্যবহার শুরু করেন। সেই থেকে বন্দে মাতরম বিজেপির থিম সং।'

স্বাভাবিকভাবেই ভোটের আগে বাঙালি আবেগকে ছুঁতে বিজেপি সেই বন্দে মাতরমকেই হাতিয়ার করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, বন্দে মাতরম নিয়ে এরাজ্যে হুড়োহুড়ির কারণ, সম্প্রতি অসমে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিতর্ক। অসম বিজেপির এই রবীন্দ্র-বিরোধিতা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল। মঙ্গলবার এই ইস্যুতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গান গেয়ে যাদবপুরে মিছিল করেছে বামেরা।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'বন্দে মাতরম আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে আছে। গোটা দেশ যখন ব্রিটিশ বিরোধিতায় আত্মাহুতির পথ বেছে নিয়েছিল, সেইসময় ব্রিটিশদের কাছে দাসখত লিখে বিজেপির পূর্বসূরিরা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাদের উত্তরসূরিদের বঙ্কিমচন্দ্র বা বন্দে মাতরমের ওপর কোনও অধিকার থাকতে পারে না।

তৃণমূল কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ওই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করবে।' এদিকে অস্বস্তি ঢাকতে বঙ্গ বিজেপি অসমে 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়া নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করেছে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কোনও সীমার মধ্যে আবদ্ধ নন। অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা সহমত নই। তাঁকে কখনও নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।'

ভাঙড়ে ঝুলন্ত দেহ, আতঙ্ক-যোগ

র কলকাতা, ৫ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠল। বুধবার সকালে দেহ উদ্ধার হয়েছে মৃত সফিকুল গাজির। ভাঙড়ের কাশীপুরের অন্তর্গত জয়পুর এলাকায় তাঁর শ্বশুর বাড়িতে দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, এসআইআর চালুর পর রীতিমতো আতঙ্কে ছিলেন তিনি। ভিটেমাটি ছাড়ার ভয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সফিকুলকে। শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি। খবর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা।

বছর ৩৫-এর সফিকুল গত কয়েকদিন ধরে আতঙ্কে ছিলেন। বার বার বলছিলেন, কোনও পরিচয়পত্র নেই। এই কথা জানিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেন, মঙ্গলবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমোতে যান সফিকুল। বুধবার সকালে স্ত্রী ও ছেলে কাজে বেরিয়ে গেলে তারপরই ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। শওকত বলেন, 'আমি শুনেছি। ওর বাবা-মায়ের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু ওর নিজের কোনও কাগজ নেই, জমি জায়গার দলিলও নেই। সেই হতাশা থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই নিয়ে ৮ জন এসআইআর আতঙ্কে মারা গেলেন। বিজেপিকে এই মৃত্যু মিছিলের দায় নিতে হবে।' সফিকুলের স্ত্রীর দাবি, তিনি বার বার স্বামীকে সাহস জোগালেও স্বামীর আতঙ্ক কাটছিল না। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সফিকুলের আসল বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়। তাঁর এক আত্মীয়র দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক সমস্যায় ভুগছিলেন সফিকুল। মৃত্যুর নেপথ্যে সেটাও কারণ হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার প্রতিক্রিয়া, 'কে কোথায় মরছে খবর পেয়ে মৃতদেহের রাজনীতি করছে তৃণমূল।'

ও চাঁদ সামলে রেখো জোছনাকে.. বুধবার কলকাতায়। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

জলাশয়ে বস্তা ভর্তি আধার কার্ডের বান্ডিল

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৫ নভেম্বর : বস্তাবন্দি অবস্থায় জলাশয় থেকে উদ্ধার হল বান্ডিল বান্ডিল আধার কার্ড। তা নিয়ে বুধবার চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে। খবর পেয়ে পুলিশ ওই জলাশয় থেকে উদ্ধার হওয়া সমস্ত আধার কার্ড বাজেয়াপ্ত করে। জলাশয়ে এত আধার কার্ড কীভাবে এল তার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে চরমে উঠেছে শাসক ও বিরোধীদের তর্জা। বিজেপির দাবি, এসআইআর এখন কার্বলিক অ্যাসিডের মতো কাজ করছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে পূর্বস্থলী -২ ব্লকের পিলা পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম ললিতপুর। এই গ্রামের একটি বিলে জমে থাকা পানা পরিষ্কারের কাজ চলছিল। বুধবার সকালে কাজ চলাকালীন বস্তা ভর্তি অবস্থায় অসংখ্য আধার কার্ড উদ্ধার হয়। কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী বলেন, 'উদ্ধার হওয়া সমস্ত আধার কার্ড পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। এত আধার কার্ড কারা বিলে ফেলল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

এদিন কাজ চলাকালীন ললিতপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা ওই বিলের কাছে ছিলেন। তাঁরা বলেন, 'কাজ চলার সময়ে শ্রমিকরা ওই বিলের মধ্যে ৩টি বস্তাভর্তি অবস্থায় কিছু পড়ে থাকতে দেখেন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ওই বস্তা বিল থেকে পাড়ে তুলে নিয়ে এসে বস্তার মুখ খোলেন। তখনই সবার চোখ কপালে ওঠে। দেখা যায় ওই বস্তায় ভর্তি রয়েছে বান্ডিল বান্ডিল আধার কার্ড। বিলের পাড়ে ওই অধার কার্ড ছড়িয়ে দেওয়া হলে তা দেখার জন্য বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমান। পিলা ও হামিদপুর এলাকার ঠিকানা লেখা রয়েছে।

এদিকে ঘটনা জানাজানি হতেই শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক ও বিরোধীদের তর্জা। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কারা বিলে এত আধার কার্ড ফেলে গেল তা জানি না। তবে উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলি দেখে আমার মনে হয়েছে সেগুলি জাল। আগে ৫০০-৭০০ টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড হত। এখন সেসব বন্ধ করা হয়েছে। আগের আধার কার্ডগুলিকেই কেউ ফেলে গিয়েছে বলে মনে হয়।

যদিও জেলা বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'আমাদের মনে হচ্ছে ওই আধার কার্ডগুলি ভুয়ো ভোটারদের ভুয়ো আধার কার্ড হবে। এইজন্যই তো আমাদের নেতা শুভেন্দু আধিকারী বলেছেন এসআইআর কার্বলিক অ্যাসিডের মতো কাজ করছে। এসআইআর লাগু হতেই দলে দলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা ছেড়ে পালানো এবং বিল থেকে বান্ডিল বান্ডিল আধার উদ্ধারের ঘটনা, শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকেই কার্যত সত্য প্রমাণ করছে। মৃত্যুঞ্জয় দাবি করেন, 'এসআইআরের দৌলতে বাংলার মানুষ আগামী একমাস এমন আরও নানা ঘটনা দেখতে পাবেন।'

চক্রান্তের অভিযোগ

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে এসআইআরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানা ঘেরাও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে গিয়ে এই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী বিসর্জনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। এদিন তার প্রতিবাদে কৃষ্ণনগরে মিছিল করে কোতোয়ালি থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন সুকান্ত।

সুকান্তর মতে, এসআইআরের ফলে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ধাক্কা খাবে বুঝেই প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চক্রান্ত করছেন। সুকান্ত বলেন, 'এসআইআর নিয়ে যখন কথা হয়েছিল, তখন কোনও ট্যাঁ-ফোঁ করেননি উনি। কিন্তু শুরু হওয়ার পর উনি বুঝতে পারছেন ওঁর বাংলাদেশি মুসলিম ও রোহিঙ্গা ভোটাররা এবার তালিকা থেকে বাদ পড়বেন। এসআইআরের নাম শুনেই তাঁরা এখন এরাজ্য থেকে পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছেন। তৃণমূলের আশ্বাসেও কোনও কাজ হচ্ছে না। তাই মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে চক্রান্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

যদিও সুকান্তর এই চক্রান্তের তত্ত্বকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'এসআইআর করে আসলে বিজেপিই বেকায়দায় পড়েছে। মানুষকে ভয় দেখাতে এসআইআর ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এখন সেটাই ওদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্বাস্তু, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। সেটা বুঝতে পেরেই সুকান্তবাবুরা এখন চক্রান্তের কথা বলে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছেন।'

সরব শিক্ষাকর্মীরা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : শূন্যপদ বাড়ানোর দাবি তো ছিলই। এবার শিক্ষাকর্মী পদে তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আসনেও শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি করলেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, জাতি, লিঙ্গ ও মাধ্যম ভিত্তিক যে শূন্যপদের তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) প্রকাশ করেছে, সেখানে তপশিলি জাতির শূন্যপদের সংখ্যা ২০১৬ সালের থেকে অনেক কম। ফলে তপশিলি তালিকাভুক্ত 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তার ওপর নতুন আবেদনকারীরাও পরীক্ষায় বসবেন। সেক্ষেত্রে যদি 'যোগ্য'রা সুযোগ না পান, তাহলে তাঁদের নিয়ে কী ভাবছে এসএসসি ও শিক্ষা দপ্তর?

২০১৬ সালে গ্রুপ সি-তে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ২৪০৮। সেখানে তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আসন ছিল ১২০০-এর কাছাকাছি। ২০২৫ সালে সেই আসনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬২০। গ্রুপ ডি'র ক্ষেত্রে ২০১৬ সালে আসন সংখ্যা ছিল ৩৮৮০। তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আসন ছিল ১৯৮১। পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় সেই আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১১৫০। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের দাবি, '২০১৬ সালে যে সমস্ত যোগ্য এসসি চাকরিপ্রার্থীরা ছিলেন, তাঁরা এবারে যদি পরীক্ষায় পাশ করেনও তাও শূন্যপদ না থাকার কারণে চাকরি পাবেন না। মোট শূন্যপদ ২০১৬ সালের তুলনায় বাড়ানো হলেও এসসি ক্যাটিগোরিতে শূন্যপদ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৫০-৬০ শতাংশ। তাই এই ধরনের ধোঁয়াশাপূর্ণ শূন্যপদ প্রকাশ করার অর্থ কী?' এসএসসির আধিকারিকদের যুক্তি, শূন্যপদ নির্ধারণ করে শিক্ষা দপ্তর। তাই এই সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য এসএসসির কাছে নেই।

চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী বিক্রম পোলের দাবি, '২০১৬ সালে পশ্চিমাঞ্চলে শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ২৩০টির কাছাকাছি। এবার সেই সংখ্যা প্রায় ১৬০। সব যোগ্য এসসিরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও চাকরি পাবেন না।' ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করছেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিয়োগ সম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই, অনশনে মতুয়ারা

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : অস্ত্র মতুয়া ভোট। গেরুয়া শিবিরের কাছে এই ভোটব্যাংক ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ। আর ঘাসফুল তাদের হারানো ভোটব্যাংক ফিরে পেতে মরিয়া। তাই পূর্ব ঘোষণামতো বুধবার থেকে ঠাকুরনগরে এসআইআরের বিরুদ্ধে আমরণ অনশনে বসলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মতুয়া অনুগামীরা। ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকলেন মমতাবালা। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর পালটা এই অনশনকে 'ফাজলামো' ও 'রাজনৈতিক চেয়ার গরম করা' বলে কটাক্ষ করেছেন।

মঙ্গলবার মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একযোগে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এসআইআর বিরোধিতায় তাঁদের মূল হাতিয়ার মতুয়াদের সুরক্ষা প্রদান। ফলে মতুয়া ভোটব্যাংকে শান দিতে মমতাবালার অনশনের সিদ্ধান্ত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বৈঠকে দুটি মূল বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। প্রথমত, এসআইআর প্রক্রিয়ায় মতুয়া ভোটারদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা মোকাবিলা করা। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনে আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। অর্থাৎ অযথা নাগরিকত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি যেন না তৈরি হয়, সেই দিকে এখন নজর তৃণমূলের। অনশনকারীদের দাবি, প্রথমত নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশি ঘোষণা ও বাংলাদেশি কাগজ নিয়ে নাগরিকত্ব নয়। তৃতীয়ত, ২০২৪ সাল পর্যন্ত যেসব মানুষ বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন, তাঁদের সহ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মতুয়াদেরও নতুন আইন প্রণয়ন করে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে।

এদিন শান্তনু ঠাকুরের আশ্বাস, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করব, যাঁদের ২০০২ সালের তালিকায় নাম নেই, তাঁদের যেন নাম না কাটা হয়।' মতুয়া রাজনীতির দুই মুখ শান্তনু ও সুব্রত ঠাকুর এবার আর একমঞ্চে নেই। গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর আনুষ্ঠানিকভাবে 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ'-এর নতুন কমিটি ঘোষণা করেছেন। তাই শান্তনুর আশ্বাসে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছে না মতুয়া সমাজের একাংশ। এদিন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি প্রমথরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'মমতাবালা খুব শীঘ্রই অনশনে অংশগ্রহণ করবেন। যতক্ষণ না আমাদের দাবি পূরণ হচ্ছে, ততক্ষণ অনশন চলবে।'

মালাবদল দুই নারীর, সাক্ষী সুন্দরবন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : মালাবদল হল। লাজে রাঙা হলেন দুই কনে বৌ। 'দুই' শুনে অবাক হচ্ছেন তো? না! কোনও গল্প কথা নয়, সমাজের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সত্যিই বিয়ে করলেন দুই তরুণী। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের রিয়া সর্দার ও রাখি নস্করের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা চমক লেগেছে রাজ্যবাসীর। ভয়, সংকোচ, সামাজিক ট্যাবু কোনও কিছুকেই পথের কাঁটা মনে করেননি তাঁরা। মঙ্গলবার সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর দম্পতি বললেন, 'জীবনের পথে চলতে গেলে ভালোবাসাটাই আসল। কাকে ভালোবাসছি, সেটা বড় কথা নয়।'

ছোটবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়েছেন রিয়া। বড় হয়েছেন মাসি-মেসোর কাছে। কুলতলি ব্লকের বকুলতলার বাসিন্দা তিনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানা এলাকায় রাখির ছোটবেলা কেটেছে একান্নবর্তী পরিবারে। দুজনেই এখন পেশায় নৃত্যশিল্পী। প্রথম পরিচয় ফোনে। তারপরেই বন্ধুত্ব ও প্রেম। দুজনেই জানতেন একসঙ্গে থাকাটা সহজ হবে না। রাখি জানিয়েছেন, এই সম্পর্ককে তাঁর পরিবার মান্যতা দিয়েছিল। তবে রিয়ার পরিবার এই অসম সম্পর্ককে মেনে নেয়নি। ফলাফল, বাড়ি ছেড়ে রাখির বাড়িতে চলে আসেন রিয়া। তারপরেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এক কালী মন্দিরে বিয়ে সারেন তাঁরা। এখানে অবশ্য স্বামীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে রিয়ার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন রাখি। শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সাতপাক দেখে অবাক স্থানীয় মানুষও। তাঁরা বললেন, 'প্রথমবার এমন ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি।'

সম্প্রতি সমলিঙ্গ বিয়েকে আইনত বৈধতা দিয়েছে আদালত। মনোবিদদের মত, বৈধতা পাওয়ার পর ভালোবাসার প্রকাশে মানুষ আর

নববিবাহিত রিয়া সর্দার এবং রাখি নস্কর।

ভয় পাচ্ছেন না। নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে এখন যথেষ্ট সাহসী নতুন প্রজন্মও। সুন্দরবন প্রমাণ করল, গ্রাম-শহর বলে কিছু হয় না। ভালোবাসার ধরন সব জায়গায় একই। বিয়ের পর রাখি বলেন, 'আমাদের দু-বছরের সম্পর্ক। অনেকেই বলেছিল, মেয়েতে মেয়েতে আবার সম্পর্ক কী? কিন্তু আমরা ঠিক করেছি একসঙ্গে থাকব। সারাজীবন থাকব।' সারাজীবন থাকার অঙ্গীকার যে বেশ কঠিন, তা অস্বীকার করেননি রিয়াও। তাঁর কথায়, 'আমরা আমাদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েছি। ভালোবাসাটাই তো বড় কথা। মহিলা পুরুষকে ভালোবাসবে, পুরুষ মহিলাকে ভালোবাসবে, এমন কথা কে ঠিক করে দিয়েছে?' ঘটনায় মনোবিদ সংগীতা ভট্টাচার্য বলেন, 'গ্রিস ও রোমে আগেও সমকামী বিয়ে হত। সমাজের চাপে তা ধীরে ধীরে নেতিবাচক রূপ নেয়। এখন আইনি ও সামাজিক স্বীকৃতি মেলায় আবার নেতিবাচকতা কমেছে। মানুষ নিজের চাহিদা, সম্পর্ক, পছন্দকে গ্রহণ করতে শিখেছে। ফলে খোলামেলা চিন্তা-ভাবনা বেড়েছে। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।'

রাখি-রিয়ার এই সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তমূলক বলে মনে করছেন সমাজকর্মীরাও। তাঁদের মত, প্রাচীন ধারণা ও কুসংস্কারকে ভেঙে দিয়েছেন এই দম্পতি। রাখি-রিয়ার গাঁটছড়ার ছবিতে ভরে গিয়েছে সমাজমাধ্যমও। কটূক্তির বদলে সেখানে ভিড় জমিয়েছে আশীর্বাদ। এখানেই সমাজের পরিবর্তন বলে মনে করছেন নেটিজেনরা। তাঁরা বলছেন, 'প্রশ্ন যদি লিঙ্গ নিয়ে, এই বলো উত্তরে, রামধনু কি আটকে থাকে তিনশো সাতাত্তরে..?'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯ কার্তিক ১৪৩২

ছকবাজি

'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' মেঘনাদবধ কাব্যে কথিত এই প্রবাদ বাস্তবায়নে শত্রু নিধনে ছলচাতুরিই প্রধান। তাতে নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই। ভোট-রাজনীতিতেও জনমতে আর কারও বিশ্বাস নেই। দলীয় অবস্থান বা মতাদর্শের ভিত্তিতে জনতার সমর্থন আদায়ের কাজটাও আর কেউ করতে চায় না। প্রথমত কাজটা শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত এজন্য নেতা-কর্মীদের যে দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন, তার অভাব আছে। তৃতীয়ত, মতাদর্শের ভিতটা এত আলগা যে তার ভিত্তিতে জনসমর্থন আদায় কঠিন।

ফলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেই মেঘনাদবধ কাব্যের প্রবাদটিই হাতিয়ার করতে কোনও দলের দ্বিধা বা সংকোচ নেই। সেই অ্যাজেন্ডাটি গোপন রাখার প্রয়োজনও আর কেউ বোধ করে না। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সেই ছকবাজিকে আরও খুল্লমখুল্লা করে দিচ্ছে ক্রমশ। এসআইআরের মতো রুটিন কর্মসূচির মাহাত্ম্য কীর্তন করছে একদল। অন্যপক্ষ এসআইআরকে দেশের পক্ষে বিভীষিকা বলে ঢক্কানিনাদ করে চলেছে।

মাহাত্ম্য কীর্তনের ভাষ্য শুনলে আমজনতার মনে হতে পারে এসআইআর আসলে নির্বাচন কমিশনের নয়, দলীয় কর্মসূচি। অপরপক্ষের ছিছিক্কারে বয়ানে মনে হবে এসআইআর তাদের সর্বনাশ করল বলে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সর্বশেষ বক্তব্যে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে দরবার করার পর যা বলেছেন, তার মর্মার্থ হল, এসআইআর হলেই বঙ্গে বিজেপির কেল্লা ফতে।

কেমনভাবে? তিনি বলেছেন, বুথ প্রতি অন্তত ৫০ জন ভোটার কমানোই বিজেপির টার্গেট। কারণ? প্রতি বুথে ৫০ জন কমলেই গত নির্বাচনে কম ভোটের ব্যবধানে হেরে যাওয়া আসনগুলি বিজেপির দখলে আসতে আর কোনও বাধাই থাকবে না। এরকম কম ভোটে হেরে যাওয়া আসনের সংখ্যা বিজেপির হিসাবে ৫০ থেকে ৬০টি। গতবারের জেতা আসনগুলির সংখ্যা এই সংখ্যায় যোগ হলে মসনদের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ পজিশন তৈরি হবে।

বিজেপির থিংক ট্যাংক গবেষণা করে দেখেছে, প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে ২৫০ বুথ ধরলে প্রতি বুথে ৫০ জন করে ১২৫০০ ভোটারের নাম এসআইআরে উধাও করে দেওয়া যায়। অর্থাৎ এই সাড়ে ১২ হাজার ভোটারের সমর্থন আদায়ের ভাবনা বিজেপির মাথাতেই নেয়। দলের নেতারা ধরে নিচ্ছেন, এই সংখ্যক ভোটার পুরোপুরি বিরোধী পক্ষের। শত চেষ্টাতেও তাঁদের পক্ষে আনা অসম্ভব।

সংসদীয় গণতন্ত্রে জোর করে ইভিএমে নিজের পক্ষে ছাপ বেশি ফেলার বিধান নেই। সেখানে ভোটারদের মতিগতির যথার্থ প্রতিফলন স্পষ্ট করাই সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ধারণা। বিজেপির কথায় স্পষ্ট যে, সেই ধারণাকে মর্যাদা দিতে তাদের বয়েই গিয়েছে। গেরুয়া শিবিরের অবশ্য আরেকটি তত্ত্ব আছে। তা হল গড়ে এই সাড়ে ১২ হাজার ভোটার হয় অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি কিংবা রোহিঙ্গা বা মৃত অথবা ভুয়ো।

এই তত্ত্ব সত্য হলে বাংলায় গিজগিজ করছে ভিনদেশি। তৃণমূলের তৎপরতায় তাই মনে হতে পারে, এই ভিনদেশিরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে সর্বনাশ হবে তাদের। অর্থাৎ এই ভোটাররা না থাকলে বাংলার মসনদে আর তৃণমূলের ফেরার জো নেই। যাঁরা বিজেপিকে ভোট দেন, তাঁদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা তো সংসদীয় গণতন্ত্রে গ্রাহ্য। তাহলে সেপথে হাঁটবে না কেন তৃণমূল?

আসলে ভিন্নমতের ভোটারদের পক্ষে টেনে আনার মতো কোনও নীতি বা মতাদর্শ কিছু নেই কোনও দলের। তাই হয় 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' অথবা ইভিএম ছিনতাই কিংবা রিগিং, বুথ দখল ইত্যাদিতে। সংসদীয় গণতন্ত্রে দলীয় অবস্থানের ধ্বজা তুলে ধরে প্রতিযোগিতায় যাওয়ার কোনও ধৈর্য বা ইচ্ছা ইত্যাদি কোনওটি কোনও দলের নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রার এও আরেক পথ।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

রিচাদের বিশ্বজয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

মেয়েরা পারে না এমন কাজ নেই। তাকে দাসী হিসেবে তাচ্ছিল্য বা দেবী হিসেবে মাথায় চড়ানোর প্রয়োজন নেই।

সেবন্তী ঘোষ

শেয়ার করা এক পোস্টে দেখি, প্রতিবেশী বাংলাভাষী দেশের অভিবাসী এক কন্যা লিখেছেন, ভারত দেশটাকে তিনি হিংসা করেন। দেশভাগ হয়ে আখেরে লাভ হয়েছে ভারতের। দু'পাশের দেশের মেয়েদের প্রতি ফতোয়া, কল্লা দেওয়া, এসব ভারতের মেয়েদের সহ্য করতে হয় না। ভারতের মেয়েরা যে কোনও ক্ষেত্রে তাদের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে। কথাটা আংশিক সত্য। সত্য এই কারণে যে, ভারতের গণতন্ত্রের চর্চার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সুসজ্জিত ছায়াঘেরা চা বাগান দেখে মন ভরে না কার? বলা হয় ওই চা বাগানের গড় তাপমাত্রা তার পাশের এলাকা থেকে সবসময় কম। কিন্তু ওই চা বাগানটি তৈরি করতে কত শ্রম আর সময় লেগেছে সেটা ভাবুন একবার? চা গাছের উপযোগী মাটি থেকে বহুতলের সহনশীল মাটি, এই রূপান্তর নাকি তেমন অনায়াসসাধ্য নয়। চা বাগান উপড়ে তাই নগর তৈরি বড় কঠিন। আজ যে শীতল ছায়ায় মোড়া মহার্ঘ বাগান, তার পিছনে বহু শ্রমিক-মালিকের হাড়ভাঙা খাটনি সহ কৃৎকৌশল আছে। তেমনই আমাদের দেশে গণতন্ত্রের অধিকার বা উত্তরাধিকার এতই গভীরে প্রোথিত যে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতোই বোঝা যায় না, সে কতদূর ভিতরে চারিয়ে গিয়েছে। এই অধিকার মানুষের আত্মমর্যাদা বোধ তৈরি করে ভিতর থেকে শিক্ষিত করে।

পার্শ্ববর্তী দুই দেশের সমস্যা তার সামরিক শাসন। রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলেই সেখানে আর্মির হস্তক্ষেপ দেখা যায়। এই পদ্ধতি মৌলবাদকে পুষ্ট করে। 'শৃঙ্খলা' শব্দটির ভিতরে আছে শৃঙ্খলের কথা। যদি সে শৃঙ্খলার মধ্যে সযত্নের গ্রহণ-বর্জন থাকে, সহানুভূতির সংস্কার থাকে, তবে সে শৃঙ্খলা গ্রহণীয়। কিন্তু তথাকথিত সামরিক শৃঙ্খলার ভিতরে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সংবিধান প্রণেতারা এবং তার রূপায়ণে সফল নেতারা সেনাবাহিনীর পাশাপাশি আমলাদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত রেখেছেন। এই আমাদের আশীর্বাদ। এই কারণে চাইলেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরিয়ে আমাদের দেশে হঠাৎ করে সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আম্বেদকর ছাড়াও অধুনা দু'বেলা তিরস্কার করা জহরলাল নেহরু ও তার কংগ্রেস দলের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

এছাড়াও আরও একটি বড় বিষয়, বিভিন্ন জাতিধর্ম মিশ্রিত, বিপুল কলেবর সম্পন্ন এই বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডটির ভৌগোলিক অবস্থা। প্রাকৃতিক কারণেই তার খাদ্য, পোশাক, সংস্কৃতি বহুবিধ। ঠান্ডায় জমে যাওয়া পাহাড়ে যারা থাকছে, সমুদ্রতটের উষ্ণতায় যারা স্নাত হচ্ছে, ভেজা বা শুষ্ক অরণ্যে যারা বন্যজন্তুর মোকাবিলা করছে, মরুভূমির বালিঝড়ে উটের পিঠে মুখ গুঁজছে, তারা সবাই এক দেশের বাসিন্দা, এটাই আমাদের অন্যতম ইউএসপি। আপাতভাবে এই জগাখিচুড়ি অবস্থায় গোলমাল বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এর একটি সুবিধার দিক, এক দেশে থেকেও পরস্পরের পছন্দ-অপছন্দ রক্ষা করা যায়। তাই গোবলয়ের কন্যা ভ্রূণহত্যা আর পরিবারের হাতে সম্মান রক্ষায় খুন, উত্তর-পূর্বে কোনও ছাপ ফেলে না। বাঙালি, অসমিয়া, খাসি, মণিপুরি, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকার মেয়েরা দীর্ঘকাল ধরেই স্বাধীনচেতা। কেউ রসনায়, কেউ প্রহারে, এক ঘা পেলে ১০ ঘা দিয়ে ছাড়ে!

এইভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যেমন অপছন্দের দূরত্ব রাখা যায়, তেমন আবার এক দেশ হওয়ার কারণে সমান অধিকার অর্জনের ইচ্ছা জাগে। পরিশ্রম নিয়ে আসে সাফল্য। সাফল্য প্রশ্ন করার স্পর্ধা জোগায়। মনে হয়, একই দেশের অন্য রাজ্যে মেয়েরা যে কাজটি করতে পারছে, সেটি তারা কেন পারবে না? বিশেষ করে যখন তারা কঠোর অনুশীলন জাত দক্ষতায় সমালোচক, নিন্দুকের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। এভাবেই নানা সমীকরণে হরিয়ানার মতো কড়া পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন রাজ্যের গ্রামে, মফসসলে কুস্তিগির মেয়েদের দেখতে পেয়ে যাই আমরা। বছর ত্রিশেক আগেও কল্পনায় আনতে পারতাম না, শক্ত চোয়ালের জাঠ পুরুষের এলাকা, হরিয়ানার মেয়েরা গায়ে মাথায় ধুলো কাদা মেখে শরীরী বিক্রমে, অজস্র চোখের সামনে স্বেদসিক্ত যুদ্ধ করে চলেছে।

গণতন্ত্রের, বহুত্বের এই চর্চা, অনুশীলন আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব ধরনের মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেছে। ক্রমশ কমলেও অন্যায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে এখনও কথা বলে চলেছেন সাধারণ নাগরিক। প্রতিকার হয়তো সব ক্ষেত্রে হচ্ছে না কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শুনতে বাধ্য হচ্ছেন। যেটা তাঁরা ভেবেছিলেন সেই 'ভিনি ভিডি ভিসি' এদেশে এখন সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। মেয়েরা, যে যেদিকে যতটুকু স্বাধীনতা পেয়েছে, কোনও মূল্যেই এখন আর ছাড়তে রাজি নয়। তাদের ঘরে ঢোকাবার চেষ্টা করলেও এই দেশে সেটা সম্ভব নয় আর। আজ এই ভারতের ক্রিকেট খেলা মেয়েদের বিশ্বজয় বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। এ এক ধারাবাহিক উত্তরণের কাহিনী। বলা যায়, বহু মানবীর বহু প্রয়াস, ব্যর্থতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পের প্রতীক। রিচা ঘোষ উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি তথা আমাদের এলাকার এক গর্ব মাত্র নয়, সে ভারতের সেইসব মেয়েদের প্রতিনিধি, যারা দেখিয়ে এসেছিল যে পুরুষ ও নারীর শারীরিক গঠনে তফাত ছাড়া আর বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। এ ওকে ছোট করে দেখানোয় মহত্ত্ব নেই কোনও। মেয়েরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। নেই পুরুষের সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতা। তাকে দেবী করে মাথায় চড়াবার কোনও প্রয়োজন নেই, দাসী করে রাখার তুচ্ছতাচ্ছিল্যের অধিকার নেই।

ভারতের ক্রিকেট খেলা মেয়েদের বিশ্বজয় বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। এ এক ধারাবাহিক উত্তরণের কাহিনি। বলা যায়, বহু মানবীর বহু প্রয়াস, ব্যর্থতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পের প্রতীক। রিচা ঘোষ উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি তথা আমাদের এলাকার এক গর্ব মাত্র নয়, সে ভারতের সেইসব মেয়ের প্রতিনিধি, যারা দেখিয়ে এসেছিল যে পুরুষ ও নারীর শারীরিক গঠনে তফাত ছাড়া আর বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। এ ওকে ছোট করে দেখানোয় মহত্ত্ব নেই কোনও।

হার আর জিতের মধ্যে বড় একটি তফাত আছে। ডায়না এদুলজি বা ঝুলন গোস্বামী কম বড় ক্রিকেটার নন। কিন্তু তাঁরা এককভাবে খ্যাতনামা। সেভাবে তাঁরা হয়তো তাঁদের মতো করে দল পাননি। পিছনে জয় শা, বিপণন বা ভাগ্য বা তৎকালীন জনসাধারণের মানসিকতা- যে কোনও কারণই থাকুক না কেন, রিচারা বিশ্বজয়ী হয়েছেন। যতদিন অবধি আপনি চেষ্টা করে যাবেন, কিন্তু প্রার্থিত সাফল্য পাবেন না, ততদিন চিত্র একরকম থাকে। এই জয় মেয়েদের ক্রিকেটকে যে সম্ভ্রমের আসনে বসিয়ে দিল, সেটা প্রায় একটা যুগ পরিবর্তনের মতো। এখনও মনে আছে কলকাতায় রুবি পার্কের সামনে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে দেখছি, দেওয়ালে বড় বড় করে ঝুলনের নামে বিতর্কিত কুমন্তব্য। সেই প্রথম আমি ঝুলন গোস্বামীর নাম শুনি। তারপর থেকে তাঁর খেলার খবর রাখতে শুরু করি। ঝুলন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়ে অনেক আগেই তার উত্তর দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজ সংঘবদ্ধভাবে একটা গোটা দল যেভাবে আমাদের, বিশেষ করে মেয়েদের জিতিয়ে আনল, তাতে আগামীদিনে ওই ধরনের মন্তব্য লেখার স্পর্ধা হবে না কারও।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯২৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১০

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

আজ আমার জওহরলাল নেহরুর কথাগুলি মনে পড়ছে। ইতিহাসে এই মুহূর্ত বিরল। একটা যুগ শেষ হল। দীর্ঘদিন চেপে রাখা একটা জাতির আত্মা নতুন ভাষা খুঁজে পেল। নতুন যে যুগ তৈরি হবে, তাতে নিউ ইয়র্কবাসী নেতৃত্বের কাছে প্রাপ্তির আশা করতে পারবেন।

\- জোহরান মামদানি
(নিউ ইয়র্কের নতুন মেয়র)

ভাইরাল/১

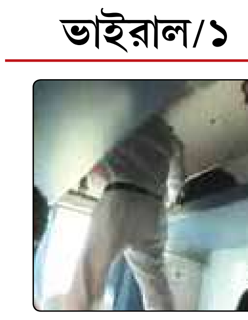

পাটনা-কোটা এক্সপ্রেসে আরএসি টিকিট ছিল এক ব্যক্তির ও এক বৃদ্ধার। দুপুরে বৃদ্ধার সিট ছাড়ার কথা ছিল। তিনটে বেজে গেলেও তিনি ছাড়েননি। বৃদ্ধা না ওঠায় চেন টেনে ট্রেন থামান ওই ব্যক্তি। হতবাক সহযাত্রীরা।

ভাইরাল/২

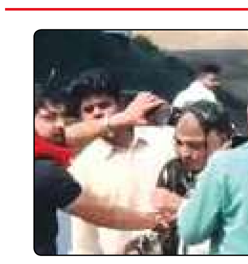

এক প্রবীণ চিকিৎসকের মুখে কালি লেপে দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল। ওই চিকিৎসক মধ্যপ্রদেশের সিধির সরকারি হাসপাতালে কাজ করার পর নিজের ক্লিনিক চালাতেন। স্থানীয় এক নেতা ও তাঁর শাগরেদরা ওই চিকিৎসককে গালিগালাজ করেন, হুমকি দেন ও পরে তাঁর মুখে কালি লেপে দেন।

জনমন জনমত

এই জয় মেয়েদের স্বপ্নের জয়

ওরা পেরেছে! আমাদের মেয়েরা বিশ্বজয়ী।

মনে রাখতে হবে, এ শুধু বিশ্বকাপ জয় নয়, এ এক বিপ্লবের জয়। এ জয় সেইসব মেয়ের, যারা ভোরের আলো ফোটার আগেই কিটব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত আর সমাজের বাঁকা চাহনিকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাত প্রতিদিন। এ জয় সেইসব মা-বাবার, যাঁরা শত বাধা সত্ত্বেও তাঁদের মেয়েদের স্বপ্নকে ডানা মেলতে দিয়েছেন।

এই মুহূর্তটার জন্য ঠিক কত রাতের অপেক্ষা, কত ঘাম আর রক্তের সাধনা, তার হিসেব কেউ রাখেনি। কিন্তু রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে যখন শেষ ক্যাচটা লুফে নিলেন হরমনপ্রীত কাউর, তখন সবার হৃৎস্পন্দন যেন এক লহমায় থমকে দাঁড়াল।

মনে পড়ছে সেই ২০১৭ সালের ফাইনালের কান্না, সেই হারের যন্ত্রণা যেন এক নিমেষে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি বর্মা, রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রডরিগেজ শুধু নন, ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্য, কোচ থেকে সাপোর্টিং স্টাফরা প্রত্যেকে প্রমাণ করলেন তাঁরা একেকজন যোদ্ধা। সেইসঙ্গে এটাও প্রমাণ হল, নারীশক্তি আসলে অদম্য, অপ্রতিরোধ্য।

এমন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ বহুদিন দেখিনি। কখনও মনে হয়েছে জয় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই বাঘিনীদের মতো ফিরে এসেছেন আমাদের মেয়েরা। লরা উলভারডটকে দেখে ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল নিজের শতরানের সঙ্গে হাতের কাছ থেকে নিজের টিমের জয়টাও ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। তারপরেই আমনজ্যোতের সেই অবিশ্বাস্য ক্যাচ, যা প্রায় ফসকে যেতে যেতেও হাতে আটকে গেল। এই ক্যাচ দীর্ঘদিন মনে থাকবে। কিংবা যে বিদ্যুৎগতির রান আউটে ব্রিটসকে ফিরিয়ে দিলেন আমনজ্যোত সেটাও কি ভোলা যাবে? রিচার বিশাল একেকটা ছয়, দীপ্তির পাঁচ উইকেট কিংবা ফাইনালে দলকে তোলার পর জেমিমা রডরিগেজের সেই কান্না- এই সবকিছুই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকল।

আমাদের মেয়েদের এই জয় উদযাপনের। আমাদের মেয়েদের এই জয় বাঁধভাঙা আনন্দের। রবিবারের ফাইনালের প্রতিটি ফ্রেম ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই ট্রফি শুধু বিশ্বকাপ জয়ের নয়, এই ট্রফি লক্ষ লক্ষ মেয়ের স্বপ্নের প্রতীক।

এই জয় ভারতের ঘরে ঘরে থাকা সেই প্রতিটি ছোট্ট মেয়েটিকে সাহস জোগাবে, যে কাল হয়তো প্রথমবার ব্যাট হাতে তুলে নেবে। এই জয় প্রমাণ করল, স্বপ্ন দেখলে তা সত্যি হয়। আমাদের মেয়েরা আজ বিশ্বসেরা। এই আবেগ, এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এ কেবলই অনুভবের।

আর এই লেখার মাধ্যমেই আমাদের সোনার মেয়ে রিচাকে বলব- প্রিয় রিচা, তাড়াতাড়ি শিলিগুড়ি এসো। তোমার শিলিগুড়ি অধীর আগ্রহে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

অরিন্দম ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

'ঘোস্টিং'-এর যুগে প্রেমের গল্প

যোগাযোগের অভাব নয়, বরং অতিরিক্ত যোগাযোগের ক্লান্তিতে ভালোবাসা আজ কৃত্রিম। তবু সবটাই হতাশার নয়।

রুদ্র সান্যাল

একসময় প্রেম মানেই ছিল অপেক্ষা- একটা চিঠি, একটা ফোনকল, কিংবা দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি। আজ প্রেমের যোগাযোগ অনেক সহজ, অথচ সম্পর্কগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি ভঙ্গুর। আধুনিক প্রেমের অভিধানে নতুন একটি শব্দ যুক্ত হয়েছে -'ঘোস্টিং'। যার অর্থ, হঠাৎ করে কারও জীবনের যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। কোনও ব্যাখ্যা নেই, কোনও বিদায় নেই- শুধু নিঃশব্দ অন্তর্ধান। ডিজিটাল যুগে সম্পর্ক শুরু যেমন দ্রুত হয়, তেমনি শেষও হয় বিনা সংকেতে। একদিন যিনি রাত জেগে চ্যাট করতেন, সকালবেলা 'গুড মর্নিং' পাঠাতেন, হঠাৎই একদিন আর রিপ্লাই দেন না। ফোন করলেও ধরেন না, মেসেজে শুধু নীল টিক, কোনও উত্তর নেই। এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নতুন যুগের মানসিক জটিলতা।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ঘোস্টিং কেবল সম্পর্কের সমাপ্তি নয়, এটি এক ধরনের আবেগিক সহিংসতা। প্রিয় মানুষটি হঠাৎ হারিয়ে গেলে যে শূন্যতা, অপরাধবোধ ও অস্থিরতা তৈরি হয়, তা প্রভাব ফেলে আত্মসম্মানে ও আত্মবিশ্বাসে। অনেক সময় মানুষ ভাবতে থাকে -'আমি কি কিছু ভুল করেছিলাম?' অথচ, আসল কারণ হয়তো অন্যজনের মানসিক অনিশ্চয়তা বা দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা।

সামাজিক মাধ্যমের সহজ সংযোগ মানুষকে দিয়েছে এক মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ-চাইলেই কারও জীবনে প্রবেশ, আবার চাইলেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। কিন্তু এই সহজলভ্যতা সম্পর্ককে করেছে ভঙ্গুর ও অসহিষ্ণু। যোগাযোগের অভাব নয়, বরং অতিরিক্ত যোগাযোগের ক্লান্তি আজকের ভালোবাসাকে করে তুলছে কৃত্রিম।

ছবি : এআই।

তবু সবটা হতাশার নয়। নতুন প্রজন্ম সম্পর্ক নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মসচেতন। অনেকেই এখন 'ঘোস্টিং'-এর পর আত্মমর্যাদাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, মানসিক সীমারেখা টানছে, এবং বুঝতে শিখছে- ভালোবাসা মানে শুধু পাওয়া নয়, বরং শ্রদ্ধা, দায়বদ্ধতা ও সাহসিকতার নাম।

একইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, অনেক তরুণ-তরুণী এখন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিচ্ছেন-'ডিটক্স' নিচ্ছেন নিজের মানসিক শান্তির জন্য। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন, ভার্চুয়াল সংযোগের ভিড়ে প্রকৃত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠছে। তাই আজকের দিনে প্রেম মানে হয়তো কম কথায় বেশি বোঝাপড়া, কম বার্তায় বেশি উপস্থিতি।

কেউ কেউ আবার নিজের ভেতরের শূন্যতাকে লেখালেখি, সংগীত বা ভ্রমণের মাধ্যমে ভরাট করতে শিখছেন। এই আত্ম অন্বেষার সময়টিই হয়ে উঠছে নতুন শুরু করার সাহস। কারণ প্রতিটি সম্পর্কের সমাপ্তি মানেই এক নতুন আত্মবোধের জন্ম। ভালোবাসা হারালেও, নিজেকে ফিরে পাওয়া- এটাই হয়তো আজকের যুগের সবচেয়ে পরিণত রোমান্স। ভালোবাসা এখন আর কেবল দুজন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আত্মসম্মান, সচেতনতা ও সহমর্মিতার এক নতুন ভাষা। সম্পর্কের ভাঙনও তাই শিক্ষা দেয়- কীভাবে নিজেকে ভালোবাসতে হয় এবং আবার নতুনভাবে শুরু করতে হয়।

সময়ের সঙ্গে সম্পর্কের ভাষা বদলেছে, কিন্তু আবেগের প্রয়োজন এখনও একইরকম। কেউ যদি হঠাৎ হারিয়ে যায়, তবু ভালোবাসার সত্যিকারের শক্তি থাকে সংলাপে, বোঝাপড়ায়, এবং বিদায়ের সাহসে। ঘোস্টিং হয়তো এক যুগের বাস্তবতা, কিন্তু হৃদয়ের গল্প এখনও অপেক্ষায়- একটা সৎ বার্তার, একটা শেষ কথার, একটা মানুষের সত্যিকারের উপস্থিতির জন্য।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৫

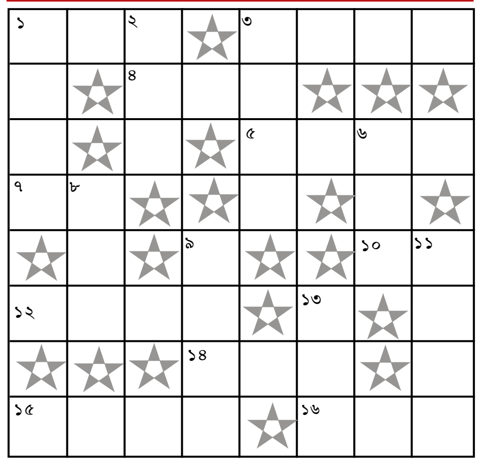

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। মজবুত ও টেকসই ৪। সূর্য ৫। আকস্মিক চঞ্চলতা বা ব্যস্ততারভাব ৭। কপালের দুই পাশ, কপালের দুই পাশের নাড়ি ১০। ব্যাঙ্গার্থে বা তুচ্ছার্থে বক ১২। নাকে পরবার অলংকারবিশেষ ১৪। প্রতারক, ব্যাধ, মাকড়শা, জেলে ১৫। স্বদেশ থেকে দূরীকরণ, নির্বাসন ১৬। হুঁশ, খেয়াল, মনোযোগ।

উপর-নীচ : ১। আগুন, আগুনের অধিদেবতা ২। পানের সঙ্গে খাওয়ার উপকরণ ৩। চাঁদ ৬। প্রভু, কর্তা ৮। দৈবজ্ঞ, গন্যকার, জ্যোতিষী ৯। বিবিকে প্রিয় সম্বোধন ১১। সাপের ওঝা, বিষবৈদ্য ১৩। গাড়ি, যান, দৈত্যবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৮৪

পাশাপাশি : ২। বন্দিশালা ৫। দজ্জাল ৬। মতবিরোধ ৮। ইতি ৯। পর ১১। নগরপাল ১৩। ঢাউস ১৪। তুকতাক।

উপর-নীচ : ১। বদরাগি ২। বল ৩। শাশ্বত ৪। অবোধ ৬। মতি ৭। বিবর ৮। ইয়ার ৯। পল ১০। সরসর ১১। নচেৎ ১২। পাবক ১৩। ঢাক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পানমশলার প্যাঁচে সলমন

জয়পুর, ৫ নভেম্বর : বিভ্রান্তিকর পানমশলার বিজ্ঞাপনে আইনের প্যাঁচে পড়লেন সলমন খান। বলিউডের সুপারস্টারের বিরুদ্ধে রাজস্থানের কোটার ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা ও আইনজীবী ইন্দর মোহন সিং হানি।

কোটার ক্রেতা সুরক্ষা আদালত অভিনেতা ও বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারী সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়ে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে আনুষ্ঠানিক জবাব চেয়েছে।

বিজ্ঞাপনে পণ্যটিকে জাফরান মিশ্রিত এলাচ বা পানমশলা বলা হয়েছে। অভিযোগকারী ইন্দর মোহন সিং হানির দাবি, তাতে গ্রাহকরা বিভ্রান্ত। যেখানে এক কেজি জাফরানের দাম প্রায় ৪ লক্ষ টাকা, সেখানে মাত্র ৫ টাকায় জাফরান থাকা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। পানমশলা নিতে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতেই এই বিজ্ঞাপন, যা মুখের ক্যানসারের একটি প্রধান কারণ।

অভিযোগকারী এও বলেছেন, ‘সলমন খান অনেক মানুষের আদর্শ। আমরা কোটা কনজিউমার কোর্টে অভিযোগ দায়ের করেছি। অন্য দেশের চলচ্চিত্র তারকারা ঠান্ডা পানীয় নিয়েও প্রচার করেন না। অথচ এখানে তামাক, পানমশলা নিয়ে প্রচার চলছে। আমার অনুরোধ তরুণ প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা ছড়াবেন না। কারণ পানমশলা মুখের ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ।’

হিন্দু পুণ্যার্থীকে ফেরাল পাক

ইসলামাবাদ ও অমৃতসর, ৫ নভেম্বর : ধর্মীয় পরিচয়ে কোপ বসাল পাকিস্তান। বুধবার গুরু নানকের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১২ জন হিন্দু তীর্থযাত্রীকে পাকিস্তানে ঢুকতে দিলেন না পাক কর্তৃপক্ষ। দলটি মঙ্গলবার আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। তখন তাঁদের ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছিল। এদিন তাঁদের অভিবাসন কাউন্টারে আটকে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, পুণ্যার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে তাঁদের হিন্দু পরিচয়কেই দায়ী করা হয়েছে। ১,৯৩২ জন সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। শেষমেশ ১২ জন আটকে গেলেন। ফিরে আসা তীর্থযাত্রীদের একজন বলেছেন, ‘আমরা শিখ জাঠায় যোগ দিয়েছিলাম। শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে আমাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। পাক আধিকারিকরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই জাঠায় আপনারা কী করবেন?’ ওই পুণ্যার্থীদের অভিযোগ, তীর্থযাত্রীদের বাসের ভাড়া ফেরত দেওয়া হয়নি। অমৃতসরের আধিকারিকরা বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেছেন।

ভোটে অ্যাটর্নি জেনারেল

ঢাকা, ৫ নভেম্বর : ইস্তফা দিয়ে ভোটে লড়ার কথা ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ আসাদুজ্জামান। বুধবার নিজের দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমি ভোটে প্রার্থী হব। পদত্যাগ করে নির্বাচনে যাব।’ ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে প্রার্থী হবেন বলে জানিয়েছেন আসাদুজ্জামান। ওই আসনে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। ফলে বিদায়ি অ্যাটর্নি জেনারেল যে বিএনপির টিকিটে প্রার্থী হচ্ছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। যদিও এদিন পর্যন্ত বিএনপির তরফে আসাদুজ্জামানকে প্রার্থী করার ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল হন আসাদুজ্জামান। তার আগে বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন তিনি।

জাকিরের সফর নিয়ে ধোঁয়াশা

ঢাকা, ৫ নভেম্বর : বিতর্কিত ধর্মগুরু জাকির নায়েকের বাংলাদেশ সফর নিয়ে ধোঁয়াশা ক্রমে গাঢ় হচ্ছে। ভারত থেকে পলাতক জাকির বাংলাদেশে এলে তাকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সাউথ ব্লক। মোদি সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হতেই নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সেদেশের সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে একাধিক সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কথা বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত জাকির নায়েককে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেবে না ইউনূস সরকার। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, জাকির নায়েকের বাংলাদেশ সফর নিয়ে সরকারের কাছে কোনও আবেদন জমা পড়েনি। যদিও যে সংস্থা বিতর্কিত ধর্মগুরুকে বাংলাদেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছে তারা অবশ্য দাবি করেছে, সরকারের তরফে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই তারা জাকির নায়েককে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

ভোট চুরির অভিযোগে বিজেপি-ইসিকে নিশানা

রাগার হাইড্রোজেন বোমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : বিহারের প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগের দিন দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিশ্রুত ‘হাইড্রোজেন বোমা’ ফাটালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ২০২৪ সালের হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি, ভুয়ো ভোটের রমরমা এবং নির্বাচন কমিশনের নীরব ভূমিকার অভিযোগ তুলে তিনি তীব্র বিতর্কের জন্ম দিলেন। তাঁর দাবি, হরিয়ানার ভোটে ব্রাজিলীয় মডেল ম্যাথুজ ফেরেরোর ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন নামে অন্তত ২২ বার ভোট দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধি। বুধবার দিল্লিতে।

রাহুল জানান, হরিয়ানায় দু’কোটি ভোটারের মধ্যে অন্তত ২৫ লক্ষ ভোটার ভুয়ো। মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশই জাল। সেই জাল ভোটকে ব্যবহার করেই বিজেপি হরিয়ানায় সরকার গড়েছে। তিনি বলেন, ‘হরিয়ানায় প্রতি আটজন ভোটারের একজন ভুয়ো।’ তাঁর অভিযোগ, অনেক ভোটার আছেন যাঁদের একসঙ্গে হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ দু’টি রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এবং এঁদের মধ্যে বহু বিজেপি নেতা ও কর্মীও রয়েছেন। এমনকি এমন বাড়ির উল্লেখ রয়েছে যেখানে ৫০১ জন ভোটার নিবন্ধিত, কিন্তু সেই বাড়ি বাস্তবে কাগজ ছাড়া কোথাও নেই।

রাহুল গান্ধি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন গোটা বিষয়টি জানত। বিজেপি এবং কমিশনের মধ্যে আঁতাত ছিল বলেই প্রায় সব বুথফেরত সমীক্ষা কংগ্রেসের জয়ের ইঙ্গিত দিলেও ফল বেরোয় সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। গত অগাস্টে তিনি জানান, আরও বড় বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনা হবে যা ‘হাইড্রোজেন বোমা’র মতোই মারাত্মক।

রাহুলের অভিযোগের জবাবে নির্বাচন কমিশন জানায়, হরিয়ানার ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও সরকারি অভিযোগ জমা পড়েনি। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে মাত্র ২২টি নির্বাচনি আবেদন বিচারাধীন রয়েছে। হরিয়ানার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকও জানান, ২০২৪ সালের নির্বাচনের পরে মোট ২৩টি সরকারি অভিযোগ জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ২২টি এখনও বিচারাধীন। কমিশনের প্রশ্ন, যদি সত্যিই ২৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটার থাকে, তাহলে সরকারিভাবে অভিযোগ এত কম কেন? শুধু তা-ই নয়, কমিশনের সূত্রের আরও প্রশ্ন, রাহুল গান্ধি কি তবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে সমর্থন করছেন?

এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু রাহুলের দাবিকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের ফল কংগ্রেসের পক্ষে না এলেই রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশন ও ইভিএমকে দোষারোপ করেন। ভোটার তালিকায় কোনও অসঙ্গতি থাকলে কংগ্রেসের উচিত কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি ভারতের যুবসমাজ, বিশেষ করে জেন-জি প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে ভোটের প্রতি সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘সত্য ও অহিংসার পথ ধরে এগিয়ে আসুন এবং বৃহৎ সংখ্যায় ভোট দিন। ভোট চুরিকে হারাতে এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র আপনার ভোট।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটা শুধু একটি রাজ্য বা ভোট নয়, ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। আমাদের কাছে ১০০ শতাংশ প্রমাণ রয়েছে যে কংগ্রেসের সম্ভাব্য জয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এমন তথ্যও আমাদের হাতে আছে যে একজন মহিলা দুটি কেন্দ্র মিলিয়ে ২২ বার ভোট দিয়েছেন।’

বাংলায় মনরেগা চালুর পথে কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ আবেদন খারিজ হওয়ার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প (মনরেগা) বিশেষ শর্তে ফের চালু করার পথে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। দীর্ঘ তিন বছর নিষেধাজ্ঞার পর এবার রাজ্যে প্রকল্পটি চালু করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতারা বারবার এই প্রকল্প চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। বিষয়টা পরে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। গত ২৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের বিশেষ আবেদন খারিজ করে দেয়। যা কলকাতা হাইকোর্টের গত ১৮ জুনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছিল। যেখানে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, ২০২৫ সালের ১ অগাস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা প্রকল্প কার্যকর করতে হবে।

জানা গিয়েছে, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে জানিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা ‘বিশেষ শর্তের অধীনে’ চালুর বিষয়টি তারা বিবেচনা করতে পারে। এই বিষয়ে পিএমও ইতিমধ্যেই একটি বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে।

হাইকোর্ট কেন্দ্রকে রাজ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ‘বিশেষ শর্ত’ আরোপ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। আদেশে বলা হয়েছিল, ‘কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চাইলে বিশেষ শর্ত, বিধিনিষেধ এবং নিয়মাবলি আরোপ করতে পারবে, যা দেশের অন্যান্য রাজ্যে আরোপ করা হয়নি। যাতে ২০২৫ সালের অগাস্ট থেকে প্রকল্পটি কার্যকর করার সময় কোনও অবৈধতা বা অনিয়ম না ঘটে।’ মনরেগা আইনের ২৭ নম্বর ধারার আওতায় ২০২২ সালের ৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পের তহবিল রিলিজ স্থগিত করে কেন্দ্র। কারণ হিসেবে জানানো হয়, রাজ্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মানেনি।

ম্যাথুজ ফেরেরো।

ব্রাজিলীয় মডেলের ২২ ভোটার কার্ড

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : কোথাও সীমা, কোথাও সুইটি, কোথাও রেশমি, আবার কোথাও সরস্বতী। নাম আলাদা, কিন্তু ছবি একজনের। তবে ছবির ব্যক্তি নাকি ভারতীয়ই নন। ব্রাজিলের বাসিন্দা। পেশায় মডেল। নাম ম্যাথুজ ফেরেরো। হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করতে গিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল জানান, ব্রাজিলের ওই মডেলের ছবি ব্যবহার করে আলাদা আলাদা নামে অন্তত ২২টি

বিতর্কে হরিয়ানা বিধানসভা ভোট

ভোটার কার্ড তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ, এদেশের নাগরিক নন এমন একজনের ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ভোট পড়েছিল ২২টি। ১০টি আলাদা বুথে সেগুলি পড়েছে।

রাহুলের দাবি, এই ধরনের কারচুপি হরিয়ানায় ভূরিভূরি হয়েছে। নয়তো গত বিধানসভা ভোটে সেখানে নির্ণায়ক জয় পেত কংগ্রেস। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এদিন ব্রাজিলীয় মডেলের যে ছবি রাহুল প্রকাশ্যে এনেছেন, সেটি ২০১৭ সালের ২ মার্চ আনস্প্লাশ নামে একটি প্ল্যাটফর্মে আপলোড করেছিলেন ফোটোগ্রাফার ম্যাথিউস ফেরেরো। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ওম্যান ওয়্যারিং ব্লু ডেনিম জ্যাকেট’। এটি ৫ কোটি ৯০ লক্ষ বারেরও বেশি দেখা হয় এবং ৪ লক্ষ বারের বেশি ডাউনলোড করা হয়েছে। ‘ওপেন’ লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ায় কেউ চাইলেই সেটি ডাউনলোড করতে পারেন।

হাওড়ামুখী কালকা মেলের ধাক্কা, মৃত ৬

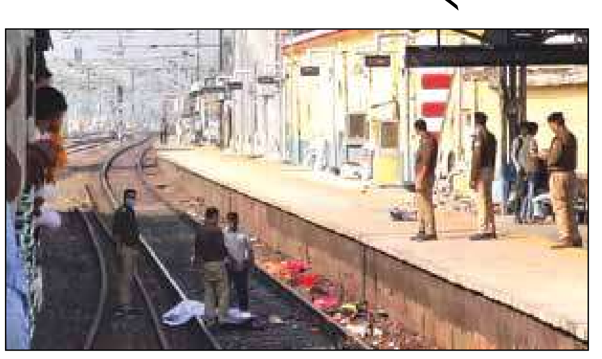

লখনউ, ৫ নভেম্বর : রেললাইন পেরোতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন কিছু মানুষ, যাঁদের প্রায় সবাই মহিলা ও শিশু। রেললাইন ধরে হাঁটতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল অন্তত ৬ জনের। বুধবার সকালে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ঘটনাটি ঘটে।

বুধবার সকালে গঙ্গাস্নানের পর চোপান থেকে বারাণসী যাচ্ছিলেন একদল পুণ্যার্থী। চুনার জংশনে রেললাইন পার হওয়ার সময় তাঁদের উপর দিয়ে চলে যায় হাওড়া-কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চোপান-প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোলে ভিড়ের কারণে কিছু যাত্রী বিপরীত দিকের লাইনে নেমে পড়েন। ঠিক তখনই পাশের লাইনে এসে পড়ে দ্রুতগামী নেতাজি এক্সপ্রেস। পুরুষ যাত্রীরা কোনওরকমে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়লেও উঠতে পারেনি শিশু ও মহিলারা। ট্রেনের ধাক্কায় দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় প্রত্যেকের। প্রায় ৫০ মিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে দেহাবশেষ। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন সবিতা (২৮), সাধনা (১৬), শিব কুমারী (১২), অঞ্জু দেবী (২০), সুশীলা দেবী (৬০) ও কলাবতী (৫০)। তাঁরা কার্তিক পূর্ণিমার স্নানে যোগ দিতে মির্জাপুর যাচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শোকপ্রকাশ করে তৎক্ষণাৎ ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

উপত্যকায় ‘অপারেশন ছত্রু’

শ্রীনগর, ৫ নভেম্বর : সাতসকালে গুলির লড়াই শুরু হল জম্মু ও কাশ্মীরে। বুধবার ভোর থেকে নিরাপত্তা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয় কিস্তোয়ার জেলার প্রত্যন্ত ছত্রু এলাকায়। রাতেও অভিযান চলছে। প্রাথমিকভাবে খবর, জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে গুরুতর চোট পেয়েছেন এক জওয়ান। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কিস্তোয়ারের নাইরগামের কলাবন জঙ্গলে একজন জঙ্গির আশ্রয় নেওয়ার খবর পেয়ে বুধবার ভোরে ছত্রু এলাকায় তল্লাশি অভিযানে যায় সেনার হোয়াইট নাইট কোর এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। সেনা সূত্রে খবর, তিন জঙ্গি ওই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গলে ঢুকে তল্লাশি চালানোর সময় বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা গুলি চালায় বাহিনীও। এরপর দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। সেনার হোয়াইট নাইট কোর সমাজমাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছে, ‘হোয়াইট নাইট কোরের সেনারা জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে মিলে ছত্রুতে যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। এখনও অভিযান চলছে।’ স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘জঙ্গিরা স্থানীয় গ্রাম ও ঘন জঙ্গলের সুবিধা নিয়ে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।’

ছত্তিশগড়ে নিহত বেড়ে ১১

রায়পুর, ৫ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষে আগেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। এবার আরও বাড়ল মৃতের সংখ্যা। বুধবার সকাল পর্যন্ত ওই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ছত্তিশগড়ের বিষ্ণুদেও সাইয়ের সরকার। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদেরকেও ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার বিকেলের ওই দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখনও চিকিৎসাধীন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বিলাসপুরের জেলা শাসক সঞ্জয় আগরওয়াল জানিয়েছেন, আহতদের কয়েকজনকে ছত্তিশগড় ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (সিআইএমএস)-এ ভর্তি করা হয়েছে। বিলাসপুরের ইন্সপেক্টর জেনারেল সঞ্জীব শুক্লা জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে চারজন মহিলা। ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। ফলে ভিতরে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ গেবরা রোড এবং বিলাসপুরের মাঝে লালখাদানের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। রেলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণ করতে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার (সিআরএস) পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জয়ের পর মায়ের আদর। একফ্রেমে চিত্রপরিচালক মীরা নায়ারের সঙ্গে জোহরান মামদানি। বুধবার।

জোহরানের জয়ে মুখ পুড়ল ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্ক, ৫ নভেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখরাঙানিই সার। ভারতীয় চিত্রপরিচালক মীরা নায়ারের ছেলে যেন মেরুজ্যোতি ছড়ালেন আমেরিকায়। নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে নির্ণায়ক জয় পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই নেতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে যাচ্ছিলেন ট্রাম্প। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী জোহরান ভোটে জিতলে নিউ ইয়র্ক সিটির কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই হুমকি কাজে আসেনি। বুধবার প্রকাশিত ভোটের ফল বলছে, মামদানি পেয়েছেন ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট। ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী কুর্টিস স্লিওয়া ১০ শতাংশের কম ভোট পেয়েছেন। মামদানির ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেননি তিনি। তাঁকে টপকে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট।

আমেরিকার রাজনীতিতে বরাবর বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ধারক হিসাবে পরিচিত নিউ ইয়র্ক। ডেমোক্র্যাটদের শক্তঘাঁটি এই শহরের মেয়র নির্বাচনকে এবার মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত করেছিলেন খোদ ট্রাম্প। একাধিকবার ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন মামদানিকে। ধর্মীয় পরিচিতির প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন। কিন্তু সেসব মামদানির জয়ের পথে বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। নিউ ইয়র্কের জেন জি ভোট যে একচেটিয়াভাবে মামদানির ঝুলিতে গিয়েছে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। ১ জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসাবে শপথ নেবেন মামদানি। ৩৪ বছর বয়সি এই ভারতীয় বংশোদ্ভূতই হবেন গত ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে নিউ ইয়র্কের কনিষ্ঠতম মেয়র।

বিজয়োৎসবে নেহরুর ছায়া

> পুরোনোকে পিছনে ফেলে নতুনের পথে পা বাড়ালাম। একটি যুগের সমাপ্তি। আমাদের জাতির আত্মা নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে।
>
> **জোহরান মামদানি**

তিনিই হবেন নিউ ইয়র্কের প্রথম ইসলাম ধর্মাবলম্বী মেয়র।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানির জন্ম ১৯৯১ সালে উগান্ডার কাম্পালায়। তবে তাঁর বেড়ে ওঠা নিউ ইয়র্কে। বাবা উগান্ডার খ্যাতনামা লেখক মাহমুদ মামদানি। মাহমুদেরও শিকড় রয়েছে ভারতে। নির্বাচনি প্রচারে জীবনধারণের খরচ কমানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন মামদানি। যাঁরা ভাড়াবাড়িতে রয়েছেন, তাঁদের ভাড়া মকুবের কথা বলেছিলেন। মীরা-পুত্রের সেই আশ্বাসে ভরসা রেখেছেন নিউ ইয়র্কবাসী। এদিন ফল ঘোষণার পর মামদানির বিজয়োৎসব পালনেও দেখা গিয়েছে ভারতের ছায়া। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে উদ্ধৃত করেন তিনি। সমর্থকদের উদ্দেশে নিউ ইয়র্কের হবু মেয়র বলেন, ‘আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে জওহরলাল নেহরুর কথা মনে পড়ছে। এটা একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। আজ আমরা পুরোনোকে পিছনে ফেলে নতুনের পথে পা বাড়ালাম। একটি যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। আমাদের জাতির আত্মা নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে।’ এখানেই শেষ নয়। মামদানির বিজয়োৎসবে বেজেছে বলিউডি গান ‘ধুম মাচালে ধুম’। বিজয়োৎসবের সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে।

মামদানির বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে নিউ ইয়র্কবাসীকে হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘যদি নিউ ইয়র্ক একটি কমিউনিস্ট মেয়র বেছে নেয়, তাহলে আমি ওই শহরের জন্য ফেডারেল অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেব, যতক্ষণ না আইন আমাকে তা দিতে বাধ্য করছে।’ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মামদানি বলেন, ‘ট্রাম্প বুঝে গিয়েছেন নিউ ইয়র্কবাসী এবার পরিবর্তন চাইছেন। এই হুমকি শুধু আমার বিরুদ্ধে নয়, বরং নিউ ইয়র্কের মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা।’ চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন ট্রাম্প। শেষ হাসি হাসলেন মীরা-পুত্র।

ভারত-আমেরিকার ‘মজবুত’ ভবিষ্যৎ

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে ‘অত্যন্ত ইতিবাচক’ মনোভাবের কথা জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার এই তথ্য দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট। তাঁর বক্তব্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি ট্রাম্পের ভালোবাসা রয়েছে। ট্রাম্প তাঁকে সম্মান করেন। দুই নেতার মধ্যে প্রায়শই কথা হয়।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব জানিয়েছেন, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষায় ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য আলোচনা চলছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে প্রেসিডেন্টের। বাণিজ্য শুল্ক ও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার ব্যাপারে কিছু আলোচনা এখনও বাকি রয়েছে। ট্রাম্প সরকার কিন্তু সামগ্রিকভাবে দু’টি দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। সম্প্রতি ওভাল অফিসে দীপাবলির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মোদির সঙ্গে ফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, ‘দুই গণতান্ত্রিক দেশ আলোর উৎসবে গোটা বিশ্বকে আশার আলোয় আলোকিত করুক। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াক।’

ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন ফোনে কথা হওয়ার বিষয়টি কিন্তু

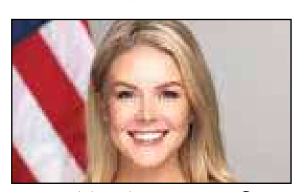
হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব।

মোদি এখনও স্বীকার করেননি। অথচ হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে, তাঁরা প্রায়শই কথা বলেন। বুধবার এই বিষয়েই প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে বলেছেন, ‘ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব যথেষ্ট রয়েছে।’

তারুণ্যের জয়

নিউ ইয়র্ক সিটি, ৫ নভেম্বর : জোহরান মামদানির জয়কে জেনজেড-এর নীরব প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাজনৈতিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন জোহরান। তাঁর প্রচারের মূল ফোকাস ছিল সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যা। তিনি নির্বাচনি প্রচারে জোর দিয়েছিলেন বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, সস্তায় আবাসন ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায়। কর্পোরেট ডোনারদের বদলে ছোট ছোট অঙ্কের অনুদান ও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের ওপর ভরসা করে মামদানি এক জনমুখী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধিতা, ইসলামফোবিয়া ও আর্থিক জবরদস্তিমূলক রাজনীতি যে নিউ ইয়র্ক সিটির মানুষ মানবেন না, তাঁরা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা মামদানিকে জয়ী করে। ভূমিকম্প ভূখণ্ডের অনেক কিছু বদলে দেয়। একইভাবে জেন জেডের তরফে মামদানিকে নির্বাচিত করার মধ্যে দিয়ে এক ভিন্ন ধরনের বিপ্লব সূচিত হল বলে মনে করা হচ্ছে।

সাধারণ মানুষকে কাছে টানতে বুদ্ধিমান মামদানি বাংলা, হিন্দি, উর্দুতেও প্রচার চালিয়েছেন।

উট-কর নিতে পুষ্করে করওয়ালা

জয়পুর, ৫ নভেম্বর : পুষ্কর মেলায় ঘোড়ার দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে এবার ঘোড়সওয়ার হয়ে মাঠে নেমেছেন সরকারি করওয়ালারাও।

ধর্মীয় ঐতিহ্য আর প্রাণবন্ত বাণিজ্যের এক জমজমাট কেন্দ্র পুষ্কর মেলা। প্রতি বছরই এই মেলা চলে আসে খবরের শিরোনামে, বিশেষ করে তার ঘোড়া ও উট বেচাকেনার জন্য। তবে এই বছর মেলায় যুক্ত হল নতুন মাত্রা—তা হল বস্তু ও পরিষেবা কর (জিএসটি)।

সূত্রের খবর, মেলায় যখন লক্ষ লক্ষ টাকার ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর লেনদেন চলছে, তখন কর ফাঁকি রুখতে এবং জিএসটি সংক্রান্ত নিয়মকানুন পালনে ব্যবসায়ীদের সহায়তা করতে রাজস্থান জিএসটি দপ্তরের একটি বিশেষ দল রীতিমতো

শিবির গেড়ে বসেছে।

পুষ্কর মেলায় একটি ভালো জাতের ঘোড়ার দাম অনায়াসে ৫০ হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায়। ফলে এই বিপুল আর্থিক লেনদেন স্বাভাবিকভাবেই জিএসটি কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। কর্মকর্তারা বলছেন, পশু বিক্রি, বিশেষত ঘোড়া বেচাকেনার ক্ষেত্রে জিএসটি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে। বিক্রেতারা অনেকেই জানেন না যে, এই বিক্রির ওপর কর প্রযোজ্য কি না এবং যদি হয়, তবে তার প্রক্রিয়া কী!

জিএসটি দল এই মেলা চলাকালীন ব্যবসায়ীদের সরাসরি সাহায্য করছে। তারা জিএসটি রেজিস্ট্রেশন, বিল তৈরি এবং কর সংক্রান্ত অন্যান্য জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াচ্ছে। এই পদক্ষেপকে অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এতে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে, তেমনই বড় ব্যবসায়ীরাও পারবেন আইনি জটিলতা এড়াতে। এই উদ্যোগে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলনের বিবরণ

ববিতা দে, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

প্রশ্ন :- বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর:- ঔপনিবেশিক শাসনকালে অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু। অর্থাৎ বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি। যারা চণ্ডাল, দলিত বা তপশিলি সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। অবিভক্ত বাংলায় অবহেলিত, অনুন্নত এই জাতির মানুষজন ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেই সময় স্বদেশি আন্দোলনের রাজনৈতিক উন্মাদনা ছিল তীব্র। যার ফলে বাংলায় নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীর সামাজিক সমস্যাগুলি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষ মাথাব্যথার কারণ ছিল না। ফলে উনিশ শতকে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের আর্থসামাজিক অধিকার অর্জনের চেষ্টা শুরু করেছিল। তারই ফলশ্রুতি ছিল বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন। যা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নমশূদ্র আন্দোলনের কারণ ও উদ্ভব :

ঔপনিবেশিক শাসনকালে বিবিধ কারণে বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণগুলি হল নিম্নরূপ-

সামাজিক অবহেলা:- তৎকালীন বাংলায় নমশূদ্র সম্প্রদায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অবহেলিত এবং অত্যাচারিত ছিল। সমাজে তাদের অচ্ছুত বলে মনে করা হত। ভয়ংকর এই সামাজিক ব্যাধি ও অসাম্য থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল নিম্নবর্ণের মানুষজন।

অপরিসীম দারিদ্র্য:- বাংলার নমশূদ্ররা ছিল প্রান্তিক কৃষিজীবী, ভূমিহীন কৃষক, জেলে, তাঁতি এবং দিনমজুর। চরম দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আকুল হয়ে উঠেছিল বাংলার অবহেলিত এই মানুষজন।

অর্থনৈতিক শোষণ:- উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, ব্রিটিশ সরকার ও তাদের অনুগত জমিদার, মহাজন শ্রেণি নমশূদ্র সম্প্রদায়ের উপর তীব্র শোষণ ও পীড়ন চালাত। জমির ফসল বলপূর্বক কেটে নেওয়া, জমির চারাগাছ নষ্ট করে দেওয়া ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে বাংলার নমশূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনে নামা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

সার্বিক দুর্দশা:- অশিক্ষা,

মাধ্যমিক ইতিহাস

অবহেলা, অচিকিৎসা, সামাজিক অমর্যাদা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব নমশূদ্রদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তার উপর মন্দিরে প্রবেশ, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত করা ইত্যাদি অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এই জাতিগোষ্ঠী। উক্ত কারণে ও সামাজিক মর্যাদার অন্বেষণে এই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

অনগ্রসরতা:- অশিক্ষা তো ছিলই, সঙ্গে চরম দারিদ্র্য নমশূদ্র সম্প্রদায়কে অনগ্রসরতার পঙ্কিল আবর্তে বেঁধে রেখেছিল। জমিজায়গা, শিক্ষা কিছুই তাদের ছিল না ফলে সমাজের ঘৃণিত কাজগুলি করে জীবনধারণ করতে হত।

আন্দোলনের পথ নির্বাচন এবং আন্দোলনের সূচনা :

বাংলার নমশূদ্র সম্প্রদায় নিজেদের আর্থসামাজিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সামাজিক আন্দোলনের পথ নির্বাচন করেছিল। উচ্চ ব্রাহ্মণ শ্রেণির দ্বারা অপমানিত হওয়ায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যতদিন তাদের সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া না হচ্ছে ততদিন তারা উচ্চ জাতিগোষ্ঠীর লোকদের কোনওরকম পরিষেবা প্রদান করবে না। বেশ কয়েকটি জেলাতেও নমশূদ্ররা সংগঠিত হতে শুরু করে এবং নমশূদ্রদের মধ্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নমশূদ্র আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, যোগেন্দ্র মণ্ডল, প্রমথনাথ ঠাকুর প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে এই সব নেতার নেতৃত্বে নমশূদ্ররা রাজনীতি সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

বাংলায় দলিত আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায় নমশূদ্র আন্দোলনকে। দীর্ঘসময়ব্যাপী এই আন্দোলনের ফলে নমশূদ্ররা বেশকিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন করে।

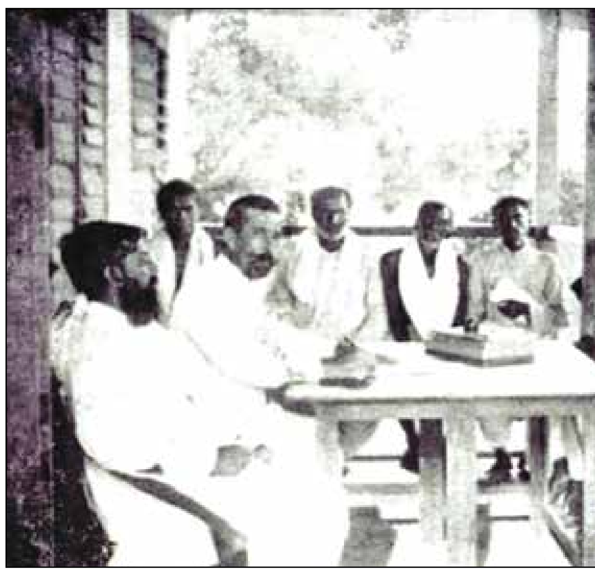

মতুয়া ধর্মের প্রসার :

পূর্ব বাংলায় ফরিদপুরের ওড়াকান্দিতে এক নমশূদ্র পরিবারে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের নিপীড়িত সম্প্রদায়কে তিনি নতুন জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর নমশূদ্রদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় ভক্তিবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁদেরই একটি অংশকে একত্রিত করে 'মতুয়া' নামে এক নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন! এই মতুয়া ধর্মকে কেন্দ্র করে নমশূদ্র আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। হরিচাঁদ ঠাকুর বলতেন 'খাও না খাও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চাই', 'মুখে নাম হাতে কাম চাই'।

হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া আন্দোলন ও মতাদর্শকে জোরদার করে তোলেন। শিক্ষাবিস্তার ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল ও হায়ার ইংরেজি স্কুল তৈরি করেন। উত্তর ২৪ পরগনায় 'মতুয়া মহাসংঘ' নামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এছাড়া নমশূদ্র আন্দোলনের বার্তা প্রচারের জন্য যাত্রা, পালাগান, সাপ্তাহিক 'মুক্তি' ইত্যাদির আয়োজন করেন।

আন্দোলনের বিকাশ :

বিংশ শতকে নমশূদ্র আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি :-

- ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে নমশূদ্রদের নিয়ে 'নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সম্মেলন' আহ্বান করে নমশূদ্রদের নিজস্ব সংগঠন ও তার মুখপত্র 'পতাকা' প্রকাশ করেন।
- পূর্ব প্রচলিত 'চণ্ডাল' নামের পরিবর্তে 'নমশূদ্র' নাম রাখার দাবি জানান নমশূদ্রদের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনায় এই দাবি স্বীকৃত হয়। তারা 'নমশূদ্র' নামে পরিচিত হয় ।
- ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নমশূদ্রদের একটি প্রতিনিধিদল ব্রিটিশ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে তাদের সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তির দাবি জানায়।

নমশূদ্র সংগঠন স্থাপন :

বাংলার সকল নমশূদ্রকে সংগঠিত করতে গুরুচাঁদ ঠাকুর 'নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। খুলনায় 'নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে 'উন্নয়নী সভা', 'বেঙ্গল নমশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন', 'নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সমিতি', 'বঙ্গীয় দলিত শ্রেণি সমিতি', 'নিখিল ভারত দলিত শ্রেণি সমিতি' গড়ে উঠেছিল। এইসব সংগঠনের মাধ্যমে নমশূদ্র আন্দোলন পুরোপুরি সংগঠিত আকার ধারণ করে। তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে। উপবীত ধারণ করে এবং ১১ দিনে অশৌচ পালনের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দাবিদাওয়া :

- আন্দোলন চলাকালীন নমশূদ্ররা ক্রমে রাজনৈতিক দিক থেকে নিজেদের দাবিদাওয়া জানাতে এগিয়ে আসে।
- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে সম্মতি জানায়।
- সামাজিক মর্যাদা আদায় ও আর্থিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে নমশূদ্র কৃষকরা প্রয়োজনে জমিদার, সরকারের বিরোধিতা করে, কখনওবা মুসলিমদের বিরোধিতা করে আন্দোলন গড়ে তোলে।
- নমশূদ্র আন্দোলনের নেতারা লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রাদেশিক আইনসভার দলিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধির দাবি জানায়। এমনকি স্বায়ত্তশাসনের সব অধিকারের দাবি করে।
- সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নমশূদ্ররা জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। কংগ্রেসকে উচ্চবর্ণদের সংগঠন বলে মনে করে কংগ্রেস থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে।

উপসংহার :

বাংলায় দলিত আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায় নমশূদ্র আন্দোলনকে। দীর্ঘসময়ব্যাপী এই আন্দোলনের ফলে নমশূদ্ররা বেশকিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন করে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দলিতদের জন্য আইনসভায় ২০% আসন সংরক্ষিত হয়। ১৯৩৮-এ যোগেন্দ্র মণ্ডল, প্রমথনাথ ঠাকুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিডিউল কাস্ট পার্টি গঠন করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর ক্রমশ নমশূদ্র আন্দোলনে ভাটা পড়ে। স্বাধীনতা অর্জনের সময় দেশভাগের ফলে নমশূদ্র অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে সেখানকার নমশূদ্রদের একটা বিরাট অংশ অত্যাচার ও দমনপীড়নের ফলে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, দণ্ডকারণ্য এবং আন্দামানে আশ্রয় নেয়। এরপর নমশূদ্র আন্দোলনের গতি হারিয়ে যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা

মোনালিসা চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপক, এনবিএস কলেজ অফ এডুকেশন, জলপাইগুড়ি*

WHO (1948) অনুসারে স্বাস্থ্য : "A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." অর্থাৎ, সুস্বাস্থ্য মানে শুধু অসুখের অনুপস্থিতি নয়। একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক দিকেই সুস্থ থাকা জরুরি।

স্বাস্থ্য হল একটি সক্রিয় ও ইতিবাচক অবস্থা, যেখানে শরীর, মন এবং সমাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্য

WHO অনুসারে মানসিক স্বাস্থ্য : "A state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively, and can contribute to the community."

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে একজন মানুষ—

- নিজের ক্ষমতা বুঝতে পারে।
- দৈনন্দিন চাপ ও সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।
- পড়াশোনা বা কাজে মনোযোগী থাকে।
- পরিবার ও সমাজের কাজে অবদান রাখতে পারে।

মানসিক সমস্যা চিহ্নিত করার উপায় :

কৈশোরকালে সমস্যাগুলো সাধারণত বোঝা যায় কিছু লক্ষণ দেখে। যেমন-

আচরণ পরিবর্তন : হঠাৎ আক্রমণাত্মক হওয়া।

আবেগজনিত লক্ষণ : দুঃখ, ভয়, রাগ, অস্থিরতা।

শারীরিক লক্ষণ : মাথাব্যথা, পেট ব্যথা, ঘুমের অসুবিধা, ক্লান্তি।

পারফরমেন্স সমস্যা : পড়াশোনায় অনাগ্রহ, কম নম্বর, স্কুলে অনুপস্থিতি।

কৈশোরকালে সাধারণ মানসিক সমস্যা :

১. উদ্বেগজনিত সমস্যা :

কারণ : পরীক্ষা বা academic চাপ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, পরিবারের উচ্চ প্রত্যাশা, ব্যর্থতা বা rejection-এর ভয়।

লক্ষণ : অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা, ঘাম হওয়া, দ্রুত হৃৎস্পন্দন।

ঘুমের সমস্যা : মনোযোগ কমে যাওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অসুবিধা।

এছাড়াও ছোটখাটো বিষয় নিয়েও ভয় বা আতঙ্ক।

সমাধান : যোগব্যায়াম ও ধ্যান করা।

সুষম পড়াশোনার সময়সূচি তৈরি করা।

পরামর্শ ও পিতা-মাতার সহায়তা।

বন্ধুদের সাপোর্ট এবং শখ/হবিতে মনোযোগ।

২. চাপজনিত সমস্যা :

কারণ : বেশি পড়াশোনা বা ওয়ার্কলোড, পারিবারিক বা বন্ধুবান্ধবের বিরোধ, কৈশোরকালীন পরিবর্তন, recreation বা বিশ্রামের অভাব।

লক্ষণ : হঠাৎ রাগ, মানসিক অস্থিরতা, মাথা বা পেট ব্যথা, ক্লান্তি, শক্তি কমে যাওয়া, মনোযোগ কমে যাওয়া, সহজে কাঁদা বা আবেগজনিত অস্থিরতা, ঘুমের সমস্যা।

সমাধান : দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম মাফিক খেলাধুলা ও শখের কাজ করা।

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট।

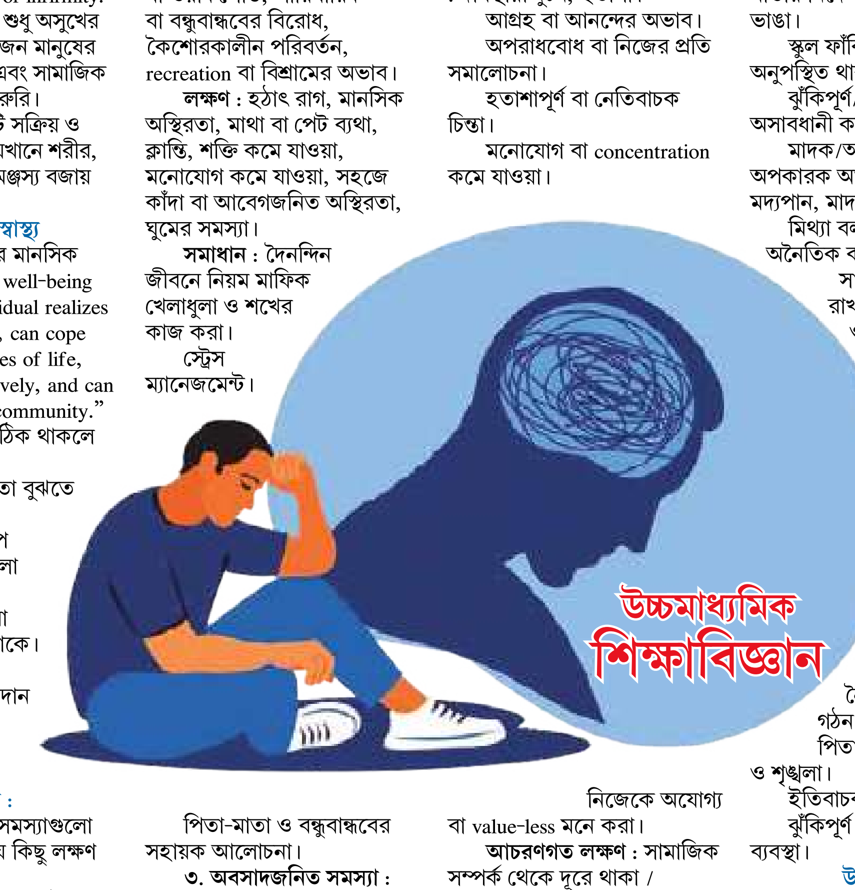

পিতা-মাতা ও বন্ধুবান্ধবের সহায়ক আলোচনা।

৩. অবসাদজনিত সমস্যা :

WHO অনুযায়ী অবসাদ বা depression হল একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা যেখানে ব্যক্তি দীর্ঘসময় ধরে দুঃখ, হতাশা এবং আগ্রহহীনতার অনুভূতি অনুভব করে।

শুধুমাত্র মানসিক রোগ নয়, বরং দৈনন্দিন জীবন, পড়াশোনা, সম্পর্ক এবং সামাজিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

শীঘ্রই লক্ষণ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ সমর্থন ও intervention গ্রহণ মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কারণ : ধারাবাহিক academic failure বা পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা।

একাকিত্ব বা isolation.

পারিবারিক বিরোধ / সংসারে অস্থিরতা।

স্কুলে বা সামাজিক জীবনে bullying আত্মমর্যাদার অভাব (Low self-esteem)।

বন্ধু বা সমাজের নেতিবাচক প্রভাব।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মৃত্যু বা emotional trauma.

শারীরিক লক্ষণ : ঘুমের পরিবর্তন (অনিদ্রা বা অতিরিক্ত ঘুম)।

খাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন (অতিরিক্ত বা কম খাওয়া), ক্লান্তি, শক্তি হ্রাস।

মানসিক/আবেগজনিত লক্ষণ : দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ, হতাশা।

আগ্রহ বা আনন্দের অভাব।

অপরাধবোধ বা নিজের প্রতি সমালোচনা।

হতাশাপূর্ণ বা নেতিবাচক চিন্তা।

মনোযোগ বা concentration কমে যাওয়া।

নিজেকে অযোগ্য বা value-less মনে করা।

আচরণগত লক্ষণ : সামাজিক সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা / isolation.

পড়াশোনা বা কাজ থেকে আগ্রহ হারানো।

হঠাৎ বা অস্বাভাবিক রাগ, irritability.

গুরুতর ক্ষেত্রে suicidal thought বা self-harm tendencies.

সমাধান / প্রতিকার :

Emotional support : পরিবার ও বন্ধুদের সহানুভূতিশীল সহায়তা প্রদান।

Counselling / Therapy : মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ।

Social involvement : সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, বন্ধু ও পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

Lifestyle management : সুষম খাদ্য, ঘুম, শারীরিক কার্যক্রম ও recreation.

Medical treatment (প্রয়োজনে) : severe depression-এর ক্ষেত্রে antidepressant বা চিকিৎসাগ্রহণ

৪. আচরণগত সমস্যা :

WHO অনুযায়ী : মানসিক স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করে সুস্থ আচরণ এবং সামাজিক সমন্বয়। আচরণগত সমস্যা তখনই চিহ্নিত হয় যখন কোনও কিশোরের আচরণ নিয়মিত বা নেতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হয়।

প্রধান ধরন : আক্রমণাত্মক আচরণ- ঝগড়া, হুমকি, আঘাত।

অবাধ্যতা- শিক্ষক বা পিতা-মাতার নির্দেশ না মানা, নিয়ম ভাঙা।

স্কুল ফাঁকি- ক্লাস এড়ানো, অনুপস্থিত থাকা।

ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক আচরণ- অসাবধানী কাজ।

মাদক/অ্যালকোহল/অন্য অপকারক অভ্যাস- ধূমপান, মদ্যপান, মাদক সেবন।

মিথ্যা বলা বা চুরি করা- অনৈতিক কাজ।

সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষমতা- বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক বজায় রাখতে সমস্যা।

লক্ষণ :

স্কুলে অনিয়মিত উপস্থিতি।

ঝুঁকিপূর্ণ বা অসাবধানী কাজ।

মাদক/অ্যালকোহল ব্যবহার শুরু।

সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা।

সমাধান :

নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন।

পিতা-মাতার দিকনির্দেশনা ও শৃঙ্খলা।

ইতিবাচক বন্ধুপ্রভাব।

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে কঠোর ব্যবস্থা।

উপসংহার :

সুস্বাস্থ্য মানে শুধু অসুস্থ না থাকা নয়, বরং শরীর, মন ও সমাজে সম্পূর্ণ সুস্থতা। মানসিক স্বাস্থ্য মানে এমন এক অবস্থা যেখানে একজন মানুষ নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, দৈনন্দিন চাপ সামলাতে পারে এবং সমাজে অবদান রাখতে পারে। কৈশোরকালীন সময়ে উদ্বেগ, চাপ, অবসাদ এবং আচরণগত সমস্যা বেশি দেখা যায়।

সমাধানের উপায় :

শীঘ্রই লক্ষণ চিহ্নিত করা।

সহানুভূতিশীল পরামর্শ ও কাউন্সেলিং।

পিতা-মাতার যত্ন ও সমর্থন।

সুষম জীবনধারা।

প্রয়োজনে চিকিৎসা বা মেডিকেল হেল্প।

জৈব রসায়নে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

2.19) বায়োডি ব্যাগ কী?

উ: পলিথিন ও কার্বোহাইড্রেট মিশিয়ে প্রস্তুত জৈবভঙ্গুর পলিমারকে বায়োডি ব্যাগ বলে।

2.20) বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে ক্লোরিনের সঙ্গে মিথেনের বিক্রিয়া কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে পরিচিত?

উ: বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে ক্লোরিনের সঙ্গে মিথেনের বিক্রিয়া হল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া।

3. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর(SAQ)/দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর(LAQ) :

প্রশ্নমান- ২/৩

3.1) জৈব যৌগের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উ: (i) জৈব যৌগে কার্বন থাকবেই। কার্বন ছাড়াও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, হ্যালোজেন মৌলগুলো উপাদান হিসেবে জৈব যৌগে উপস্থিত থাকে।

(ii) জৈব যৌগ মাত্রই সমযোজী যৌগ।

(iii) জৈব যৌগগুলি সমযোজী হওয়ায় এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথেষ্ট কম হয়। অনেক জৈবযৌগ উদ্বায়ী প্রকৃতির হয়।

3.2) জৈব যৌগের দ্রবণ সাধারণত তড়িৎ পরিবহণ করে না কেন?

উ: জৈব যৌগগুলি সমযোজী বন্ধন দ্বারা গঠিত হওয়ায় সাধারণত এরা দ্রবণে আয়োনিত হয় না অর্থাৎ ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে বিয়োজিত হয় না। তাই এদের দ্রবণ সাধারণত তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না।

3.3) কার্বন পরমাণুর ক্যাটিনেশন ধর্ম বলতে কী বোঝো?

উ: বহুসংখ্যক কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সমযোজী এক বন্ধন, দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন গঠনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে সুস্থিত শৃঙ্খল বা বলয় গঠন করতে পারে। কার্বন পরমাণুসমূহের নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল গঠনের এই বিশেষ ধর্মকে ক্যাটিনেশন ধর্ম বলে।

3.4) সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?

উ: যেসব হাইড্রোকার্বন যৌগে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমযোজী এক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে।

যেসব হাইড্রোকার্বন যৌগের অণুতে কমপক্ষে দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সমযোজী দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাদের অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে।

3.5) সমাবয়বতা ও সমাবয়ব কী? উদাহরণ দাও।

উ: একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট কিন্তু পৃথক আণবিক গঠন ও ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক যৌগ গঠনের ঘটনাকে সমাবয়বতা বলে এবং একই আণবিক সংকেত কিন্তু পৃথক আণবিক গঠন ও ধর্ম বিশিষ্ট যৌগগুলিকে পরস্পরের সমাবয়ব বলে।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

উদাহরণ- ইথাইল অ্যালকোহল ও ডাই মিথাইল ইথার, এই দুটি যৌগের আণবিক সংকেত একই কিন্তু এই যৌগ দুটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম এবং আণবিক গঠন পৃথক। এরা পরস্পর সমাবয়ব।

3.6) সমগণীয় শ্রেণির তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উ: সমগণীয় শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

1. একই সমগণীয় শ্রেণির সব সদস্য একই উপাদান মৌল দ্বারা গঠিত।

2. একই সাধারণ সংকেতের সাহায্যে একটি সমগণীয় শ্রেণির সকল সদস্যকে প্রকাশ করা যায়।

3. একই সমগণীয় শ্রেণির যৌগগুলির কার্যকরী মূলক একই হওয়ার জন্য যৌগগুলির মূল রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই হয়।

3.7) কার্যকরী গ্রুপ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ: যেসব সক্রিয় পরমাণু জোট বা মূলক জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত থেকে যৌগগুলির প্রকৃতি বা ধর্ম নির্ধারণ করে তাদের কার্যকরী গ্রুপ বলে।

উদাহরণ: $-OH$ (হাইড্রক্সিল গ্রুপ), $-COOH$ (কার্বক্সিল গ্রুপ) ইত্যাদি।

3.8) কয়লাখনিতে মাঝেমাঝে বিস্ফোরণ ঘটে কেন?

উ: কয়লাখনির গ্যাসে মিথেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। আগুনের উপস্থিতিতে মিথেন, অক্সিজেনের সঙ্গে বিস্ফোরণ সহ বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। এই কারণে কয়লাখনিতে মাঝেমাঝে বিস্ফোরণ ঘটে।

3.9) যুত বিক্রিয়া বলতে কী বোঝো?

উ: যে বিক্রিয়ায় কোনও অসম্পৃক্ত যৌগের অণুর সঙ্গে অপর কোনও মৌল বা যৌগের অণু সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয় এবং অণুগুলির কোনও অংশই পৃথক হয় না তাকে যুত বিক্রিয়া বলে।

3.10) পলিমারিজেশান বিক্রিয়া কী?

উ: যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে বহু সংখ্যক একই বা ভিন্ন প্রকারের সরল অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে পৃথক ধর্মবিশিষ্ট অতিকায় অণু গঠন করে সেই বিক্রিয়াকে পলিমারিজেশন বিক্রিয়া বলে। যেমন- বহু সংখ্যক ইথিলিন অণু যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু পলিইথিলিন বা পলিথিন গঠন করে।

3.11) প্রাকৃতিক পলিমার ও সংশ্লেষিত পলিমার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ: প্রাকৃতিক উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে যে পলিমারগুলি পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন- প্রাকৃতিক রবার, সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

রসায়নগারে কৃত্রিমভাবে যে পলিমারগুলি তৈরি করা হয় তাদের সংশ্লেষিত পলিমার বলে। যেমন - নাইলন, পলিথিন, টেফলন, PVC ইত্যাদি।

3.12) জৈবভঙ্গুর পলিমার বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

উ: যেসব পলিমার প্রাকৃতিক পরিবেশে উপস্থিত বিয়োজকের (ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া) এনজাইমঘটিত বিক্রিয়ার ফলে বিশ্লিষ্ট হয় ও মাটিতে মিশে যায় তাদের জৈবভঙ্গুর বা বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার বলে।

সমস্ত প্রাকৃতিক পলিমার (যেমন- সেলুলোজ, শর্করা, প্রোটিন, স্টার্চ, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি) জৈবভঙ্গুর।

(চলবে)

বাংলায় নম্বর তোলার কৌশল

গায়ত্রী রায়, *শিক্ষক*
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

তোমরা যারা দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছ, সকলেই জানো, তোমাদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দুটো সিমেস্টারে বিভক্ত হয়েছে। আজ চতুর্থ সিমেস্টারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করছি। তোমরা সকলেই জানো চতুর্থ সিমেস্টারে মোট নম্বর ৪০। তাই সকলেই মূল পাঠ্য বইয়ের ওপর মনোনিবেশ করবে এবং ভালো করে খুঁটিয়ে পড়বে।

সূচিপত্রের দিকে লক্ষ করলে তোমরা দেখতে পাবে সেখানে দুটো গল্প, তিনটি কবিতা, একটি নাটক, দুটি শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস, একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ এবং দুটি বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নের নম্বর বিভাজন

গল্প- ৫x১ = ৫, কবিতা- ৫x১ = ৫, নাটক- ৫x১ = ৫, পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ- ৫x২ ১০, বাংলা শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস-৫x১ = ৫, প্রবন্ধ রচনা- ১০x১ = ১০। তাই সকলেই প্রশ্নের কাঠামোর বিষয়টার

উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সিমেস্টার

উপর নজর রেখে পাঠ্যবইয়ের যে কোনও একটি গল্প, দুটি কবিতা, একটি শিল্প ও সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস, একটি নাটক এবং প্রবন্ধ রচনার যে কোনও একটি বিষয় নির্বাচন করে ভালো করে পড়ার পাশাপাশি অনুশীলনও নিয়মিত করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে দুটি করে প্রশ্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমরা পাবে। কেবলমাত্র একটিই তোমাদের করতে হবে। শুধু পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ 'ডাকঘর' থেকে চারটি প্রশ্ন আসবে, তোমাদের দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তবে তোমরা প্রত্যেকেই কম সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে আগামী বছরে চতুর্থ সিমেস্টার পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবে।

নমুনা প্রশ্নাবলি

- ছোটগল্প হিসেবে 'হলুদ পোড়া' গল্পটি কতদূর সার্থক তা নিজের ভাষায় লেখো।
- 'কিছু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না'-- মানুষের বিশ্বাস ও কৌতূহলের কারণ 'হলুদ পোড়া' গল্প অবলম্বনে লেখো।
- 'হারুন সালেমের মাসি' গল্প অবলম্বনে গৌরবির চরিত্রটি আলোচনা করো।
- 'হারুন সালেমের মাসি' গল্প অবলম্বনে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও সংকারাচ্ছন্ন গ্রাম জীবনের পরিচয় দাও।
- 'বাবা কেন এল না মা'- কে, কাকে এই প্রশ্ন করেছে? ছেলেটির বাবার বাড়িতে না আসার কারণ কী?
- 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কীভাবে ভারতবর্ষকে স্বর্গে জাগরিত করার কথা বলেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।
- 'তিমির হননের গান' কবিতাটি কোন প্রেক্ষাপটে লেখা? কবি কেন তিমির বিলাসী নন, তিমির বিনাশী হতে চেয়েছেন?
- 'অভিনেতা মানেই একটা চাকর, একটা জোকার, একটা ক্লাউন, লোকেরা সারাদিন খেতে খুটে এলে তাদের আনন্দ দেওয়াই হল নাটকওয়ালাদের কর্তব্য'- বক্তার এই কথার তাৎপর্য আলোচনা করো।
- 'নানা রঙের দিন' নাটক অবলম্বনে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
- 'ডাকঘর' নাটকে অমলকে কবিরাজ বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছিলেন কেন? অমলের সঙ্গে ছেলের দলের কথোপকথন নিজের ভাষায় লেখো।
- 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
- বাংলা চিত্রকলার ধারায় নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, ঠাকুরবাড়ি, পটশিল্প, লোকশিল্প এগুলোর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।
- বাংলা চলচ্চিত্রের সেকাল-একাল আলোচনা করো।
- বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তথ্যচিত্র এগুলোর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।
- প্রদত্ত সূত্র অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনার কয়েকটি বিষয় তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম--- জীবনানন্দ দাশ, মহাশ্বেতা দেবী, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, রাজা রামমোহন রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প, ভাষা দিবস।

শীতের হাওয়ার প্রতীক্ষা

কয়েকদিন আগেও বৃষ্টি-ঠান্ডায় শীতকে স্বাগত জানানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন রাতে একটু ঠান্ডার আবহ থাকলেও, দিনে চড়া রোদে পারদ উঠছে চড়চড় করে। ফলে সূর্যের চোখরাঙানিতে ঘাম ঝরছে নতুন করে। এই পরিস্থিতিতেও বাজার-শপিং মলগুলিতে গরম জামাকাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। এখন ব্যবসায়ীরা বলছেন, অপেক্ষায় আছি, কবে জমিয়ে ঠান্ডাটা পড়বে, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : আবহাওয়ার এ যেন এক খামখেয়ালিপনা। কয়েকদিন আগেও বৃষ্টি-ঠান্ডা মিলিয়ে এমন এক আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল যে, বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে এসেছিল লেপ, কম্বল। বাজার-শপিং মলগুলিতে গরম জামাকাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। দোকানগুলিতে কয়েকটা দিন গরম পোশাকের সামনেই ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছিল মানুষকে। শীতকে স্বাগত জানাতে শুরু হয়ে গিয়েছিল তোড়জোড়। কিন্তু রাতে একটু ঠান্ডার আবহ থাকলেও, দু'দিন ধরে দিনে চড়া রোদ, চড়চড় করে তাপমাত্রার উত্থান। সূর্যের চোখরাঙানিতে ঘাম ঝরছে নতুন করে। কেন এমন পরিস্থিতি? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপানাথ রাহা বলছেন, 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তেমনভাবে সক্রিয় নয়। তাছাড়া উত্তুরে হাওয়াও সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আকাশ মেঘমুক্ত। ফলে দিনে তাপমাত্রা যথেষ্ট থাকছে।' আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, বুধবার শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি এলাকাকে পিছনে ফেলে বাগডোগরায় অবস্থান ৩৫.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

নভেম্বরের শুরুতে সন্ধের দিকে হালকা ঠান্ডার অনুভূতি থাকলেও, দুপুরে এখনও গরমে ঘাম ঝরছে।

হিলকার্ট রোডে শীতবস্ত্রের পসরা। ক্রেতা নেই। ছবি : সূত্রধর

হালকা জামাকাপড়, সানস্ক্রিন, চোখে সানগ্লাস লাগিয়েই গরম থেকে বাঁচতে হচ্ছে। শীতের জামাকাপড়ের দোকানের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন যাঁরা, করেছিলেন শীতের পোশাকের শপিং, বিরক্তির সঙ্গে তাঁরা গরম পোশাক তুলে রেখেছেন আলমারিতে। দুই-তিনদিনের জন্য বাইরে মুখদেখানো লেপ, কম্বল আবার ঢুকে গিয়েছে বাক্সের ভিতরে। ফ্যানের গতি আবার বেড়েছে।

শীতের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে গরম পোশাকের পাশাপাশি কম্বল বের করেছিলেন ফুলেশ্বরীর চুমকি কর্মকার। এখন তিনি বিরক্ত। বলছেন, 'এভাবে দেখা দিয়ে ফিরে যাবে বুঝতে পারিনি। তবে এখন প্রত্যেকদিনের কাজ সকালে পোশাকগুলি রোদে দেওয়া এবং বিকেল হলে ছাদ থেকে নামিয়ে আনা। দেখা যাক, ঠান্ডার আবার কবে দেখা পাই।' প্রতিদিন সকাল থেকে রাত, কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে থাকেন পিন্টু মণ্ডল। কোর্ট মোড়ে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'বাব্বা, যা রোদ। নভেম্বরেও গা পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকটা দিন ঠান্ডার আমেজ পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি জাঁকিয়ে শীত পড়ল। এখন দেখছি উলটো। যদিও রাতে একটা হালকা চাদর গায়ে দিতে হয়। তবে তার সঙ্গে ফ্যানটাও চালিয়ে রাখতে হচ্ছে।'

দু'দিন শীতের জামাকাপড় বিক্রি করে ভালোই হাসি ফুটেছিল বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী রাজীব সাহার মুখে। বুধবার বললেন, 'আবার তো গরম পড়ছে। তবে সাময়িক। কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো ঠান্ডা পড়ে যাবে। পাহাড়ের ক্রেতারা আসছেন কিনতে। তবে শহরের মানুষরা ঠান্ডার প্রভাব না বাড়লে কিনবেন না। তাই অপেক্ষায় আছি, কবে জমিয়ে ঠান্ডাটা পড়বে। আমাদের তো তাতেই লাভ।' শিলিগুড়ি কলেজের সামনে আড্ডা জমিয়েছিল পড়ুয়ারা। নভেম্বরে শীত মিস করছো না, প্রশ্ন করতেই সমস্বরে ওরা বলল, সে তো এল এবং চলেও গেল।

এখন অপেক্ষা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং উত্তুরে হাওয়ার। তা হলেই পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি সুর ধরবে, 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন, আমলকীর এই ডালে ডালে...।'

হাওয়া বদল

- নভেম্বরের শুরুতে সন্ধের দিকে ঠান্ডার অনুভূতি থাকলেও, দুপুরে ঘাম ঝরছে
- যাঁরা শীতের পোশাকের শপিং করেছিলেন তাঁরা তা তুলে রেখেছেন আলমারিতে
- দুই-তিনদিনের জন্য বাইরে মুখ দেখানো লেপ, কম্বলও ঢুকে গিয়েছে বাক্সের ভিতরে
- এখন হালকা জামাকাপড়, সানস্ক্রিন, চোখে সানগ্লাসে গরম থেকে বাঁচতে হচ্ছে

দীপজ্বলা সন্ধ্যা।। *লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জনঘাটে দেব দীপাবলিতে আলোর সজ্জা। বুধবার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।*

নতুন আলোয় মাতল শহর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : মহানন্দার ঘাটে জ্বলছে অসংখ্য প্রদীপ। দেব দীপাবলির আলোতে শহর শিলিগুড়ি যেন 'মিনি বারাণসী'। বুধবার সন্ধ্যায় মহানন্দার ঘাটে অনেক প্রদীপ জ্বলতে দেখে অনেকেই থমকে দাঁড়ালেন। আসলে দেব দীপাবলির সঙ্গে বারাণসীর সংযোগ থাকলেও শহর শিলিগুড়িতে এই সমারোহ এখনও সেভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে দেব দীপাবলির আয়োজন শুনেই প্রদীপ জ্বালিয়ে এই উৎসবে মেতে উঠেন পথচলতিরা। আবার কেউ কেউ এই উৎসবের ব্যাপারে আগে থেকে জেনে প্রদীপ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এদিন সন্ধ্যায় মহানন্দার ঘাটে যেন অকাল দীপাবলির ছবি।

বারাণসীতে প্রতি বছর দেব দীপাবলির সৌন্দর্য চাক্ষুস করতে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক ভিড় জমান। তবে শিলিগুড়ি শহরের সঙ্গে এই দিনটির কোনও যোগ না থাকলেও বিগত পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়ির বিহারি সেবা সমিতির তরফে মহানন্দার ঘাটে এই দিনটি পালন করছে। সমিতির সদস্য অশোক গুপ্তা বলেন, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়েছে। অনেকে আবার দিনটির মাহাত্ম্য জেনে প্রদীপ জ্বালাতে হাজির হয়েছেন।' এদিন সমিতির আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য অনেক মানুষকে আসতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার শহরে এমন উৎসব দেখে মোবাইলে ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকেন। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় মহানন্দার ঘাটে এত প্রদীপ জ্বলতে দেখে টোটো থেকে নেমে যান রক্তিমা সেনগুপ্ত ও সৃজা দেব। রক্তিমা জানান, এ ধরনের উৎসব শিলিগুড়িতে হয় বলে জানা ছিল না। দেখে খুব সুন্দর লাগছে।

অসংখ্য প্রদীপের আলোয় মহানন্দার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের এদিন ছিল অন্য রূপ। প্রধাননগরের বাসিন্দা রিঙ্কি পাসোয়ান বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার তো সুযোগ হয়নি, তবে এখানে বসেই যেন দেব দীপাবলির আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম। গতবছরও এই উৎসবে শামিল হতে এখানে এসেছিলাম।'

এদিন ঢাকের তালে পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। ফুল ও একুশশো প্রদীপের আলোয় কার্তিকপূর্ণিমার সন্ধ্যার এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে ওঠে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে।

ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে কুপোকাত তরুণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : একেই যেন বলে ভাগ্যের ফের। ভাগ্যে না থাকলে যে ভালো কিছুই জোটে না, উপরন্তু কপাল খারাপ থাকলে জুটতে পারে উত্তম-মধ্যম, বুধ সকালে সেই প্রমাণ যেন মিলল নতুন করে। সোনার চেন চিনতাই করেও শুধুমাত্র মোটরবাইক স্টার্ট না হওয়ায় ধরা পড়ে গেল এক তরুণ। তার বেগতিক দশা দেখে উপস্থিত জনতার মধ্যে যেমন হাসির রোল উঠল, তেমনই ছিনতাই হওয়া হার ফিরে পেয়ে স্বস্তির কথা শোনালেন সত্তরোর্ধ্ব গোলাপ মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে বাবুপাড়া সংলগ্ন লেকটাউন এলাকায়।

বাবার বাড়ি বেড়াতে এসে এদিন সকালে রাস্তায় পায়চারি করছিলেন বিদ্যাচক্র কলোনির বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব গোলাপ মণ্ডল। হঠাৎই তাঁর গলায় হাত পড়ে। তিনি ভাবেন কোনও নাতনি পিছন থেকে ঘাড়ে হাত রেখেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে হ্যাচকা টানে টের পান গলা থেকে উধাও সোনার হার। সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইক নিয়ে ধরাশায়ী এক তরুণ। এমন পরিস্থিতিতে প্রথমে আঁতকে উঠে করণীয় কী বুঝতে না পারলেও, পরবর্তীতে তিনি বেড়াতে আসা বাবার বাড়ির দরজায় ক্রমাগত ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি চিৎকার করতে থাকেন। ধরা পড়ে যাওয়া নিশ্চিত বুঝতে পেরে তখন সোনার হারটি ছুড়ে ফেলে বাইক স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন তরুণ দুষ্কৃতী। কিক লিভারে বারবার পা দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেও বাইক আর স্টার্ট দিতে পারেনি সে। যথারীতি ততক্ষণে ভিড় জমে যায়। ভিড়ের থেকে বের হয়ে তরুণকে ধরেন

বিপাকে দুষ্কৃতী

- সাতসকালে সোনার হার ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে রাস্তায় ধরাশায়ী দুষ্কৃতী
- বারবার চেষ্টা করেও মোটরবাইক স্টার্ট দিতে না পারায় ধরা পড়ে যায় ওই তরুণ
- হার ফিরে পাওয়ায় স্বস্তিতে সত্তরোর্ধ্ব গোলাপ মণ্ডল, আতঙ্কে বাবুপাড়া-লেকটাউন
- ছিনতাইবাজ তরুণকে আটক করেছে পুলিশ, বাইক চোরাই কি না দেখা হচ্ছে খতিয়ে

গোলাপের ভাইপো প্রাণকৃষ্ণ সরকার। এরপরেই যথারীতি শুরু হয়ে যায় উত্তম-মধ্যম। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাইক সহ তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বাইকটির নম্বর প্লেট কিছুটা ভাঙা থাকায় তা চুরি করা কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই তরুণের বিরুদ্ধে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

এমন ঘটনায় হতবাক গোলাপ বলছেন, 'সোনার হার পরে আর রাস্তায় নয়। ছেলে এই সোনার চেনটি বানিয়ে দিয়েছিল। কোনও দিন এমন ঘটনার সম্মুখীন হইনি। দিনদুপুরে এমন ঘটনা হবে ভাবতে পারিনি। ভাগ্য ভালো ছিল বলে ওই দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে পড়ে গিয়েছিল এবং বাইকটি আর চালাতে পারেনি। নয়তো পালিয়ে যেত।'

কিছুটা হেসে প্রাণকৃষ্ণ বলেন, 'পুরোনো মোটরবাইক নিয়ে দুষ্কৃতী এসেছিল। তাই বারেবারে স্টার্টের চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। বহু বছর আগে বাড়ির সামনে আমার মায়ের সোনার চেন ছিনতাই হয়েছিল। অনেকটা একইভাবে পিসির সোনার চেন ছিনতাইয়ের চেষ্টা হল। বাইক স্টার্ট হলে ওই তরুণ পালিয়ে যেতে পারত।'

দুষ্কৃতী ধরা পড়লেও, দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারছেন না ২৬ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা এলাকার বাসিন্দারা। কারণ, দু'দিন আগেই এখানে রাস্তার ওপর বাইক নিয়ে থাকা দুষ্কৃতী এক মহিলার মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে সফল হয়নি। তবে মোবাইল ফোন নিতে না পারলেও সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

গুরু নানক জয়ন্তী।। *বুধবার পালিত হয়েছে গুরু নানকের ৫৫৬তম জন্মজয়ন্তী। সেবক রোডের গুরুদোয়ারাতে এই দিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। গুরু গ্রন্থসাহিব পাঠ চলে এবং লঙ্গর হয়। এদিন গুরুদোয়ারাতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ২

ইসলামপুর, ৫ নভেম্বর : ইসলামপুর থানার কাচনা সংলগ্ন অলিপুর এলাকায় বুধবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের দুজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম উজ্জ্বল মণ্ডল (২২) ও পবন মণ্ডল (৫১)। জানা গিয়েছে, এদিন বাড়িতে চার্জ দেওয়া টোটো চার্জ থেকে খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যান স্বপন মণ্ডল। তাঁর ছটফটানি দেখে তাঁর ছেলে উজ্জ্বল তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসেন। পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে তাঁদের বাঁচাতে যান স্বপনের ভাই পবন। অসাবধানতাবশত তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

পরে পরিবারের সদস্য ও পড়শিরা মিলে তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উজ্জ্বল ও পবনকে মৃত ঘোষণা করেন। ইসলামপুর থানার পুলিশ মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রণজিৎ দাস বলেন, 'এমন ঘটনা আশাতীত। কিছু বলার ভাষা নেই। আমরা সবাই পরিবারের পাশে আছি।'

বাজারে এল অল নিউ হুন্ডাই ভেনু

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : নতুন ডিজাইন এবং বিভিন্ন নতুন ফিচারস নিয়ে বাজারে এল অল নিউ হুন্ডাই ভেনু। হ্যালোজেন প্রোজেক্টর হেডলাইট, এলইডি ডিআরএল, এলইডি টেইল লাইট, ১৬ বাই ১৬ ইঞ্চি স্টিলের চাকা, ৬টি এয়ারব্যাগ সহ আরও নানান অত্যাধুনিক ফিচারস রয়েছে এই গাড়িতে। বুধবার মাটিগাড়ার কৌশল হুন্ডাই শোরুমে নতুন গাড়িটির উদ্বোধন করেন সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন। ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে হুন্ডাই ভেনুতে অনেক নতুন ফিচারস যুক্ত করা হয়েছে। এই গাড়ির বিভিন্ন ফিচারস বাজারে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। দ্রুতগতিতে চলছে গাড়ির বুকিং।

কেসন্স গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্মল আগরওয়াল বলেন, 'হুন্ডাইয়ের এই গাড়ি ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নতুন গাড়িটিতে চারটি নতুন রং যুক্ত হয়েছে। ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা থেকে গাড়িটির এক্স শোরুম দামের শুরু।'

গোডাউনে আগুন

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : আশিঘর মোড় সংলগ্ন নরেশ মোড়ের কাছে বুধবার সন্ধ্যায় একটি গোডাউনে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোডাউনের একাংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় অনেকটাই ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গোডাউনটিতে ইলেক্ট্রিক সামগ্রী মজুত ছিল। গোডাউনের মালিক বিশাল আগরওয়াল বলেন, কর্মীরা হঠাৎ গোডাউনে আগুন দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলে এলাকায় স্বস্তি ফেরে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশও। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি, তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

নাবালিকাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : এক নাবালিকাকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম গোপীনাথ দাস।

অভিযোগ, মঙ্গলবার ওই নাবালিকাকে একা পেয়ে গোপীনাথ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন। বাড়ি ফিরে নাবালিকা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। ওইদিন রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শহরের এটিএমগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে একের পর এক এটিএম সংক্রান্ত অপরাধের পরেও হয়নি পরিস্থিতির পরিবর্তন। শহরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অধিকাংশ এটিএমে নেই নিরাপত্তারক্ষী। কোনও এটিএমের দরজা সবসময়ই খোলা থাকে। কোনওটার আবার দরজাই নেই। ন্যু গ্যাংয়ের একের পর এক অপারেশনের পর পুলিশ প্রশাসনের তরফে ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করা হয়েছিল। সেই বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনের তরফে একাধিক নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছিল।

অধিকাংশ এটিএমই সেই নির্দেশিকাকে শুধুমাত্র খাতায়-কলমে রেখে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভপ্রকাশ করছেন শহরের সাধারণ মানুষ। শহরবাসীর কথায়, এটিএমগুলোর যা পরিস্থিতি তাতে করে টাকা তুলতে যেতেই এখন রীতিমতো ভয় লাগে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'আমরা ফের এব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গে কথা বলব। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা ফের ওদের বোঝাব।'

শহর শিলিগুড়িতে এটিএমগুলোকে কেন্দ্র করে বরাবর নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা রয়েছে। বিভিন্ন সময় এটিএমে প্রতারকদের পাতা ফাঁদে পড়ে মেশিনে কার্ড আটকে যাওয়ার পর এদিক-ওদিক ছুটতে গিয়ে লক্ষাধিক টাকা উধাও হয়েছে বিভিন্ন মানুষের। সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যেই এটিএমে লুটের ঘটনার পর আরও আশঙ্কার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এটিএমগুলোর নিরাপত্তা কিছুটা বাড়ানোর জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফে ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রতিটি এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী দিতে হবে। এছাড়াও অ্যালার্ম থাকাটাও বাধ্যতামূলক। যদিও কোথাও সেই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না। শহরে হাতেগোনা এক-দুটো এটিএম কাউন্টার ছাড়া বাকি আর কোথাও কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। নিরাপত্তারক্ষী মূলত থাকছে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন দু'পাশের দুই এটিএম কাউন্ডার, সুভাষপল্লি মোড়ের একটি এটিএম কাউন্টার ও সেবক রোডের একটি এটিএম কাউন্টারে। বাকি সমস্ত কাউন্টারে কেউ থাকছে না। এব্যাপারে জংশনের একটি এটিএম কাউন্টারের কথা বলা যেতে পারে। বুধবার ওই এটিএম কাউন্টারের সামনে যেতেই দেখা গেল, এটিএমে কোনও দরজা নেই।

ডন বসকো মোড় সংলগ্ন একটি এটিএমেও একই অবস্থা। এমনকি অধিকাংশ এটিএমে কোনও অ্যালার্ম নেই। এটিএম সামান্য ট্যানাহ্যাঁচড়া করলেই অ্যালার্ম বেজে ওঠার কথা। সম্প্রতি পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন একটি এটিএমে ঢুকে এক তরুণ টানাহ্যাঁচড়া করলেও অ্যালার্ম বাজেনি। স্থানীয়রা দেখে ফেলায় হাতেনাতে পাকড়াও হয় ওই তরুণ। শহরের বাসিন্দা অর্জুন দাস বললেন, 'শুধু এটিএম লুটই নয়, অনেকসময় নিরাপত্তারক্ষী না থাকার কারণে সহযোগিতা চাইতে গিয়ে অনেক প্রবীণ মানুষজন এটিএম কাউন্টারে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এটিএম কাউন্টার খালি দেখেই প্রতারকরা মেশিনে কার্ড যাতে আটকে যায়, তারজন্য নানা প্রক্রিয়া করে থাকে। তাই এব্যাপারে প্রশাসনের পাশাপাশি যাদের এটিএম তাদেরই সতর্কতার পাশাপাশি নিরাপত্তা বাড়ানোটা প্রয়োজন।'

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষ্মী মাহাতোর কথায়, 'প্রশাসনের উচিত তাদের দেওয়া নির্দেশিকা না পালন করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। আসলে এটিএমগুলোর বিমা করে রাখা হচ্ছে। তাই কারও কোনও হেলদোল নেই। কিন্তু সমস্যায় পড়ছি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ।'

রক্ষীহীন এটিএম কাউন্টার। -সংবাদচিত্র

পৃথিবীর পাঠশালা

মহাকাশের ধাতুর ব্রেসলেট

পোল্যান্ডের প্রত্নতাত্ত্বিকরা একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা ২,৭০০ বছরের পুরোনো

ব্রেসলেট উদ্ধার করেছেন যা উল্কাপিণ্ডের ধাতু দিয়ে তৈরি। প্রাচীন সমাধিস্থলে পাওয়া এই নিদর্শনগুলি পরিধানকারীদের জন্য আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় তাৎপর্য বহন করত বলে মনে করা হয়। অনেক প্রাচীন সভ্যতায় উল্কাপিণ্ডের গয়নাগুলিকে পবিত্র বলে মনে করা হত, কারণ এটি আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গ থেকে এসেছিল। এই আবিষ্কার দেখায় যে মহাকাশ নিয়ে মানুষের আকর্ষণ হাজার হাজার বছরের পুরোনো।

ডলফিনের মাছ উপহার

প্রাণী বুদ্ধিমত্তা এবং কৃতজ্ঞতার এক অসাধারণ প্রদর্শনে, একটি ডলফিনকে দেখা গিয়েছে, তার উদ্ধারকারীকে উপহার হিসাবে ডকে একটি সদ্য ধরা মাছ রেখে যেতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একবার ডলফিনের এক শাবক আটকা পড়লে এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করার পর, মা ডলফিনটি পরে মাছ নিয়ে ফিরে আসে এবং তার উদ্ধারকারী দেখতে পাবে, এমন জায়গায় আলতো করে রেখে দেয়। এই ধরনের কাজ কেবল সমস্যা সমাধানেরই নয়, পারস্পরিক বিনিময়েরও ইঙ্গিত

দেয়, যা প্রাণীজগতে একটি বিরল বৈশিষ্ট্য।

প্রতিবাদ শেষে রাস্তা সাফ

নাগরিক দায়িত্বের এক অসাধারণ প্রদর্শনে, প্রায় ১০ লাখ দক্ষিণ কোরীয় মানুষ সিওলে জড়ো হয়েছিলেন প্রতিবাদ করার জন্য। কিন্তু বিশ্বকে হতবাক করে রাস্তায় আবর্জনা ফেলে যাওয়ার বদলে, অংশগ্রহণকারীরা রাস্তা পরিষ্কার করতে এবং পাবলিক স্পেসের জিনিসপত্র ঠিক করতে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। এই কাজটি সম্মান, শৃঙ্খলা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে।

সুপার চিপ বানাল চিন

চিন একটি নতুন সেমিকন্ডাক্টর চিপ উন্মোচন করেছে যা ইন্টেল প্রসেসরের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি গতি দেয়, অথচ ১০ শতাংশ কম শক্তি ব্যবহার করে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি বিশ্বব্যাপী চিপ প্রতিযোগিতায় এক বড় মাইলফলক। এই ধরনের কর্মক্ষমতা অর্জন করে চিন পশ্চিমের চিপ নির্মাতাদের ওপর থেকে নিজের নির্ভরতা কমানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। চিন

এই চিপের মাধ্যমে উন্নত এআই সিস্টেম পর্যন্ত সবকিছুতে শক্তি জোগাতে পারে।

চা চাষিরা হবেন মাস্টার ট্রেনার

নাগরাকাটা, ৫ নভেম্বর : চা বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের ৪ জেলা এবং বিহারের কিশনগঞ্জের বাছাই করা ক্ষুদ্র চা চাষিদের মাস্টার ট্রেনার হিসেবে তৈরি করার কাজ শুরু করল টি বোর্ড। এই লক্ষ্যে বুধবার চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ)-র নাগরাকাটার উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রে একটি আবাসিক শিবিরের সূচনা হয়। ৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলবে। বাছাই করা মোট ২৫ জন ক্ষুদ্র চা চাষিকে টিআরএ-র বিজ্ঞানীরা হাতেকলমে চা চাষের আধুনিক কলাকৌশল শেখাবেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনাররা পরবর্তীতে তাঁদের এলাকার অন্য ক্ষুদ্র চাষিদের চা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হাতেকলমে শেখাবেন। এই প্রসঙ্গে টিআরএ-র চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস বলেন, 'এর ফলে ক্ষুদ্র চা চাষ আরও সমৃদ্ধ হবে।'

উদ্বোধনী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন টি বোর্ডের জলপাইগুড়ির সহ নির্দেশক দীপজ্যোতি উজির, নিপুণ বর্মন প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পর্বে চা চাষের কলাকৌশল শেখানোর পাশাপাশি শীতকালীন পরিচর্যার আধুনিক নানা উপায়ও হাতেকলমে শেখানো হবে। এর পাশাপাশি যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে কাঁচা পাতা তোলা উচিত, রোগপোকার নিয়ন্ত্রণে জৈব পদ্ধতির প্রয়োগ সহ আরও নানা বিষয় শেখানো হবে চা চাষিদের।

প্রথম পর্বে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংয়ের সমতল, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়। ওই পর্যায়ে আরও ২৫৬ জন চা চাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। টি বোর্ড জানিয়েছে, এভাবে ধাপে ধাপে মাস্টার ট্রেনারের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

সুকান্তর কনভয়ে হামলা

নবদ্বীপ, ৫ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কনভয়ে হামলার অভিযোগ নবদ্বীপে। বুধবার নদিয়ায় একাধিক কর্মসূচি সেরে ফেরার সময় নবদ্বীপ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বালুরঘাটের সাংসদের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় পদ্ম শিবিরের দুই নেতা জখম হয়েছেন। তৃণমূল এই হামলায় জড়িত বলে সুকান্তর অভিযোগ।

সুকান্ত বলেন, 'আমার কনভয়ের পেছনের দুটো গাড়ি একটু পিছিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের ওপর হামলা করে। দুই কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।' ঘটনার নেপথ্যে সাহেব নামে শাসকদলের স্থানীয় নেতার হাত রয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি বলেন, 'পুলিশ অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমাদের কর্মীরা নিজেদের মতো করে রক্তের হিসাব বুঝে নেবে।' নদিয়ায় প্রথমে তাহেরপুরে কর্মসূচি ছিল সুকান্তর। তারপর তিনি কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রীপুজোর বিসর্জনে পুলিশের লাঠিপেটার প্রতিবাদে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দেন। সেখানে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।

পরে সুকান্ত নবদ্বীপে সরকারপাড়ার রাস উৎসব হয়ে ফেরার পথে আক্রান্ত হন। তারপর রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে নবদ্বীপ বাসস্ট্যান্ড। তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, তাদের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে বিজেপি।

প্রচার

কিশনগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : বুধবার বেনুগড় দুর্গের ময়দানে এনডিএ জোটের প্রার্থী মহম্মদ কলিমুদ্দিনের সমর্থনে জনসভা করেন সাংসদ চিরাগ পাসোয়ান। রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেন। বলেন, 'এই দুই দলের কাছে মুসলমানরা কেবল ভোটব্যাংক। ভোটের আগে তারা নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোটের পরেই সেসব ভুলে যায়।' তাঁর আরও দাবি, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতাদের লক্ষ্য কেবল লালুপ্রসাদের ছেলেমেয়েকে মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বানানো।

তালিকায় নাম নেই ভাঙনদুর্গতদের

ভিটে নেই, সংশয়ে ভোটও

সেনাউল হক

ভোটার লিস্টে নাম না থাকায় বাসিন্দাদের ক্ষোভ। পঞ্চানন্দপুরে।

মোথাবাড়ি, ৫ নভেম্বর : গঙ্গার গ্রাসে ভিটেমাটি আগেই চলে গিয়েছে। এবার ভোটটাও চলে গেল। আক্ষেপটা শোনা গেল খুরশেদ শেখের গলায়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় গোটা এলাকার কারও নাম নেই। তবে তার আগে তাঁরা ভোট দিয়েছেন, পরেও দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে ২০০২-এর যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ভাঙনদুর্গত পঞ্চানন্দপুরের প্রায় ১৫০০ বাসিন্দা অনুপস্থিত। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা ভাঙনে আস্ত কেবি ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতটাই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যায়। তখন খুরশেদের মতো আরও অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে, যে যেদিকে পেরেছিলেন আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের সমস্ত নথিপত্রও তখনই তলিয়ে গিয়েছিল গঙ্গায়। কালিয়াচক-২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুর ও কেবি ঝাউবোনার ভাঙনদুর্গতরা যেন আরও একবার উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন। এখন দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের। তাঁদের প্রশ্ন, তবে কি এবার নিজেদের অস্তিত্বটাও বিপন্ন হতে চলেছে।

ঘরবাড়ি হারিয়ে ভাঙনদুর্গতদের অনেকেই বাঙ্গীটোলা ফিল্ড, জানুটোলা বা কাচালিটোলার মতো এলাকায় গিয়ে থাকতে শুরু করেন। তাঁদের কেউই ২০০২ সালে ভোট দিতে পারেননি। সরকারের তরফেও ২০০২ সালে কেবি ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়তকে অ্যাবোলিশ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল।

সেসময়ে ওই এলাকাতেই থাকতেন খুরশেদ শেখ। তিনি বলেন, 'সেই সময় আমাদের কেমন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, বলার নয়। সবাই প্রাণের ভয়ে ভিটেবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম। কাগজপত্র, জমির দলিল সবই তলিয়ে গিয়েছিল। তখন আর ২০০২ সালের ভোটে আমাদের নাম ওঠেনি। পরে বিভিন্ন বুথ থেকে অনেকেরই নাম উঠেছিল। অনেকবার ভোটও দিয়েছি।'

একদা কেবি ঝাউবোনা অঞ্চলের বাসিন্দা নুরুদ্দিন শেখ, মঞ্জুল শেখ, রথিন মণ্ডলদেরও একই বক্তব্য। সকলেই আতঙ্কিত হয়ে এই অফিস, ওই অফিস ছোটাছুটি করছেন।

গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক অ্যাকশন কমিটির মুখপাত্র তারিকুল ইসলাম বলেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় পঞ্চানন্দপুর ও কেবি ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওলিটোলা, জাহিরটোলার মতো এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের নাম না থাকারই কথা। ওই বুথের তালিকায় প্রথম আর শেষ পাতা ছাড়া সবটাই খালি। তাঁরা সকলেই যেহেতু জন্মসূত্রে মোথাবাড়ির বাসিন্দা, তাই নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই তাঁদের নাম নথিভুক্ত করবে।'

মোথাবাড়ির বিধায়ক ও রাজ্যের সেচ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবিষয়ে বলেন, 'এই সমস্যার কথা জানি। তাঁরা সকলেই মোথাবাড়ি এলাকার ভোটার। জেলা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও বৈধ ভোটারকে বাদ পড়তে হবে না।'

কালিয়াচক-২ ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি তোহিদুর রহমান জানান, ওই বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে শুধু জায়গা ও বুথ পরিবর্তন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর আবেদন, কারও নাম যেন বাদ না যায়। তাঁরা প্রত্যেকেই সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

কালিয়াচক-২ ব্লকের নবনিযুক্ত বিডিও কৈলাস প্রসাদ বলেন, 'দু-তিনদিন হল, আমি এই ব্লকের দায়িত্ব পেয়েছি। এরকম কোনও সমস্যা হয়ে থাকলে, সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করব।'

উত্তরবঙ্গে জ্ঞানেশ

নিউজ ব্যুরো

৫ নভেম্বর : এসআইআর-এর কাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার উত্তরবঙ্গে এলেন সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। বাগডোগরা থেকে এদিন সড়কপথে আলিপুরদুয়ারে আসেন তিনি। আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে তাঁকে স্বাগত জানান জেলা শাসক আর বিমলা সহ জেলা প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা। সেখানকার সার্কিট হাউসেই রাত্রিবাস করবেন জ্ঞানেশ ভারতী সহ নির্বাচন কমিশনের অন্য আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ এসআইআর সম্পর্কিত একটি বৈঠক হবে জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায়। সেই বৈঠকে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালেরও থাকার কথা। তবে বুধবার রাত ৯টা অবধি তিনি আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাননি। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক অরবিন্দ ঘোষ বলেন, 'বৃহস্পতিবারের বৈঠকে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে আলোচনা হবে। এটা একটা রিভিউ বৈঠক।' আলিপুরদুয়ারে বৈঠকের পর ওইদিনই তাঁরা কোচবিহারে পৌঁছোবেন। সেখানে দুপুর আড়াইটে নাগাদ একইভাবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে উৎসব অডিটোরিয়ামে এসআইআর-এর অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করবেন। কোচবিহারে যাওয়ার আগে আলিপুরদুয়ারে কিছু এলাকায় বিএলও-রা কীভাবে বাড়ি বাড়ি কাজ করছেন তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার কথা। ৬ নভেম্বর রাতেই জলপাইগুড়ি পৌঁছোবেন তাঁরা। ৭ নভেম্বর জলপাইগুড়ি অডিটোরিয়ামে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এলাকায় বিএলও-দের কাজ পরিদর্শন করে তাঁরা পৌঁছে যাবেন শিলিগুড়ি। ওইদিন শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে দার্জিলিং জেলার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক সেরে সেদিনই তাঁদের দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা।

রিচার জন্য

প্রথম পাতার পর

রিচাকে নিয়ে খুব বেশি উচ্ছ্বাস, উৎসবের আমেজ তৈরি হোক এটা চাইছেন? বাবা বলছেন, 'ও তো শুধু আমার গর্ব নয়, দেশের গর্ব। দেশবাসীর ভালোবাসায় আজ আমার রিচা এই জায়গায় পৌঁছেছে। তাই মানুষ উৎসব করবেন, আনন্দ করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এখানে বাবা হিসাবে আমার কিছু করার নেই। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় যাবে। সেখানেও বহু মানুষ রাত জেগে রিচার খেলা দেখেছেন। তাঁরাও একবার ওকে সামনে থেকে দেখতে চান। সেখানেও মানুষ আনন্দ, উৎসব করবেন এটাই তো স্বাভাবিক।' মেয়েকে স্বাগত জানাতে বাড়ি সাজানোর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। গোটা বাড়ি আলোয় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে বরণডালাও।

বরফে ঢাকা বারামুল্লা।। *শ্বেতশুভ্র কাশ্মীরে শীতের আনন্দ লুটছেন পর্যটকরা। বুধবার।*

বিশবাঁও জলে নিগমের কর্মী নিয়োগ

শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : পুজোর আগে শিলিগুড়িতে এসে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমে কর্মীসংকটের বিষয়টিকে মাথায় রেখে ১০০ জন অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সেই ঘোষণায় হাসি ফুটেছিল নিগমের কর্তাদের মুখেও। তবে দিন যত এগোচ্ছে, ততই যেন নিরাশ হয়ে পড়ছেন তাঁরা। কিন্তু কেন? দীর্ঘদিন ধরেই নিগমে চালক ও কনডাক্টর কম রয়েছে। এ নিয়ে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে নিগমের কর্তাদের। সেই সমস্যা দূর করতেই কর্মী নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে সেই নিয়োগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও অর্ডারই জারি করা হয়নি বলে অভিযোগ। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'ঘোষণার পর এখনও পর্যন্ত কোনও অর্ডার জারি হয়নি। অর্ডার কবে জারি হবে, সেটাও জানা নেই।'

এর মধ্যেই চালকদের একটা অংশের চুক্তি তিন মাস অন্তর পুনর্নবীকরণের নোটিশ আসায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন নিগমের কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নিগমের অন্দরে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে নিগমের শ্রমিক সংগঠনগুলিও। বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আগে

মন্ত্রীর ঘোষণাই সার

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সাত বছর অন্তর চুক্তি পুনর্নবীকরণ হত। পরবর্তীতে সেটা এক বছর অন্তর করে দেওয়া হল। সম্প্রতি নোটিশে দেখা গিয়েছে, তিরিশজন চালককে তিন মাস অন্তর চুক্তি পুনর্নবীকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বাকি চালকদের ক্ষেত্রেও সেটা কার্যকর হবে। আসলে এভাবে ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণে পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। কর্মী নিয়োগের কথা গত পাঁচ বছরে একাধিকবার শুনেছি।'

নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকার বলেন, 'তিন মাস অন্তর চুক্তি পুনর্নবীকরণের যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, সেটা কোনওভাবেই মানা হবে না। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্দেশিকায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।' তিনি জানান, এই নির্দেশিকা বাতিল করার কথা জানানো হয়েছে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। তিনি বিষয়টা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বছর পাঁচেক আগে স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে সমস্ত কর্মীর সংখ্যা নিগমে ছিল ৪২০০। ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫০০-তে। এর মধ্যে চালক ও কনডাক্টরের সংখ্যা আরও কম। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে, নতুন কোনও পরিকল্পনা নিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। এই অবস্থায় কবে ১০০ জন কর্মী নিয়োগের অর্ডার জারি হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে।

লালুকে কটাক্ষ

কিশনগঞ্জ, ৫ নভেম্বর : বুধবার এনডিএ জোটের জেডি(ইউ) প্রার্থী গোপালকুমার আগরওয়ালের সমর্থনে ঠাকুরগঞ্জে নির্বাচনি সভা করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডি(ইউ) সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। সভায় রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে পরিবারতন্ত্রের নায়ক বলে কটাক্ষ করেন। নীতীশ বলেন, 'লালুপ্রসাদ সারাজীবন দলীয় রাজনীতিতে নিজের পরিবারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমে নিজের স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানান। এরপর নানাভাবে ছেলেমেয়েকে দলীয় রাজনীতিতে বড় বড় আসনে বসান। লালু-রাবড়ি রাজ্যের উন্নয়নে কোনও কাজ করেননি। আমরা ক্ষমতার আসার পর রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি।' তিনি দাবি করেন, 'আমাদের এই সরকার সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করেছে। ২০০৬-এর পরে আমাদের সরকার মাদ্রাসাগুলির সরকারিকরণ করেছে।' এদিনের জনসভার শেষে আরারিয়ার আরেকটি দলীয় জোটের জনসভায় যোগ দেন নীতীশ।

জার্সি উপহার

প্রথম পাতার পর

তিনি আন্তঃ আঞ্চলিক টি২০ প্রতিযোগিতা খেলতে চলে গিয়েছেন নাগাল্যান্ডে। সেখানে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়কত্ব সামলাবেন শেফালি। মঙ্গলবার রাতে মুম্বই থেকে বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে হরমনপ্রীতরা নয়াদিল্লি পৌঁছান। তাজ প্যালেস হোটেলে তাঁদের স্বাগত জানানো হয় পুষ্পবৃষ্টিতে। হোটেলে কেক কেটে বিশ্বকাপ জয়ের একপ্রস্থ উদযাপন সেরে রেখেছিলেন জেমিমারা।

নীলিমার 'সুদিন'

প্রথম পাতার পর

উনি ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সার্ভের সঙ্গে যুক্ত। এবারেও ডেঙ্গি সমীক্ষার কাজ করছিলেন।'

কুণ্ডুপুকুর মাঠ সংলগ্ন চারমাথা মোড়ের থেকে কিছুটা এগোলেই নীলিমার নতুন বাড়ি। বছরখানেক হয়ে গেলেও নীলিমাদের পরিবারের সঙ্গে সেরকম পরিচয়ই নেই ওই এলাকার বাসিন্দাদের। বাড়ির আশপাশের কয়েকজন বাসিন্দাকে প্রশ্ন করতেই তাঁরা পরিষ্কার বলে দিলেন, এই নামের কাউকে জানা নেই। অনামিকা রায় নামের এক বাসিন্দা বললেন, 'ওঁরা কারও সঙ্গেই সেরকম কোনও কথা বলেন না। নিজেদের মতোই থাকেন।'

যদিও একেবারেই বিপরীত ছবি ধরা পড়ল অরবিন্দপল্লিতে। এখনও আধার কার্ড-ভোটার কার্ডে অরবিন্দপল্লির রবীন্দ্র সরণি বলে ঠিকানা রয়েছে নীলিমার। নীলিমা ওই এলাকার পরিচিত মুখ। এলাকার বাসিন্দা অনিন্দিতা রায় জানালেন, গৃহপ্রবেশের সময় নীলিমার বাড়িতে নিমন্ত্রণেও গিয়েছিলেন তিনি। বলছিলেন, 'নীলিমার স্বামী আগে ভাড়ায় সিটি অটো চালাত। খুবই কষ্ট করে সংসার চলত ওদের। বছর তিনেক আগে ছেলে একটি বেসরকারি ব্যাংকে চুক্তিভিত্তিক কাজ পায়। তারপর থেকেই নীলিমা ধীরে ধীরে আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে। ওয়ার্ডে প্রত্যেকের সঙ্গেই যোগাযোগ থাকায় নীলিমা বলে বেড়াত, আধার কার্ড সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজন পড়লে তাঁকে বলার জন্য।'

উন্নতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে নিজের স্ট্যাটাস বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সোনার ছোট অলংকার উপহার দিতেন নীলিমা, এমনটাই জানাচ্ছেন তাঁর সহকর্মীরা। সহকর্মীদের কথায়, 'ওর মধ্যে প্রবণতাই তৈরি হয়েছিল দামি জিনিস খাওয়ার। সার্ভের কাজে বেরোনোর পর সবাই যদি ঠিক করতাম কুড়ি টাকার আইসক্রিম খাব, নীলিমা ৪০ টাকার আইসক্রিম খাওয়ার কথা বলত। শুধু তাই নয়, সবাইকে খাইয়েও দিত।' এলাকার বাসিন্দা সুজিত দত্তের কথায়, 'নীলিমাদি তলে তলে এমন ফাঁদে জড়াবে, ভাবা যায়নি।'

উৎসবের সূচনা

প্রথম পাতার পর

অবশ্য রাসচক্র ঘোরানোর সময় মন্দির চত্বরে বহু মানুষ উপস্থিত থাকায় সেখানে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। উদ্বোধনী পর্বে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তবে অতিথিবরণের সময় সরকারি আধিকারিকদের আগে ও জনপ্রতিনিধিদের পরে বরণ করা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন উদয়ন গুহ। 'প্রোটোকল' না মানায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য তথা সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মন্ত্রীকে।

রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন গোটা মদনমোহনবাড়ি চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়। গাঁদা ফুলের মালায় শ্বেতশুভ্র মদনমোহনবাড়িকে দেখে মোহিত হয়ে পড়ছিলেন দর্শনার্থীরা। মন্দিরে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানেও দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চও নির্মাণ করা হয়েছে। সকাল থেকেই মন্দিরের সামনের রাস্তায় দোকানপাট বসে যায়। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মদনমোহনের দর্শনের পর সেই দোকানগুলি থেকে অনেককেই টুকটাক কেনাকাটা করতে দেখা গিয়েছে।

লক্ষ্মীলাভ ক্যাফের

প্রথম পাতার পর

একদম শেষ তালিকায় নিজের নাম দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। নামের তালিকার প্রিন্ট নিয়ে ক্যাফের মালিককে ৫০ টাকা দিয়ে বের হচ্ছিলেন পরেশ। ভয় পাচ্ছিলেন নাকি? তখন প্রশ্ন করা হল পরেশকে। ঠোঁটের এককোণে হাসি দিয়ে বললেন, 'আসলে আমি ভুলে গিয়েছিলাম তখন কোন স্কুলে ভোট দিয়েছিলাম। একের পর এক তালিকা চলে যাচ্ছিল তাই একটু ভয় পাচ্ছিলাম।' রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা বছর ৬৩-র সুপ্রিয়া হালদার তালিকা দেখতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনগরের একটি সাইবার ক্যাফেতে। কিন্তু ২০০২ সালে কোথায় ভোট দিয়েছিলেন সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। ক্যাফের কর্মীকে দু'-তিনটে ক্যাম্পের নাম বলেন। একবার ক্যাফের কর্মী বিরক্ত হয়ে তাঁকে জানিয়ে দেন, এভাবে দেখে দেওয়া সম্ভব না। এর পরেই কাকুতিমিনতি শুরু করেন ওই মহিলা। শেষে প্রত্যেকটি কেন্দ্রের ভোটার তালিকা বের করে করে দেখান ক্যাফের কর্মী।

২০০২-এর তালিকা পেতে কেউ সরাসরি যাচ্ছেন সাইবার ক্যাফেতে, আবার কেউ যাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে। রাজনৈতিক দলগুলি আবার নিকটবর্তী সাইবার ক্যাফেতে কথা বলে রেখেছে। কেউ সেখানে গেলে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওই ক্যাফেতে। সেখানে বিনামূল্যেই কাজ হয়ে যাচ্ছে তাঁদের। ক্যাফের বিল মেটাচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি। আখেরে লাভ হচ্ছে ক্যাফের মালিকদেরই। এখন প্রায় সকলের হাতে হাতেই স্মার্টফোন রয়েছে। কিন্তু এসআইআর আবহে কেউ ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তাই সরাসরি আসছেন সাইবার ক্যাফেতে। কোভিডের আগে পর্যন্ত সাইবার ক্যাফেগুলি চললেও কোভিড পরবর্তী সময়ে ব্যবসা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই সাইবার ক্যাফের পাশাপাশি কেউ ফোটোকপির মেশিন বসিয়েছিলেন আবার কেউ ক্যাফের পাশাপাশি মোবাইল ফোন রিপেয়ারিংয়ের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। বর্তমানে তাঁদের কাউকে কাউকে একজন বাড়তি লোক রাখতে হয়েছে, কাউকে আবার কম্পিউটারের 'কনফিগারেশন' বদলাতে হয়েছে। হায়দরপাড়ার পাপাইয়ের ক্যাফে রয়েছে বুদ্ধভারতী স্কুল পার করে। তিনি ক্যাফের পাশাপাশি ফোটোকপির মেশিনও রেখেছিলেন। তাঁকে একজন নতুন লোক নিয়োগ করতে হয়েছে। পাপাইয়ের বক্তব্য, 'একটু চাপ বেড়েছে। অনেক লোক আসছেন। একা সামাল দিতে সমস্যা হচ্ছে। তাই একজনকে কাজে রেখেছি।' কলেজপাড়ার বিটুকে কম্পিউটারের ক্ষমতা বাড়াতে হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'সারাদিন মেশিন অন রাখতে হচ্ছে। পুরোনো হয়ে গিয়েছে তাই ক্ষমতাও অনেকটাই কমেছে। নতুন হার্ড ডিস্ক লাগাতে হয়েছে।'

'ফাজলামো চলছে!'

প্রথম পাতার পর

'এখানে ফাজলামো করতে এসেছ। ফাজলামো চলছে। ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কোর্টে দেখে নেব।' পরে বিকেল ৪টা নাগাদ এক সঙ্গীকে নিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার সময় তাঁকে বলা হয়, 'আপনার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে।' ওই কথার কোনও জবাব দেননি প্রশান্ত।

তবে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিডিও এবং জেলা শাসকদের বিষয় দেখে নবান্ন। আশা করছি, তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।' রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। বিষয়টি প্রশাসনিক লেভেলে দেখছে। তবে এতে নিশ্চয়ই পঞ্চায়েত সমিতির কাজে কিছু ব্যাঘাত হবে। আমরা চাইছি, সুষ্ঠু তদন্ত করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক প্রশাসন।'

সল্টলেকে নিহতের পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত বিডিও'র নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চলাফেরা করার সময় সঙ্গে সবসময় ৪-৫ জন তরুণ থাকেন। বিধাননগর পুলিশের মুখে অবশ্য কোনও রা নেই। বিধাননগরের ডেপুটি কমিশনার (সদর) অনীশ সরকার 'ব্যস্ত আছি' বলে প্রতিক্রিয়া এড়িয়েছেন। স্বপনকে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর আত্মীয় দেবাশিস। তিনি বলেন, 'পুলিশের ভূমিকায় আমরা হতাশ।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত প্রশান্ত এর আগেও নিউটাউনে তাঁর ফ্ল্যাটের কাছে একাধিক ঝামেলায় জড়িয়েছেন। কিন্তু নীলবাতি গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করেন বলে স্থানীয় লোকজন ভয়ে কিছু বলার সাহস পেতেন না। মঙ্গলবার রাজগঞ্জের বিডিওকে বহালতবিয়তে শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দির এলাকায় নীলবাতি লাগানো গাড়িতে ঘুরতে দেখেছেন স্থানীয়রা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের পিছনে ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউপাড়ার ৩ নম্বর লেনে বুধবার তাঁকে দেখা যায়।

শিবমন্দির এলাকায় আরও একটি বাড়িতে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়। রাজগঞ্জ বিডিও অফিসে বুধবারের পরিবেশ ছিল থমথমে। আধিকারিক এবং কর্মীরা এব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি। তাঁদের অনেককে অবশ্য ফিশফাশ করতে দেখা গিয়েছে। একজন আধিকারিক শুধু জানান, 'এসআইআর ফর্ম নিয়ে বিএলও'রা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। বিডিও সাহেব ফিল্ড ভিজিটে আছেন।'

রাজগঞ্জের বিডিও থাকাকালীন প্রশান্ত বর্মনের দু'বার বদলির আদেশ হলেও দু'বারই কোনও অজ্ঞাত কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও কম নয়। বালিবোঝাই এক ডাম্পারের ড্রাইভারকে মারধর, গজলডোবায় হোটেল ভাঙার সময় এক ব্যবসায়ীকে ধমক, বেলাকোবা শিকারপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করায় মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বন্ধের হুমকিতে তাঁর নাম জড়িয়েছিল।

(তথ্য সংগ্রহঃ দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, খোকন সাহা ও রামপ্রসাদ মোদক)

তিন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকার পৃথক তালিকা তৈরির কাজ চলছে। সেই তালিকা সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতে পাঠিয়ে চক্রের শিকড়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এক তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, তদন্তে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি সহ এক ডাক্তারেরও নাম সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার জানান, তদন্তে বেশকিছু নাম উঠে এসেছে, তাদের কাউকে রেয়াত করা হবে না।

ধৃত নীলিমাকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে শিবমন্দির থেকে মঙ্গলবার ধৃত রাধেশ্যাম প্রসাদ ও দীপককুমার শা মাটিগাড়ার ঘোকলাজোতের বাসিন্দা। চম্পাসারি থেকে ধরা পড়া মহেশ শা ও রাজীব ছেত্রী দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা। সুজিত রংদার ভোরের আলো থানার মিলনপল্লির বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে এঁদেরও পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ডিডি সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই খবর ছিল, ঘোকলাজোতের রাধেশ্যাম ও দীপক জাল শংসাপত্র চক্রের সঙ্গে জড়িত। মঙ্গলবার রাতে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কাছে খবর আসে, রাধেশ্যাম ও দীপক স্কুটারে করে মাটিগাড়া থেকে চম্পাসারির দিকে যাচ্ছেন। শিবমন্দিরের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে-তে ডিডি-র টিম ওঁত পাতে। স্কুটার আটকে ডিকি খুলতেই পাঁচটি জাল জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়। তাঁদের মোবাইল খুলতেই প্রচুর জাল শংসাপত্রের সফটকপি দেখতে পায় পুলিশ।

ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, জাল জন্ম শংসাপত্র হাতবদল করতে যাচ্ছেন তাঁরা। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চম্পাসারি মোড়ে আর্মি ট্রানজিট ক্যাম্পের কাছে যান ডিডি-র কর্তারা। সেখানে দাঁড়ানো চার চাকার একটি গাড়িতে তল্লাশি করে আরও ছয়টি জাল জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়। গাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন মহেশ শা, রাজীব ছেত্রী ও সুজিত রংদার। তাঁদের মোবাইল ফোন থেকেও প্রচুর জাল সার্টিফিকেটের সফট কপি উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া জাল জন্ম শংসাপত্রগুলো ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দার নামে হয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'খড়িবাড়ির সঙ্গে এঁদের কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটা দেখা হচ্ছে। এরা সব ধরনের জাল শংসাপত্র বিক্রি করত। নেপালের বাসিন্দাদেরও জাল শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার সূত্র পাওয়া যাচ্ছে।'

শনিবার সোনার ব্যাট-বলে রিচাকে সংবর্ধনা ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পারেননি। ঝুলন গোস্বামীও ব্যর্থ হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছেন। সেই ইতিহাস গড়ার অন্যতম কারিগর মহিলাদের টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটার রিচাকে শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে সংবর্ধনা দিতে চলেছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। ক্রিকেটের নন্দনকাননে রিচার হাতে সোনার ব্যাট ও বল তুলে দেওয়া হবে। সেই ব্যাট ও বলে সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভের স্বাক্ষর থাকবে। স্বাক্ষর থাকবে ঝুলনেরও।

শনিবারের ইডেনে রিচা সংবর্ধনার আসরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চাঁদের হাট বসার সম্ভাবনা রয়েছে। সিএবি-র সিদ্ধান্ত বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের সব সদস্যকে সেদিন হাজির করার। গতকাল লন্ডন থেকে ফেরার পর আজ রিচাকে সংবর্ধনা প্রসঙ্গে সিএবি সভাপতি সৌরভ বলেছেন, 'রিচা এখন মহিলা ক্রিকেটের অনুপ্রেরণা। দুর্দান্ত প্রতিভার পাশে দারুণ ক্রিকেটীয় স্কিল দেখিয়ে রিচা ভারতীয় মহিলা দলের বিশ্বকাপ জয়ের পথটা মসৃণ করেছিল। আমি নিশ্চিত, রিচাকে অনুসরণ করে আগামীদিনে আরও প্রতিভা উঠে আসবে বাংলা ক্রিকেটে।' রিচার সাফল্যে এখনও আবেগের ঘোরের মধ্যে রয়েছেন ঝুলনও। তাঁর কথায়, 'রিচাকে নিয়ে নতুন করে কীই বা আর বলব। আমরা যা পারিনি, ও সেটা করে দেখিয়েছে। রিচা আগামীদিনে দেশ ও বাংলাকে আরও সাফল্য এনে দেবে

> রিচা এখন মহিলা ক্রিকেটের অনুপ্রেরণা। দুর্দান্ত প্রতিভার পাশে দারুণ ক্রিকেটীয় স্কিল দেখিয়ে রিচা ভারতীয় মহিলা দলের বিশ্বকাপ জয়ের পথটা মসৃণ করেছিল।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

বলেই আমার বিশ্বাস।' সূত্রের খবর, সিএবি-তে রিচার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকতে পারেন। এদিকে, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর কাল পরিবারের সঙ্গে রিচার শিলিগুড়ি পৌঁছানোর কথা। সেখানে তাঁকে হুডখোলা জিপে ঘোরানোর পরিকল্পনা রয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের।

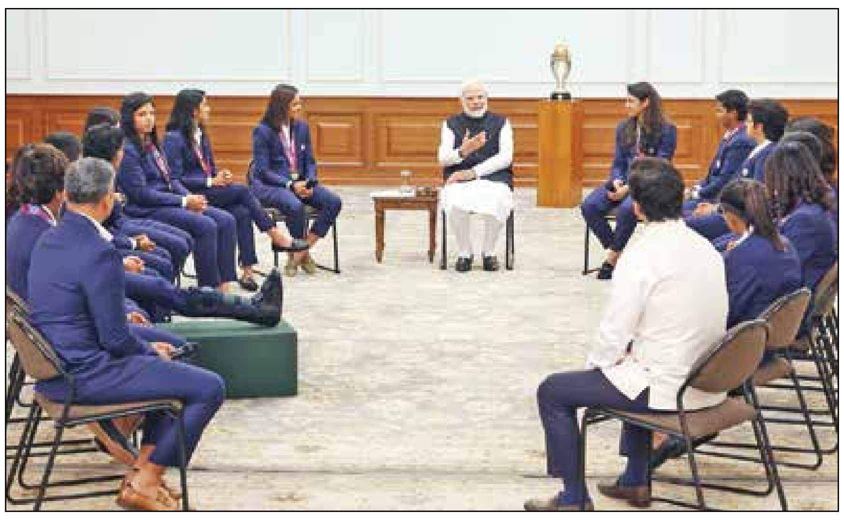

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিলেন হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানারা। নয়াদিল্লিতে বুধবার।

হরমন, স্মৃতির হাতে বিশ্বকাপের ট্যাটু

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : বিশ্বজয়ের স্মৃতি আজীবনের জন্য নিজের হাতে রেখে দিলেন হরমনপ্রীত কাউর।

২ নভেম্বর। ভারতীয় ক্রিকেটে ঐতিহাসিক দিন। ৫২ বছরের খরা কাটিয়ে প্রথমবার মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতি সবসময়ের জন্য নিজের কাছে রাখতে হাতে বিশ্বকাপ ট্রফির একটি উলকি আঁকিয়েছেন। কেরিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে প্রায় একই ধরনের ট্যাটু হাতে করিয়েছেন সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা।

> চিরকাল আমার শরীরে ও হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। প্রথম দিন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। এবার প্রতিটা সকালে তোমাকে দেখার সুযোগ পাব, আমি কৃতজ্ঞ। -হরমনপ্রীত কাউর

হরমনপ্রীতের বাঁ হাতে আঁকা সেই ট্যাটুতে বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে রয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। এছাড়া ২০২৫ ও ৫২ দুটি সংখ্যা লেখা রয়েছে। ২০২৫ বিশ্বকাপ জয়ের বছর। আর ৫২ সংখ্যাটি দুইটি অর্থ বহন করছে। প্রথমত, বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়েছেন মান্ধানা, শেফালি ভার্মারা। আর দ্বিতীয়ত, মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ শুরুর ৫২ বছর পর প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

বিশ্বকাপ উলকির ছবিটি নিজেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন হরমনপ্রীত। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'চিরকাল আমার শরীরে ও হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। প্রথম দিন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। এবার প্রতিটা সকালে তোমাকে দেখার সুযোগ পাব, আমি কৃতজ্ঞ।'

বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি হিসেবে নিজেদের হাতে ট্যাটু করালেন স্মৃতি মান্ধানা (উপরে) ও হরমনপ্রীত কাউর।

রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচে অধিনায়ক শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ নেই। তিনি ভারতীয় 'এ' দলের স্কোয়াডে। সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েলও নেই। তিনি রাইজিং এশিয়া কাপের ভারতীয় 'এ' দলের স্কোয়াডে।

এমন অবস্থায় শনিবার থেকে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রনজি মরশুমের চার নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। শনিবার থেকে সুরাটের লালভাই কন্ট্রাক্টর স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলা দলকে নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। আজ বিকেলের বিমানে সুরাট উড়ে গেল বাংলা দল। রাত আটটা নাগাদ সুরাট পৌঁছানোর পর সেখান থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন

সুরাট পৌঁছে গেল টিম বাংলা

শুক্লা বলছিলেন, 'রেলের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। ত্রিপুরা ম্যাচের ভুল দ্রুত শুধরে নিতে হবে। রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন শাহবাজ।' চমকপ্রদভাবে ত্রিপুরা ম্যাচে বাংলাকে নেতৃত্ব দেওয়া অভিষেকের বদলে দলে নেওয়া হয়েছে অগ্নিভ পানকে। ৫০ জনের প্রাথমিক পুলে না থাকা ক্রিকেটার কীভাবে, কেন মূল স্কোয়াডে ঢুকে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্নও উঠে গিয়েছে। যার জবাব নেই কোথাও।

ঠিক যেমন কারও জানা নেই মহম্মদ সামিকে রনজি মরশুমের বাকি ম্যাচে আদৌ আর পাওয়া যাবে কিনা। ত্রিপুরা ম্যাচের পর সামি বিশ্রাম চেয়েছিলেন। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা থেকেই সামি উত্তরপ্রদেশের বাড়ি ফিরেছেন। রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচের স্কোয়াডে নেই তিনি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনও জানেন না সামিকে ফের কোন ম্যাচে পাওয়া যাবে। তার মধ্যেই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা হয়েছে। রনজির তিন ম্যাচে ১৫ উইকেট পাওয়া সামি নেই টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে। ফলে তাঁকে ফের কবে বাংলার জার্সিতে দেখা যাবে, সেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্র্যাকটিসে গোতির নজর পিচে

গোল্ড কোস্টে সোনালি রোদের খোঁজে সূর্যরা

গোল্ড কোস্ট, ৫ নভেম্বর : প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি।

ছবির মতো সুন্দর বিচ। দীর্ঘ সৈকত। সারা বছর যার টানে গোল্ড কোস্টে ভিড় জমান পর্যটকরা। ব্রিসবেনের পর কুইন্সল্যান্ডের বৃহত্তম যে শহরে প্রথমবার খেলতে নামছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। অতীতে বার দুয়েক আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে এখানে। দুই ম্যাচেই জয়ী অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার গোল্ড কোস্টের কারারা ওভালে ক্যাঙারুদের বিজয়রথ থামানোর চ্যালেঞ্জ।

সূর্যকুমার যাদবদের সামনে সুযোগ টাই ভেঙে (১-১) এগিয়ে যাওয়ার। এদিন সদলবলে কারারা ওভালে সেই লক্ষ্য পূরণে শেষ তুলির টান দেওয়ার ব্যস্ততা গৌতম গম্ভীরদের। গতকাল পর্যন্ত ছুটির মেজাজে কাটিয়েছে পুরো দল। শুভমান গিল, অভিষেক শর্মারা গা ভিজিয়েছেন সমুদ্রের নীল জলে। এদিন ভিজলেন

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টি২০
সময় : দুপুর ১.৪৫ মিনিট
স্থান : গোল্ড কোস্ট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

অনুশীলনে ঘাম ঝরিয়ে। শারীরিক কসরত, ক্যাচিংয়ের পর ব্যাটিং, বোলিংয়ে শান দেওয়া। হোবার্টে শেষ ম্যাচে দাপুটে জয়ের পর ফুরফুরে মেজাজ প্রত্যাশিত। এদিনের অনুশীলনেও তারই ঝলক। অভিষেক, রিঙ্কু সিংদের সঙ্গে খোশমেজাজে দেখা গেল ফেরার অপেক্ষায় থাকা নীতীশকুমার রেড্ডিকে। অপরদিকে, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা জুটির রসায়ন। গত ম্যাচে হর্ষিতকে বসিয়ে প্রত্যাবর্তন অর্শদীপের। বাঁহাতি সুইং বোলিংয়ে নিজের গুরুত্বও বোঝান।

গোল্ড কোস্টের দ্বৈরথেও অর্শদীপ অগ্রাধিকার পাবেন জসপ্রীত বুমরাহর পার্টনার হিসেবে। যদিও নিজেদের মধ্যে লড়াই নয়, বন্ধুত্বের সহাবস্থান। হেডস্যার গম্ভীরের চোখ আবার বাইশ গজে। বোলিং কোচ মরনি মরকেল, ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককে সঙ্গে নিয়ে ঢুঁ মারলেন মাঝের জমিতে। পরে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে আরেক দফা পর্যবেক্ষণ।

অজি একাদশে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে এক্স ফ্যাক্টর। মিডল অর্ডারে তাঁর ফিনিশারের ভূমিকা এবং স্পিন দক্ষতা টি২০-র রঙিন ফরম্যাটে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কারারা ওভালে প্রথম ম্যাচ রঙিন করে রাখতে ম্যাক্সওয়েল-কাঁটা দ্রুত সরানো দরকার। ভারতীয় দলের জন্য অবশ্য থাকছে জোড়া স্বস্তি। জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেডের অনুপস্থিতি।

প্রস্তুতির মাঝে হালকা মেজাজে সূর্যকুমার যাদব ও জসপ্রীত বুমরাহ। বুধবার।

ব্যাটিং এবং বোলিং, দুই পর্বে পাওয়ার প্লে-তে জোশ, হেডের না থাকা নিশ্চিতভাবে ফ্যাক্টর হতে চলেছে। সূর্য ব্রিগেডও যাঁর ফায়দা নিতে মুখিয়ে থাকবেন। লক্ষ্য পূরণে চোখ ফের অভিষেক শর্মার ওপর। চলতি সফরে বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন। ১৭০-এর কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে দলের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে একশোর বেশি রান করেছেন। আগামীকাল আর ৩৯ করলে ছুঁয়ে ফেলবেন ভারতীয় হিসেবে বিরাট কোহলির দ্রুততম হাজার রানের মাইলস্টোন (২৭ ইনিংস)।

শুভমান, সূর্যর কাছে অবশ্য আগামীকাল রানে ফেরার পরীক্ষা। সাদা বলের চলতি সফরে এখনও পর্যন্ত ফিকে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক গিল। সেখানে নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই সূর্য মেঘে ঢাকা। কাল গোল্ড কোস্টে মেঘ সরিয়ে ঝলমল করেন কি না, চোখ থাকবে 'মিস্টার ৩৬০' ডিগ্রির ভক্তদের। নাহলে বিশ্বকাপের আগে চাপ বাড়বে দলের।

অপরদিকে, চোট কাটিয়ে নীতীশ মাঠে ফেরার অপেক্ষায়। বোলিং কোচ মরনি মরকেল জানিয়েছেন, এদিন নেটে দীর্ঘক্ষণ বোলিং, ব্যাটিং করেছেন তারকা অলরাউন্ডার। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামীকাল ফিজিও, দলের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে নীতীশ ফিরলে কোপ পড়বে শিবম দুবের ওপর।

হোবার্টে বোলিং না পেলেও ব্যাট হাতে রং ছড়ানো ওয়াশিংটন সুন্দরের 'ফিনিশার' ভূমিকা প্রশংসা কুড়িয়েছে। উইকেটকিপার-ব্যাটার জিতেশ শর্মাও আরও একটা ম্যাচ পেতে চলেছেন। অর্থাৎ, রিজার্ভ বেঞ্চেই থাকছেন সঞ্জু স্যামসন। অপরদিকে জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তীদের জন্য থাকবে বিস্ফোরক টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসদের থামানোর ভার।

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শকে পাওয়ার প্লে-তে আটকাতে গম্ভীরদের কী পরিকল্পনা থাকে, সেদিকে নজর থাকবে। ম্যাচের ভাগ্য কাল অনেকাংশে নির্ভর করবে যার ওপর। মার্শ টিকে গেলে যে কোনও বাউন্ডারি ছোট, তা চলতি সিরিজে ভালোমতো টের পাচ্ছে ভারতীয় দল। অতএব শুরুতে মার্শকে ফেরানোর স্লোগান মেন ইন ব্লু-তে।

কারারা ওভালের টক্করে দুই দলের সামনে এমনই একাধিক অঙ্ক, হিসেব মেলানোর পালা। এগিয়ে যাওয়ার দ্বৈরথে আগামীকাল ভারত না অস্ট্রেলিয়া কে বাজিমাত করে, চোখ থাকবে সেদিকে।

'কম্বিনেশনের স্বার্থেই অর্শদীপ অনিয়মিত'

তারকা পেসারের বাদ পড়া নিয়ে মরকেল

গোল্ড কোস্ট, ৫ নভেম্বর : স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টি২০ সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের তিন ম্যাচ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। প্রথম ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। দ্বিতীয় ম্যাচে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তিন নম্বর ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফিরেছিল টিম ইন্ডিয়া। আর সূর্যকুমার যাদবদের জয়ে ফেরার অন্যতম কারিগর ছিলেন বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং। হয়েছিলেন ম্যাচের সেরাও।

জিতেশ শর্মাকে পরামর্শ গৌতম গম্ভীরের।

অথচ, অর্শদীপ টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে নিয়মিত নন। কুড়ির ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট শিকারি অর্শদীপকে কেন নিয়মিত প্রথম একাদশে রাখা যায় না, আগামীকাল চতুর্থ টি২০ ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বোলিং কোচ মরনি মরকেল। তিনি জানিয়েছেন, দলের কম্বিনেশনের কারণেই অর্শদীপকে সবসময় প্রথম একাদশে রাখা সম্ভব হয় না। অর্শদীপ নিজেও সেটা জানেন। মরকেলের কথায়, 'অর্শদীপ অভিজ্ঞ। ও ভালো করেই জানে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করার সময় দলের কম্বিনেশনের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। তাই সবসময় ওকে প্রথম একাদশে রাখা সম্ভব হয় না।' কুড়ির ক্রিকেটে ভারতের অন্যতম সেরা বাঁহাতি জোরে বোলার নিজেও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। মরকেলের কথায়, 'অর্শদীপ দারুণ প্রতিভা। দুর্দান্ত বোলার। দলে ওর প্রয়োজন কতটা, ভালোই জানি আমরা। অর্শদীপ নিজেও পরিস্থিতির এমন দাবি সম্পর্কে ভালো

বোলিং প্রস্তুতি শুরুর আগে অর্শদীপ সিং।

> অর্শদীপ অভিজ্ঞ। ও ভালো করেই জানে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করার সময় দলের কম্বিনেশনের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। তাই সবসময় ওকে প্রথম একাদশে রাখা সম্ভব হয় না।
>
> **মর্নি মরকেল**

করেই জানে। ও বোঝে পরিস্থিতিটা।'

অর্শদীপ নিয়ে মুখ খোলার পাশাপাশি নীতীশকুমার রেড্ডি নিয়েও আজ সরব হয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ। অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। পরে এখনও মাঠে ফেরা হয়নি তাঁর। যদিও আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে নীতীশকে ব্যাটিং-বোলিং, সবই করতে দেখা গিয়েছে। আগামীকাল তিনি খেলবেন কিনা, খোলসা করে না বললেও মরকেল বলেছেন, 'নীতীশ এখন ঠিক আছে। আজ অনুশীলনে ব্যাটিং-বোলিং সবই করেছে। দলের চিকিৎসক ও ফিজিওদের থেকে সব আপডেট পাওয়ার পরই কাল ওর খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।'

টেস্ট দলে ফিরলেন ঋষভ-আকাশ

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : তাঁরা ফিরলেন প্রত্যাশিতভাবেই। তিনিও দলের বাইরে থেকে গেলেন প্রত্যাশিতভাবেই!

ঋষভ পন্থ চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছিলেন আগেই। ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলাও হয়ে গিয়েছে তাঁর। রানও করেছেন। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টের আসরে ক্রিস ওকসের বলে পায়ের পাতার হাড় ভাঙার পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন সিরিজে ঋষভের প্রত্যাবর্তন অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। বাংলার জোরে বোলার আকাশ দীপের টিম ইন্ডিয়ায় ফেরা নিয়েও কোনও সংশয় ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের

প্রত্যাশিতভাবেই 'বাদ' সামি

দলে তিনিও ফিরেছেন। ঋষভ ফিরলেন নারায়ণ জগদীশানের জায়গায়। আর আকাশ ফিরলেন প্রসিধ কৃষ্ণার বিকল্প হিসেবে।

বাংলার আকাশ টিম ইন্ডিয়ায় ফিরলেও মহম্মদ সামি দলের বাইরেই থেকে গেলেন। বাংলার হয়ে তিনটি রনজি ম্যাচ খেলে ১৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তিন ম্যাচে ৯৪ ওভার বলও করেছিলেন সামি। কিন্তু তারপরও সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরানোর কথা ভাবা হয়নি। সূত্রের খবর, আজ অজিত আগরকারদের দল নির্বাচনি বৈঠকে সামিকে নিয়ে তেমন আলোচনাও হয়নি। নিশ্চিতভাবেই সামির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার প্রবল অনিশ্চয়তার মুখে। বাংলা দলের অন্দরের খবর, সামি ত্রিপুরা ম্যাচের সময়ই জানতে পেরেছিলেন টেস্ট দলে তাঁকে নেওয়া হবে না। তাই তিনি ত্রিপুরা ম্যাচের পরই উত্তরপ্রদেশের বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

এদিকে, আজ ১৫ সদস্যের ভারতীয় টেস্ট দল ঘোষণার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের জন্য ভারতীয় 'এ' দল ঘোষণাও হয়েছে। দলে নেই রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তিলক ভার্মা ভারতীয় 'এ' দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন।

ভারতীয় টেস্ট দল

শুভমান গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ (সহ অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, বি সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কাল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশকুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, আকাশ দীপ।

ভারতীয় 'এ' দল

তিলক ভার্মা (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (সহ অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, ঈশান কিষান, আয়ুষ বাদোনি, নিশান্ত সিন্ধু, বিপরাজ নিগম, মানব সুথার, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, খলিল আহমেদ ও প্রভসিমরান সিং।

ইস্টবেঙ্গলে জ্যোতি

কলকাতা, ৫ নভেম্বর : ইউরোপের ক্লাবের হয়ে হ্যাটট্রিক করা ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার জ্যোতি চৌহান এবার ইস্টবেঙ্গলে।

২০২১-'২২ মরশুমে গোকুলাম কেরালার হয়ে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ খেতাব জেতেন জ্যোতি। একইসঙ্গে টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন। পরের মরশুমেই ট্রায়ালের মাধ্যমে ক্রোয়েশিয়ার প্রথমসারির ক্লাব ডায়নামো জাগ্রেবে সুযোগ পান। ক্রোয়েশিয়ার ক্লাবটির জার্সিতে একটি ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেন তিনি। সেই জ্যোতি এবার ইস্টবেঙ্গলে। মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে খেলবে লাল-হলুদের প্রমীলা ব্রিগেড।

সম্ভাব্য জাতীয় দলে পাসাং

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় ফুটবল দলের সম্ভাব্য তালিকায় জায়গা পেলেন শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং। ১৫ নভেম্বর ব্যাংককে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় যুব দল। তার আগে ৭ তারিখ থেকে অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলের শিবির হবে কলকাতায়। সেখানে ডাক পেয়েছেন পাসাং। এছাড়া সম্ভাব্য তালিকায় বাংলার অন্য মুখ দীপেন্দু বিশ্বাস।

'সবদিক থেকে ওই জয় নতুন ছিল'

তিরাশির বিশ্বজয়ের সঙ্গে তুলনায় নারাজ গাভাসকার

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : আসমুদ্রহিমাচলের মতো তাঁকেও নাড়িয়ে দিয়েছে হরমনপ্রীত কাউরদের বিশ্বকাপ জয়। আবেগে ভেসেছেন। কুর্নিশ জানিয়েছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা দলকে। জেমিমা রডরিগেজের সঙ্গে গান গাইবেনও বলেছেন। তবে হরমনদের এই সাফল্যকে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে তুলনায় নারাজ সুনীল গাভাসকার।

কিংবদন্তি তথা তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্যের মতে, ৪২ বছর আগে পাওয়া বিশ্বসেরার মুকুট সবদিক থেকে আলাদা। গাভাসকারের যুক্তি, লর্ডসের ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বধের আগে বিশ্বজয় ভারতের কাছে ছিল দিবাস্বপ্নের মতো। সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে তার আগে কোনও সাফল্য ছিল না। প্রথম দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগের গণ্ডি পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারেননি তাঁরা।

সেখান থেকে বিশ্বজয়। আন্ডারডগ হিসেবে হট ফেভারিট ক্লাইভ লয়েডের দলকে হারিয়ে ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল কপিল ডেভিলস। বদলে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট। হরমনপ্রীতদের সাফল্যও দেশের মহিলা ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখাবে। পরবর্তী প্রজন্মকে মাঠমুখী করে তুলবে। কিন্তু তিরাশির কপিল ডেভিলসের সাফল্যের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানা-রিচা ঘোষদের সাফল্যকে একাসনে রাখতে নারাজ গাভাসকার।

নিজের দাবির পক্ষে গাভাসকারের যুক্তি, 'কেউ কেউ তুলনা টানার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাস্তব হল, তিরাশির আগের দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরোতে পারেনি ভারতীয় পুরুষ দল। নক আউট পর্বে পা রাখা এবং পরবর্তী সবকিছু ওই দল, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নতুন ছিল। সেখানে এবার মহিলা দল অনেক ভালো অতীত রেকর্ড সঙ্গে নিয়ে নেমেছিল। এমনকি এর আগে দু'বার ফাইনালেও খেলেছে। তুলনা তাই অযৌক্তিক।'

চার দশক আগে লর্ডসে ভারতীয় তেরঙা উড়িয়ে দেওয়ার গর্ব নিয়ে গাভাসকারের যুক্তি, '৮৩-র জয় ভারতীয় ক্রিকেটের দিশা বদলে দেয়। যে আওয়াজ গোটা ক্রিকেট বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ভারতীয় বাবা-মায়েদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের সন্তানদের ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ জোগাতে। হরমনদের সাফল্যও দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে মহিলা দল বিশ্বসেরা হতে পারে, এই বিশ্বাসটা অনেক আগেই তৈরি হয়ে যায়।

গাভাসকার অবশ্য মানছেন, মহিলা দলের বিশ্বসেরার মুকুট অনুপ্রাণিত করবে আগামী প্রজন্মকে। অভিভাবকরা মেয়েদের বাইশ গজে খেলার উৎসাহ জোগাবেন। বলেছেন, 'এই জয়ও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে প্রভাব ফেলবে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আরও অনেক মেয়ে উঠে আসবে। ইতিমধ্যে উওম্যান প্রিমিয়ার লিগ চালু হয়েছে। বাবা-মায়েরা বুঝতে পারছে ক্রিকেট কেরিয়ার গড়ার অন্যতম মাধ্যম। ফলে কন্যাসন্তানরা অনেক বেশি উৎসাহ পাবেন পরিবার থেকে।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ জন্মদিন **মানভিক (চকো) :** শুভ পঞ্চম জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি জীবনে অনেক বড় হও। শুভ কামনায়-**বাবা, মা, দাদু, দিদা, মামা, মিম্মি, মিম্মো আর ছোট্ট ভাই।** উত্তর শান্তিনগর, শিলিগুড়ি।

খালিদের সম্ভাব্য তালিকায় নেই সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : সুপার কাপে খারাপ খেলার ফল। এএফসি এশিয়ান কাপের সম্ভাব্য তালিকা থেকে বাদ মোহনবাগানের সুপার জায়েন্টের সব ফুটবলার। দলে জায়গা পেলেন না সুনীল ছেত্রীও।

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হারের পরই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যাওয়ার

বাদ মোহনবাগান ফুটবলাররা

আশা শেষ হয়ে যায় ভারতের। এখনও বাকি থাকা দুই ম্যাচের মধ্যে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। সেই ম্যাচের জন্য এদিন ২৩ জন ফুটবলারের সম্ভাব্য তালিকা দিলেন হেড কোচ খালিদ জামিল। আর সেই তালিকায় জায়গা পেলেন না মোহনবাগানের একজন ফুটবলারও। সুপার কাপের গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে যাওয়া এবং খারাপ পরফরমেন্সই এর কারণ নাকি

কাফা নেশনস কাপের সময়ে ফুটবলার না ছাড়ার প্রতিশোধ এতদিনে নিলেন খালিদ, পরিষ্কার নয়। তবে মোহনবাগানের একজন ফুটবলারও দলে জায়গা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। ফিফা উইন্ডোর বাইরে ফুটবলার ছাড়তে আপত্তি জানানোতেই নাকি সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়া, সুহেল আহমেদ বাট, মেহতাব সিং, লিস্টন কোলাসোদের বাদ দেওয়া হল বলে কয়েকটি সূত্র জানাচ্ছে। যে উইন্ডো ১০ নভেম্বরের আগে শুরু হচ্ছে না। অথচ বেঙ্গালুরুতে শিবির শুরু হতে চলেছে বৃহস্পতিবার থেকে। খালিদ এই নিয়ে টানাপোড়েনে না গিয়ে মোহনবাগান ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করেন। এছাড়াও অবসর কাটিয়ে ফিরে আসা সুনীল ছেত্রীকে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দলে রাখলেও এবার তাঁকেও বাদ দিয়েছেন খালিদ। একইসঙ্গে তিনি ডেকে নিয়েছেন বিকাশ ইয়ুমনাম বা মহম্মদ সানানের মতো সদ্য অনূর্ধ্ব-২৩ দলে সুযোগ পাওয়া তরুণকে।

২৩ জনের দল

গোলকিপার : গুরপ্রীত সিং সান্ধু, ঋতিক তিওয়ারি, সাহিল

ডিফেন্ডার : আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইয়ুমনাম, ভালপুইয়া রালতে, মুহম্মদ উবেইস, পরমবীর সিং, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান

মিডফিল্ডার : আশিক কুরুনিয়ান, ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, লালরামলুঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, নাওরেম মহেশ সিং, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম

স্ট্রাইকার : ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মহম্মদ সানান, রহিম আলি ও বিক্রম প্রতাপ সিং

প্রথম টেস্টে ছাঁটাই কনস্টাস, ফিরলেন লাবুশেন

মেলবোর্ন, ৫ নভেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের ফরম্যাট নিয়ে ব্যস্ততা।

আগামীকাল সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ। তার প্রাক্কালে এদিন অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ২১ নভেম্বর পারথ দ্বৈরথের জন্য ঘোষিত যে দলে একাধিক চমক। বাদ পড়লেন স্যাম কনস্টাস। সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি এই তরুণ প্রতিভাবান ওপেনার। ঘরোয়া ক্রিকেটেও সেভাবে ফর্মে নেই। অ্যাসেজের উদ্বোধনী ম্যাচে তাই জায়গা হয়নি কনস্টাসের।

পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ বাঁহাতি ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড। টেস্ট অভিষেক না হলেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রায় এক দশক কাটিয়ে দিয়েছেন। গত বছর শেফিল্ড শিল্ডের সর্বাধিক রান স্কোরারও ছিলেন। চলতি আসরেও ছন্দে। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে গত ম্যাচে রানও পেয়েছেন।

অ্যাসেজের দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

পুরস্কারস্বরূপ উসমান খোয়াজার সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে পারথে অভিষেক ঘটতে চলেছে জ্যাকের।

চোটের জন্য প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পাচ্ছে না অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে। দায়িত্ব সামলাবেন স্টিভেন স্মিথ। অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে স্মিথের দীর্ঘদিনের সতীর্থ মার্নাস লাবুশেনকেও ফেরানো হয়েছে। টানা ব্যর্থতায় টেস্ট দলে জায়গা হারিয়েছেন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে পাওয়া সাফল্যে নির্বাচকদের আস্থা ফের অর্জন করে নিয়েছেন। মিডল অর্ডারে স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিশের সঙ্গে নিয়মিত উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি।

কামিন্সের অনুপস্থিতিতে পেস ব্রিগেডে জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কের সঙ্গে আছেন স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, সিন অ্যাবট। জায়গা করে নিয়েছেন দুই অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ও বিউ ওয়েবস্টার। বেইলির দাবি, ব্যাটিং, বোলিং- সব বিভাগেই ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। আশাবাদী, সুফল মিলবে। বেইলি আরও জানান, অ্যাসেজের প্রস্তুতি হিসেবে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন ঘোষিত দলের সদস্যরা।

অস্ট্রেলিয়া : স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), সিন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিশ, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড ও বিউ ওয়েবস্টার।

গোল্ড কোস্টে সোনালি রোদের খোঁজে সূর্যরা

-খবর এগারোর পাতায়

বেরিয়ে আসতে পারে কিছু ফুটবলারের নামও

ম্যাচ ফিক্সিংয়ে গ্রেপ্তার আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : কলকাতা লিগের ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে এদিন গ্রেপ্তার আরও একজন।

দিন দুয়েক আগে এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। সেদিনই লম্বা তদন্তের পর খিদিরপুর ক্লাবের দুই কর্তাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। এরপরেই সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'এই গ্রেপ্তারি শুধুমাত্র হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এখনও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। আরও বহু নাম প্রকাশ্যে আসবে।' দুই দিন যেতে না যেতেই ফের গ্রেপ্তার আরও একজন। এদিন এক এজেন্টকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। সুজয় ভৌমিক নামের এই এজেন্ট ময়দানে 'মন' নামে পরিচিত। উয়াড়ি সহ বেশ কিছু ক্লাবে তিনি ফুটবলার দেন এবার। উত্তর ২৪ পরগনার এই ব্যক্তি যে এই বেটিং চক্রের সঙ্গেও জড়িত, তা এবার প্রকাশ পেল। কলকাতা লিগ চলাকালীন সময়েই এক ম্যাচে উয়াড়ির ম্যানেজারের সন্দেহজনক আচরণ প্রকাশ্যে আসে। রিজার্ভ বেঞ্চে বসে তিনি ফোনে কথা বলেছিলেন। তাঁকে শো-কজ করলে সেসময় মায়ের শারীরিক সমস্যার কথা বলে তিনি পার পেয়ে গেলেও আদতে সত্যিই তা ছিল কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এখন। আবার কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের এক কর্তা অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আগেই জড়ায়। তবে তাঁকে লিগ শুরুর আগেই ক্লাব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে একটি ম্যাচের সময়ে তাঁকে নৈহাটি স্টেডিয়ামে দেখা যায়। এই ব্যক্তি ইতিমধ্যেই বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

যা খবর তাতে আরও বহু নাম প্রকাশ্যে আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। যার মধ্যে কিছু বর্তমান ও প্রাক্তন ফুটবলারের নামও শোনা যাচ্ছে। যাঁদের মধ্যে কিছু নাম আগেও ময়দানের গড়াপেটায় উঠে এসেছে। এমনকি যা খবর তাতে কলকাতার দুই প্রধানে খেলা দুই-একজন প্রাক্তন ফুটবলারও এই চক্রে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি খুব বড় নাম বেরিয়ে এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সবমিলিয়ে কলকাতা ফুটবলের জন্য আগামী কিছুদিন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

দরপত্র নয়

আলোচনা চায় এফএসডিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : শেষপর্যন্ত সময় চেয়ে নিলেও কি কোনও কোম্পানি আদৌ দরপত্র জমা দিতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বাণিজ্যিক সঙ্গী হতে চেয়ে? সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। প্রাথমিকভাবে ইন্ডিয়ান অয়েল, ফ্যানকোড আগ্রহ দেখালেও শেষপর্যন্ত তারা সবাই সরে দাঁড়িয়েছে বলে খবর। একমাত্র শ্রাচী গ্রুপেরই এখনও আগ্রহ আছে। তারা একটি জার্মান কোম্পানিকে সঙ্গী করে দরপত্র দেওয়ার কথা ভাবছে বলে খবর।

যদিও সেটা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটি সূত্রের খবর, হয়ত কোনও দরপত্র জমাই পড়বে না। সেক্ষেত্রে ৭ তারিখের পর এফএসডিএলের সঙ্গে আলোচনায় বসবে এআইএফএফ। এরপরেই হয়তো সমাধানসূত্র খুলতে পারে। এফএসডিএলের শর্ত দুটি। এক, অবনমন করা যাবে না। আর দুই, টাকার অঙ্ক কমানো। শেষপর্যন্ত আলোচনায় যেতে হয় নাকি দরপত্র জমা পড়ে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে ফেডারেশন কর্তারাও।

দশজনেও প্যারিস-বধ বায়ার্নের
এমভি জুটিকে আটকে জয় লিভারপুলের

লিভারপুল ও প্যারিস, ৫ নভেম্বর : 'দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান কোনর ব্র্যাডলি।' আমাদের আছে শুধু কোনর ব্র্যাডলি। ম্যাচ শুরুর আগেই লিভারপুল সমর্থকরা গান ধরলেন তাঁদের তরুণ রাইট ব্যাক ব্র্যাডলিকে নিয়ে। রিয়াল মাদ্রিদ জার্সিতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে অতিমানবিক পারফরমেন্স উপহার দিলেন রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া। গোটা ম্যাচে ৮টি নিশ্চিত গোল বাঁচালেন বেলজিয়ান গোলকিপার। যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল প্যারিসে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল। সেদিনও মহম্মদ সালাহদের বিরুদ্ধে ৯টি সেভ করে রিয়ালকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন কুর্তোয়া। তবে মঙ্গলবার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ৬১ মিনিটে কুর্তোয়ার প্রাচীর ভেঙে রিয়ালকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন।

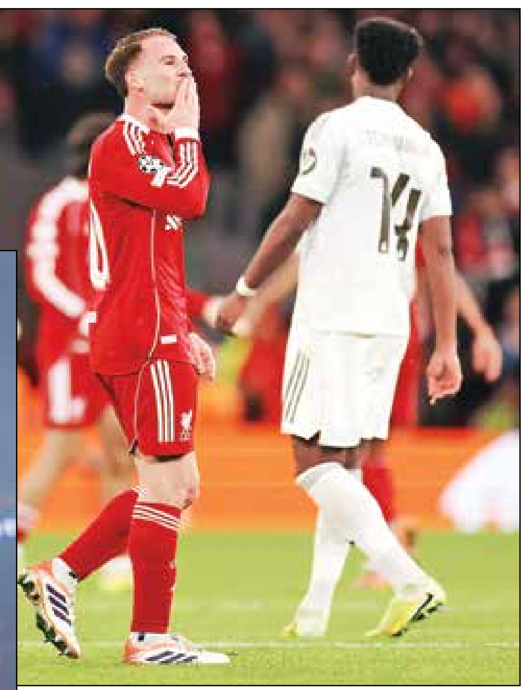

রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে লিভারপুলকে এগিয়ে দিয়ে সেলিব্রেশন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের।

পিএসজি-র বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে শূন্যে লাফ বায়ার্ন মিউনিখের লুইস দিয়াজের।

প্রিমিয়ার লিগের টানা ৪ হারের পর, গত ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে জয় এবং মঙ্গলবার রাতে রিয়ালকে হারানো স্বস্তি দেবে স্লটকে। তাঁর কথায়, 'শেষ কয়েক সপ্তাহ কঠিন ছিল। তারওপর টানা ম্যাচ খেলার মাঝে কোনও বিশ্রাম পাইনি। সেদিক থেকে দেখতে গেমে রিয়ালের মতো কঠিন প্রতিপক্ষ আমাদের সেরাটা বের করে এনেছে।'

ম্যাচ শেষের মিনিট দশেক আগে আর্নল্ড মাঠে নামতেই গ্যালারিতে শুরু হয়ে যায় টিটকিরি। আর্নল্ড বল ধরলেই তা ক্রমশ বাড়তে থাকল। এমনকি আর্নল্ডের মিস পাসেও সেলিব্রেশন করলেন রেড সমর্থকরা। ম্যাচ যেভাবে শুরু হয়েছিল, শেষও হল একইভাবে।

প্রথমবার অ্যানফিল্ডে ফিরে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পেলেন না একসময়ের লিভারপুলের ঘরের ছেলে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড।

সমর্থকদের গান শুনেই বোধহয় চেগে গেলেন ব্র্যাডলি। গোটা ম্যাচজুড়ে শাসন করলেন লিভারপুলের ডানপ্রান্ত। এতটুকু জায়গা দিলেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়ার-জুড বেলিংহাম-কিলিয়ান এমবাপেদের। 'এমভি' (এমবাপে-ভিনিসিয়াস) জুটিকে আটকানোর মধ্যেই যে লুকিয়ে রিয়ালকে হারানোর কৌশল তা মেনে নেন স্লট। তাঁর মন্তব্য, 'কোনর অসাধারণ খেলেছে। ম্যাচের আগে বলেছিলাম লা লিগায় রিয়ালের ২৬টি গোলের মধ্যে ২৪টি এসেছে এমবাপে-ভিনিসিয়াসের থেকে। তাই রিয়ালকে হারাতে হলে ওদের গোল করতে দেওয়া চলবে না।'

অন্যদিকে, আরও একবার

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে গোটা দ্বিতীয়ার্ধ ১০ জনে খেলে বায়ার্ন মিউনিখ ২-১ গোলে হারিয়েছে প্যারিস সাঁ জাঁ-কে। প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। তবে তিনি আচরাফ হাকিমিকে ট্যাকল করে লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান। প্যারিসের জোয়াও নেভেস ব্যবধান কমান ৭৪ মিনিটে। বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির মন্তব্য, 'দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। তবে প্রথমার্ধে আমরা অসাধারণ খেলি।'

ফলাফল

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	৩-১	উনিয়ন সেন্ট-গিলোসে
লিভারপুল	১-০	রিয়াল মাদ্রিদ
টটেনহাম হটস্পার	৪-০	এফসি কোপেনহেগেন
অলিম্পিয়াকোস	১-১	পিএসভি আইন্দহোভেন
জুভেন্তাস	১-১	স্পোর্টিং সিপি
প্যারিস সাঁ জাঁ	১-২	বায়ার্ন মিউনিখ

মহমেডানের হারের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : বিদায় নিশ্চিতই ছিল। হারের হ্যাটট্রিক করে এবারের মতো সুপার কাপ অভিযান শেষ করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বুধবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে গোকুলাম কেরালার কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেল সাদা-কালো বাহিনী। ম্যাচের প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে পড়ে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর মহমেডান। ২৮ মিনিটে গোকুলামকে এগিয়ে দেন অ্যালবার্ট টোরাস। ৫৬ মিনিটে

সেমিফাইনালে পাঞ্জাব

ব্যবধান বাড়ান স্যামুয়েল লিংডো। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ লগ্নে ৮৬ মিনিটে সাদা-কালোর কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন হুয়ান কার্লোস রিকো। ব্যবধান আরও বাড়তেই পারত। বলা চলে বাঙালি গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্যের নৈপুণ্যে এদিন বড় লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেল মহমেডান।

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরু এফসি-কে টাইব্রেকারে হারিয়ে সুপার কাপ সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল পাঞ্জাব এফসি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামার আগে দুই দলই দাঁড়িয়েছিল ৬ পয়েন্টে। গোল পার্থক্য ও গোল করার নিরিখেও দুই দলের মধ্যে কোনও তফাত ছিল না। এমনকি গত দুই ম্যাচে গোল হজম করেনি কোনও দলই। এদিন নির্ধারিত ৯০ মিনিটও শেষহয় গোলশূন্যভাবে। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই বেঙ্গালুরুকে ৫-৪ ব্যবধানে হারিয়ে বাজিমাত করল পাঞ্জাব। বেঙ্গালুরুর রায়ান উইলিয়ামসের শট রুখে দেন পাঞ্জাব গোলকিপার মুহিত সাবির।

অ্যাসেজের ট্রফি হাতে স্টিভ ওয়া।

সুপার কাপের ফাইনাল ৭ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : গ্রুপ পর্যায় শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস পর হবে সুপার কাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। সরকারিভাবে না জানালেও নক আউটের তারিখ ঠিক করে ফেলল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। দুইটি সেমিফাইনালই হবে ৪ ডিসেম্বর। আর ফাইনাল তার তিনদিন পর ৭ ডিসেম্বর। এদিন বেঙ্গালুরু এফসি ও পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ ৯০ মিনিট গোলশূন্য শেষ হওয়ায় সমান পয়েন্ট ও গোলপার্থক্য সমান থাকায় টাইব্রেকারে হয়। পেনাল্টি শুটআউটে পাঞ্জাব ৫-৪ এ জিতে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হচ্ছে। অন্য সেমিফাইনালে এফসি গোয়া প্রতিপক্ষ বৃহস্পতিবার ঠিক হবে।

বড় জয় মথুরার

চৌধুরীহাট, ৫ নভেম্বর : বামনহাট যুব সংঘ ও বিএন রায় ফুটবল অ্যাকাডেমির স্বর্গীয় বিএন রায় ও পিকে দাস ট্রফি ফুটবলে বুধবার মথুরা এফসি ৫-১ গোলে হারিয়েছে নিগামনগর নিগামানন্দ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। মথুরা এফসি-র অতনু দাম ও রোহিত তির্কি জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলস্কোরার বাপি আলম। নিগমানন্দের একমাত্র গোল রফিক আলমের। ম্যাচের সেরা মথুরার রোহিত।

নিলামে ২১৪

ক্রান্তি, ৫ নভেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ১২ দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ৯ নভেম্বর শুরু হবে। যার জন্য বুধবার ক্রিকেটারদের নিলাম হল। আয়োজকদের তরফে নচিকেতা ঘোষ জানিয়েছেন, এদিন নিলামে ২১৪ জন অংশ নিয়েছিলেন। ১২টি দল ন্যূনতম ১৪ জন করে খেলোয়ার নিতে পারবে। প্রতিযোগিতায় ২৪টি ম্যাচ হবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর : বাংলার হকিতে নতুন প্রাপ্তি। সামনেই ঐতিহ্যবাহী বেটন কাপ। তার আগে বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি নবনির্মিত 'বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়াম'-এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধনকে ঘিরে বুধবার বিকেলে যুবভারতী চত্বরে তোড়জোড় চোখে পড়ল। এদিন দুপুরে নবনির্মিত স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও রাজ্যের মন্ত্রী তথা হকি বেঙ্গলের সভাপতি সুজিত বসু। রাজ্য হকি সংস্থার সচিব ইসতিয়াক আলির উপস্থিতিতে বৈঠকও করেন দুই মন্ত্রী। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে অন্য একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন বাংলার দুই কৃতী ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও লিয়েন্ডার পেজ।

৮ নভেম্বর, শনিবার শুরু হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপের ১২৬তম সংস্করণ। ফাইনাল এই মাসেরই ১৬ তারিখ। প্রতিযোগিতার মূল পর্বে অংশগ্রহণকারী ১২টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। বরাবরের মতো সেনাবাহিনী এবং অফিস দলগুলির পাশাপাশি বাংলা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও মণিপুরের রাজ্য দল খেলবে বেটন কাপে। সল্টলেকের নবনির্মিত হকি স্টেডিয়াম ছাড়াও ডুমুরজলা টার্ফে অনুষ্ঠিত হবে বেটন কাপের ম্যাচগুলি।

জয়ী এনএসকে, ডিব্রোস একাদশ

কামাখ্যাগুড়ি, ৫ নভেম্বর : কেপিএল কমিটি নব উদয় সংঘের শ্যাম স্টিল খোয়ারডাঙ্গা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার এনএসকে একাদশ ১৮ রানে ডেন্টাল ভিলা একাদশকে হারিয়েছে। ডেন্টাল ভিলা ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুমন দাস ৪৬ রান করেন। সুদীপ্ত ঠাকুর ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ডেন্টাল ভিলা ৫ উইকেটে ৮০ রানে আটকে যায়। প্রণব দে ৪৪ রান করেন।

অন্য ম্যাচে ডিব্রোস একাদশ ৩ রানে এমএম একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। ডিব্রোস প্রথমে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। শ্যামু এইস ৫১ রান করেন। দীপক রায় ১৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এমএম একাদশ ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২২ রানে থামে। প্রভাকর দেবনাথ ৪১ রান করেন। ম্যাচের সেরা মৃদুল দেবনাথ ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আজগর বৈদ্য - কে 17.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78A 62001 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই সাধারণ মানুষকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার এমন চমৎকার একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য। এটা আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনে এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমাদের সবার জীবনকে অনেক আনন্দময় করে তুলেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে উল্কা ক্লাবের প্রকাশ দোরজি।

নেতাজিকে হারিয়ে জয়ী উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার উল্কা ক্লাব ২-১ গোলে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর পীযূষ সিকারওয়ার উল্কাকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের শেষলগ্নে শেখ রাজা সমতা ফেরান। কিন্তু সংযোজিত সময়ে নেতাজি সুভাষের আত্মঘাতী গোলে জয় নিশ্চিত করে উল্কা। ম্যাচের সেরা উল্কার প্রকাশ দোরজি।

মহিলা ক্রিকেট লিগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগ বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এসএমকেপি ইয়েলো ১০ রানে এসএমকেপি গ্রিন দলকে হারিয়েছে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে টসে জিতে ইয়েলো ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০২ রান তোলে। নেহা রায় ১৫ ও অর্চনা ১২ রান করেন। রুবিনা হোসেন ১১ ও অদ্রিজা ঘোষ ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে গ্রিন ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯২ রানে আটকে যায়। গীতাংশী দাস ৩৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা তনুশ্রী শা ১৫ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে এসএমকেপি রেড ও এসএমকেপি ব্লু। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সিএবি-র যুগ্মসচিব মদন ঘোষ, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি যতন সাহা, ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্তমজুমদার প্রমুখ।

হিন্দি হাইস্কুল মাঠে জমকালো উদ্বোধন হল মহিলা ক্রিকেট লিগের। ছবি : সূত্রধর

ম্যাচের সেরা হয়ে এসএমকেপি ইয়েলো দলের তনুশ্রী শা।

এশিয়ান মাস্টার্সে শিলিগুড়ির ৩

নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫নভেম্বর: চেন্নাইয়ের জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিট বুধবার শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার তিনজন অংশ নিয়েছেন। তারা হলেন তপন সেনগুপ্ত (পুরুষদের ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগ), দীপ্তি পাল ও শতদল দে (মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগ)। মাফির শিলিগুড়ি শাখার সচিব বিদ্যুৎ বসাক জানিয়েছেন, তারা তিনজন চেন্নাই পৌঁছে গিয়েছেন।

জিতল কদমতলা

বাগডোগরা, ৫ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে বুধবার কদমতলা এফসি টাইব্রেকার ৫-৪ গোলে হারিয়েছে বাগডোগরা উড়সা অ্যাকাডেমিকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। কদমতলার গৌতম রাই ও উড়সার আমন প্রধান গোল করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে জাবরালি এফসি এবং সামরিক বিভাগের ৪/৯ জিআর।